উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

৩ শ্রাবণ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 20 July 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 63

uttarbangasambad.com

উত্তরবঙ্গের ঘরে ঘরে
আপনার বার্তা
পৌঁছে দিন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
যেখানে আপনার বিজ্ঞাপন পায়
সঠিক পাঠক

যে কোনও বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

মিউচুয়াল ফান্ড ফ্যাক্ট শিট কী?

প্রবীণ আগরওয়াল
(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর)

মিউচুয়াল ফান্ড ফ্যাক্ট শিট হল কোনও মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের আধার। যেসব তথ্যের ভিত্তিতে লগ্নিকারীরা সংশ্লিষ্ট ফান্ডে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিনিয়োগকারী হিসাবে আপনাকে জানতে হবে, আপনার লগ্নি পরিচালনার দায়িত্ব কাকে বা কাদের দেওয়া হয়েছে, কীভাবে এটি পরিচালনা করা হচ্ছে, কোন কোন খাতে টাকা ঢালা হচ্ছে ইত্যাদি। একজন সাধারণ লগ্নিকারীর পক্ষে এতসব তথ্য জোগাড় করা খুবই কঠিন কাজ। আর এখানেই কাজে আসে মিউচুয়াল ফান্ড ফ্যাক্ট শিট। প্রতি মাসে মিউচুয়াল ফান্ড ফ্যাক্ট শিট প্রকাশ করা সব ফান্ড হাউসের জন্য বাধ্যতামূলক। আপনি এই শিটটি ফান্ডের ওয়েবসাইটের 'ডাউনলোড' অপশনে পেয়ে যাবেন।

মিউচুয়াল ফান্ড ফ্যাক্ট শিট কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন

ফ্যাক্ট শিট কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় তা বুঝতে হলে আপনাকে নীচের বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে হবে।

ফান্ডের বিবরণ পর্যালোচনা

■ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য : কী কারণে ফান্ডটি তৈরি করা হয়েছে। যেমন- মূলধন বৃদ্ধি, আয়ের বিকল্প উৎস ইত্যাদি।

■ ফান্ডের শ্রেণিবিভাগ : এটি ইকুইটি, ডেট নাকি হাইব্রিড ফান্ড। এই শ্রেণিবিন্যাস থেকে বোঝা যাবে ফান্ডের অর্থ কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

■ এক্সপেন্স রেশিও : ফান্ড পরিচালনার জন্য ফান্ড হাউস নির্ধারিত লগ্নিকারীদের বার্ষিক দেয়র পরিমাণকে বলা হয় এক্সপেন্স রেশিও। এটিকে এক ধরনের পরিষেবা খরচও বলা যেতে পারে।

■ ম্যানেজমেন্ট নিয়ন্ত্রিত সম্পদের পরিমাণ (এইউএম) : ফান্ড দ্বারা পরিচালিত সম্পদের মোট মূল্য, যা এর সামগ্রিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়।

■ ন্যূনতম বিনিয়োগ : এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান এবং এককালীন (লাম্প সাম), উভয় ধরনের বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন অর্থের পরিমাণ।

■ বেঞ্চমার্ক : যে সূচকের (যেমন- নিফটি ৫০) নিরিখে ফান্ডের কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয়।

■ রিস্ক-ও-মিটার : একটি ভিজ্যুয়াল টুল। যার মাধ্যমে বিনিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এটি আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

ফান্ড ম্যানেজারের বিবরণ

এই বিভাগে আপনার লগ্নি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির উল্লেখ থাকে। এর মধ্যে রয়েছে...

■ ফান্ড ম্যানেজারের অভিজ্ঞতা : তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা।

■ পরিচালক দলে রদবদল : মনে রাখবেন যে ফান্ড ম্যানেজার বা পরিচালক দলে পরিবর্তন হতে পারে। যদি কোনও পরিবর্তন হয়, লগ্নিকারী হিসাবে তার কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

■ পরিবর্তন পরবর্তী কার্যকারিতা : নতুন ফান্ড ম্যানেজারের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করুন। এর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আগের ফান্ড ম্যানেজারের সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে নতুন ম্যানেজারের কাজকর্মের তুলনা করা। ফান্ড ম্যানেজার পরিবর্তনের পর লগ্নির স্বল্পমেয়াদি ওঠাপড়া অস্বাভাবিক নয়।

অতীত কার্যকারিতা

কোনও ফান্ডের অতীতের কার্যকারিতা ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। তবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক:

■ স্কিম রিটার্নস : ফান্ডের পুরোনো রিটার্ন পর্যালোচনা।

■ এসআইপি রিটার্নস : আপনি কি এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছেন? তাহলে আগের এসআইপি রিটার্নগুলি পরীক্ষা করুন।

■ মার্কেট এবং বেঞ্চমার্ক রিটার্নস : ফান্ডের রিটার্নকে বাজার এবং তার বেঞ্চমার্কের সঙ্গে তুলনা করুন।

পোর্টফোলিও তথ্য

এখানে বিস্তারিতভাবে জানানো হয় আপনার টাকা কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছে

■ অন্তর্নিহিত উপকরণ : ফান্ডের পোর্টফোলিও গঠনকারী সিকিউরিটিগুলির শ্রেণিবিভাগ (যেমন- ইকুইটি শেয়ার, ডেট ফান্ড, বন্ড)-কে চিহ্নিত করে।

■ বরাদ্দ : নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ফান্ডের সম্পদের কত শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে তা নির্দেশ করে।

■ ইকুইটি ফান্ডের ক্ষেত্রগত বরাদ্দ : ব্যাংকিং, তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শতাংশ ভিত্তিক বিভাজন।

■ হাইব্রিড ফান্ডে সম্পদের লগ্নিগত বিভাজন : ইকুইটি, ডেট এবং অন্যান্য ফান্ডের ক্ষেত্রে শতাংশ ভিত্তিক সম্পদ বন্টনের হিসাব-নিকাশ।

মূল অনুপাত

ফ্যাক্টশিটে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ফান্ডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

■ পোর্টফোলিও টার্নওভার রেশিও : ফান্ডের বাৎসরিক হোল্ডিং কত ঘন ঘন বদল হয়েছে তা নির্দেশ করে।

■ বিটা : এটি বেঞ্চমার্কের তুলনায় ফান্ডের ওঠাপড়া পরিমাপ করে। এক-এর বেশি বিটা ইঙ্গিত করে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি অস্থির। কম ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীরা এক-এর কম বিটা যুক্ত ফান্ড পছন্দ করেন।

■ আর-স্কোয়ার্ড : ফান্ড এবং এর বেঞ্চমার্কের মধ্যেকার সম্পর্ককে চিহ্নিত করে। উচ্চতর আর-স্কোয়ার্ড মান একটি শক্তিশালী সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

■ শার্প রেশিও : এই একককটি ঝুঁকি গ্রহণ সাপেক্ষে ফান্ডের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে। উচ্চতর শার্প রেশিওকে সাধারণত ভালো বলে মনে করা হয়, যা প্রতি ইউনিট ঝুঁকির জন্য বেশি রিটার্নকে নির্দেশ করে।

■ ট্র্যাকিং এরর : ইনডেক্স ফান্ডগুলির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই অনুপাতটি ফান্ডের কার্যকারিতা এবং এর বেঞ্চমার্কের কার্যকারিতার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে। সাধারণভাবে ট্র্যাকিং এরর নিম্নমুখী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

মিউচুয়াল ফান্ড ফ্যাক্ট শিট বিনিয়োগকারীদের কাছে লগ্নি ক্ষেত্র বাছাই এবং তার সুরক্ষার একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এটি আপনাকে বন্ধুদের পরামর্শের ওপর নির্ভর না করে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : ওপরের মতামত লেখকের ব্যক্তিগত। বিনিয়োগের পূর্বে আপনার আর্থিক পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা করুন। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ।

বেহাল ত্রৈমাসিক ফলাফল বিভিন্ন কোম্পানির

২৫ হাজার ভেঙে নীচে নামল নিফটি

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন ভালো নেই। একদিকে গোটা জুলাই ধরে এফআইআইরা মোট ১৬৯৫৫.৭৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি হব হব করেও হচ্ছে না। ফলে ফার্মা ও আইটি সেক্টর এখনও অবধি কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। এমনিতেই নিফটি আইটি ইন্ডেক্স ২০২৫-এ ১৪.৩০ শতাংশ পতন দেখেছে। যে ডিফেন্স সেক্টর এতদিন ধরে সাহস জুগিয়ে চলছিল, তার অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানি শুক্রবার ভালো পতন দেখে। এর মধ্যে অ্যাস্ট্রা মাইক্রো (-৩.১৯ শতাংশ), ভারত ডায়নামিক্স (-৪.১২ শতাংশ), ভারত ফোর্জ (-২.৩৪ শতাংশ), কোচিন শিপইয়ার্ড (-২.২২ শতাংশ), ডেটা প্যাটার্নস (-৪.৭১ শতাংশ), হ্যাল (-২.৮২ শতাংশ), ম্যাজগাঁও ডক (-২.২৮ শতাংশ), পরশ ডিফেন্স (-১.৫০ শতাংশ) পতন দেখে। তবে এই সেক্টরে বিভিন্ন কোম্পানি এত চড়া দামে ট্রেড করছিল যে, এখানে হয়তো বা একটি স্বাস্থ্যকর সংশোধনের প্রয়োজন ছিল।

যেটা বিনিয়োগকারীদের তথা সার্বিকভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে ভাবাচ্ছে, তা হল বিভিন্ন কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি তাদের জুন কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ করেছে। তাদের ফলাফল বেশ হতাশাজনক। এর মধ্যে এমআরপিএল ২৭৭ কোটি টাকার ক্ষতির মুখ দেখেছে। তেজস নেটওয়ার্ক ১৯৪ কোটি টাকার ক্ষতি দেখেছে। বন্ধন ব্যাংকের জুন ২০২৪-এর ১০৬৩ কোটি টাকার লাভের তুলনায় ৬৫ শতাংশ লাভ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭২ কোটি টাকায়। অ্যাঞ্জেল ওয়ানের লাভ বিগত বছরের ২৯৭ কোটি টাকার তুলনায় ৫৪ শতাংশ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৪ কোটি টাকায়। টাটা কমিউনিকেশনের অবস্থাও তথৈবচ। বিগত বছরের ৩৩০ কোটি টাকার লাভের পরিমাণ ৪৪ শতাংশ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৪ কোটি টাকায়। আইআরইডিএ-র লাভ কমেছে ৩৫ শতাংশ এবং তা দাঁড়িয়েছে ২৪৭ কোটি টাকায়। টাটা এলেক্সির লাভ ২১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪৪ কোটি টাকায়।

এইচসিএল টেকের মতো কোম্পানিও হতাশ করেছে বিনিয়োগকারীদের। বিগত বছরের জুন কোয়ার্টারের ৪২৫৯ কোটি টাকার লাভের তুলনায় এই বছর তা ৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৮৪৪ কোটি টাকায়। হতাশ করেছে অ্যাক্সিস ব্যাংকও। তাদের লাভ কমেছে ২ শতাংশ এবং তা দাঁড়িয়েছে ৬২৬০ কোটি টাকায়। তবে সার্বিকভাবে নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন কমেছে। প্রভিশনিং বৃদ্ধি পেয়েছে, খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে অতিরিক্ত ২০০০ কোটি টাকার ওপর। অ্যাক্সিস ব্যাংকের যত চিন্তাবৃদ্ধি এই নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন (নিম) কমা নিয়ে। নিম কমা বা ফিন্যান্সিং প্রফিট কমার অর্থ হল ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ঋণ থেকে যে সুদ পাচ্ছে তার তুলনায় বিনিয়োগকারীদের ব্যাংকে টাকা রাখার জন্য তাঁদেরকে যে সুদ দিতে হচ্ছে, সেই পার্থক্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এটা খুব একটা ভালো সংকেত হিসেবে পরিগণিত হয় না।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ত্রৈমাসিক ফলাফল শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলাফলকে মন্দের ভালো বলা যেতে পারে। তাদের জুন কোয়ার্টারে মোট লাভ দাঁড়িয়েছে ৩০,৭৮৩ কোটি টাকা। যা বিগত বছরের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বেশি। তবে মনে রাখতে হবে, কয়েক মাস আগে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, এশিয়ান পেন্টসকে তাদের ৩.৬৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব বিক্রি করে দেয়। ঠিক সেই কারণে এটা আদার্স ইনকাম হিসেবে এককালীন লাভ হয়েছে যার পরিমাণ ৮৯২৪ কোটি টাকা, তা মূল লাভ থেকে বাদ দিয়ে রিলায়েন্সের লাভ দাঁড়ায় ২১,৮৫৯ কোটি টাকায়। যা ইয়ার অন ইয়ার হিসেব করলে তা ২৫ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি।

জিও প্ল্যাটফর্মের লাভ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭১১০ কোটি টাকা। রিলায়েন্স সাবসিডিয়ারি কোম্পানি জিও ফিন্যান্সিয়ালও তাদের ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করেছে। তবে জিও যেহেতু বিভিন্ন ব্যবসা সবে শুরু করেছে, তাদের লাভ এই সময় প্রতিফলিত হবে না। তার জন্য সময় লাগবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। জিও ফিন্যান্স ব্ল্যাক রকের সঙ্গে মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবসা এবং ব্রোকিং ব্যবসাও আরম্ভ করেছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আশা জাগিয়েও ফের অনিশ্চয়তায় ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৮১৭৫৭.৭৩ এবং নিফটি ২৪৯৬৮.১০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। পাঁচদিনের লেনদেনে দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ৭৪২.৭৪ এবং ১৮১.৭৫ পয়েন্ট। সেনসেক্স ৮২ হাজার এবং নিফটি ২৫ হাজারের নীচে নেমে আসায় টেকনিক্যালি দুর্বল হয়েছে শেয়ার বাজার। আগামী সপ্তাহে এই সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হতে পারে। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। তবে বড় মাপের সংশোধনের আশঙ্কা কম।

শেয়ার বাজারের এই পতনের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, আমেরিকা-ভারতের বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা। ১ অগাস্টের সময়সীমা মাথায় রেখেই দর কষাকষি চালাচ্ছে দুই দেশ। ইন্দোনেশিয়া বা ভিয়েতনামের থেকে আরও সুবিধাজনক হারে চুক্তি করতে চায় ভারত। এই চুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত শেয়ার বাজারে অস্থিরতা চলবে।

দ্বিতীয়ত, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে প্রথম সারির বেশ কয়েকটি সংস্থার খারাপ ফল। বেশিরভাগ সংস্থার ফলাফল প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় শেয়ার বিক্রির চাপ বেড়েছে। যা সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারকে দুর্বল করেছে।

শেয়ার বাজারের এই পতনে অন্যতম বড় ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন সংস্থার চড়া শেয়ারদরও।

গত দুই বছরে নিফটির গড় পিই ২২.৩। বর্তমানে নিফটির পিই ২২.৬। দর বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শেয়ারদরে সংশোধন চলছে। বাজারে নগদের জোগান বেশি থাকায় বড় অঙ্কের পতন অবশ্য হয়নি। শেয়ার বাজারের পতনে প্রভাব ফেলেছে বিদেশি লগ্নিও। চলতি মাসে টানা শেয়ার বিক্রি করছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যার প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার। ফের তারা শেয়ার কেনায় উৎসাহ দেখালে পরিস্থিতি বদলাতে পারে।

আগামী সপ্তাহেও উপরোক্ত বিষয়গুলিই শেয়ার বাজারের ওঠানামা নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা নেবে। কোনও ইতিবাচক খবরই ফের শেয়ার বাজারকে ছন্দে ফেরাতে পারে। এই পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শেয়ার বাছাইয়ে যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও একান্ত জরুরি। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে তবেই শেয়ার বাজারে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবেন লগ্নিকারীরা।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দামে চলতি সপ্তাহে বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগামী দিনে সোনার দামে সংশোধন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **অ্যাস্ট্রাল :** বর্তমান মূল্য-১৫০৬.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩১৬/১২৩২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৪৭০-১৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৪৮১, টার্গেট-১৮৫০।

■ **অম্বুজা সিমেন্ট :** বর্তমান মূল্য-৫৯৬.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৯৫/৪৫৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৭৫-৫৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৬৯৭৪, টার্গেট-৬৭০।

■ **হেরানবা ইন্ড :** বর্তমান মূল্য-৩৯০.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৬২/২০৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৭২-৩৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৬২, টার্গেট-৫০০।

■ **আইডিয়া ফোর্জ :** বর্তমান মূল্য-৫৪২.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬৪/৩০৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫০০-৫২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৪৪, টার্গেট-২৩৪৪।

■ **হিন্দালকো :** বর্তমান মূল্য-৬৭৫.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭৩/৫৪৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৬৪০-৬৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫১৮৯০, টার্গেট-৭৪২।

■ **টাটা কেমিক্যাল :** বর্তমান মূল্য-৯৩১.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৪৭/৭৫৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৮৮৫-৯১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৭৪২, টার্গেট-১০৬০।

■ **এনভায়রো ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-২৮৫.৩৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯২/১৮২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৬০-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫০০৯, টার্গেট-৩৭০।

কী কিনবেন কী বেচবেন

সংস্থা : প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভ

● **সেক্টর :** কমোডিটি কেমিক্যালস
● **বর্তমান মূল্য :** ৫২৫ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৩০৯/৭২৭
● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৮২৪ কোটি
● **ফেস ভ্যালু :** ২
● **বুক ভ্যালু :** ৪৩.৮১
● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.১০
● **ইপিএস :** ৫.৩৪
● **পিই :** ৯৮.৩৭ ● **পিবি :** ১২.০০ ● **আরওসিই :** ১৬.৯ শতাংশ ● **আরওই :** ১২.২ শতাংশ
● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৬৫০

একনজরে

■ ডিফেন্স, স্পেস, মাইনিং এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডাস্ট্রির জন্য হাই এনার্জি মেটেরিয়াল তৈরি করে এই সংস্থা।

■ এই মুহূর্তে সংস্থাটির হাতে রয়েছে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকার অর্ডার। ডিফেন্স সেক্টরে বরাতের অঙ্ক আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

■ সংস্থার মোট আয়ের ২৬ শতাংশ আসে রপ্তানি থেকে।

■ দেশে ৬টি কারখানা রয়েছে এই সংস্থার। আরও দুটি কারখানা গড়ার কাজ শুরু করেছে প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভ।

■ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত মিসাইল এবং ড্রোনের যন্ত্রাংশ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে এই সংস্থার।

■ ঋণের অঙ্ক ক্রমশ কমছে।

■ বিগত ৫ বছরে ৩৭.৬ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বৃদ্ধি করেছে এই সংস্থা।

■ ২০২৪-২৫-এর চতুর্থ কোয়ার্টারে মুনাফা কমলেও চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ভালো ফল করতে পারে এই সংস্থা।

■ ডিফেন্স সেক্টরের বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকায় এর সুফল পেতে পারে প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভ।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

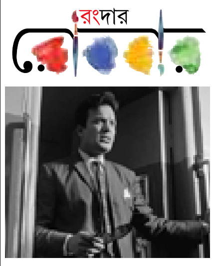

জীবনে বহু অবসাদ এসেছে। সে সব কাটিয়ে তিনি নিজস্ব ছটায় উজ্জ্বল। চারদিন বাদেই তাঁর ৪৬তম প্রয়াণ দিবস। তাঁকে নিয়ে কলম ধরলেন তাঁর সহকর্মী, কাছের মানুষরা। রংদার রোববারের এবারের প্রচ্ছদে উত্তমকুমার।

আজও উত্তম

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

ট্রাম্পের মুখে ভারত-পাক সংঘর্ষ

পহলগাম পরবর্তী ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেই চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই দাবির সঙ্গে তাঁর নতুন সংযোজন যুদ্ধবিমান ধ্বংসের তথ্য। ৯

'ইন্ডিয়া'র ভার্চুয়াল বৈঠক

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগে শনিবার ইন্ডিয়া জোটের ২৪টি দলের নেতা-নেত্রীদের একটি ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	২৬°	৩১°	২৬°	৩১°	২৬°	৩০°	২৬°

থমকে নাড্ডার উত্তরসূরি বাছাই

দড়ি টানাটানির যুদ্ধে নরেন্দ্র মোদি এবং আরএসএস নেতৃত্ব কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। তার জেরে বেনজিরভাবে থমকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন। ৮

৩ শ্রাবণ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 20 July 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 63

শুটিং সেটে পিঠে চোট, কাবু কিং খান

মুম্বই, ১৯ জুলাই : তিনি কিং খান, চাইলেই সব পারেন। কখনও কপ্টার থেকে ঝাঁপ, কখনও বাইক নিয়ে স্টান্ট। তিনিই এবার পরবর্তী সিনেমার অ্যাকশন দৃশ্যে কেরামতি দেখাতে গিয়ে পেলেন চোট।

'কিং'-এর সেটে জখম হয়েছেন শাহরুখ খান। আঘাত লেগেছে পিঠে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, অভিনেতাকে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর সেখান থেকে তাঁকে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত করা

হয়। সেখানেই আপাতত চিকিৎসা চলছে 'কভি খুশি কভি গম'-এর রাহুলের। শাহরুখকে শেষবার দর্শক দেখেছিলেন রাজকুমার হিরানি পরিচালিত 'ডানকি' সিনেমায়। কিং-এ তিনি কাজ করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দের সঙ্গে। মুম্বইয়ে শুটিং চলাকালীন চোট লাগে তাঁর।

চোট গভীর না হলেও বাদশা'র খবর শোনার পর থেকে মন খারাপ কোচবিহারের প্রিয়া ঘোষ থেকে শিলিগুড়ির তানিয়া রায়ের মতো অগুনতি ফ্যানের। উদ্বেগ ধরা পড়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টেও। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমার ভাই শাহরুখের খবরটি শোনার পর থেকে চিন্তা হচ্ছে। শুটিংয়ের সময় পেশিতে আঘাত পেয়েছে ও। প্রার্থনা করি, যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।'

এই কঠিন সময়ে এসআরকে'র সঙ্গে তাঁর পরিবার রয়েছে। তবে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিনেতা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছেন। এই ঘটনার পর থেকে 'কিং'-এর শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে ফের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে শুরু হওয়ার কথা।

এরপর দশের পাতায়

অবরুদ্ধ সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। বিরিকদাড়ার কাছে সরানো হচ্ছে ধস। ছবি : মৃণাল রানা

মাঝরাতে ঘরছাড়া খোকলাবস্তি

জয়গাঁ, ১৯ জুলাই : গভীর রাত থেকে প্রবল বৃষ্টির জেরে বামনিঝোরার জল ঢুকল আপার খোকলাবস্তি এলাকায়। মাঝরাতে ভুটানের পাহাড়ের কাদাজল ঢোকায় ঘুম উড়ল এলাকার বাসিন্দাদের। আতঙ্কে তাঁদের সারারাত কাটল রাস্তায়।

ভুটান পাহাড়ের গায়ে আপার খোকলাবস্তি গ্রাম। ৬৫টি পরিবারের বসবাস গ্রামে। শুক্রবার রাতেই ভুটান থেকে নেমে আসা বামনিঝোরার জল পাশাখার পাশ দিয়ে গ্রামে ঢুকতে শুরু করে। গভীর রাতে কাদাজল ঘরে ঢোকায় সব ফেলে বেরিয়ে আসেন গ্রামের বাসিন্দারা। বৃষ্টির মধ্যেই তাঁরা আশ্রয় নেন পাকা রাস্তায়।

সকালে একটু বৃষ্টি কমতেই বাসিন্দারা ঘর পরিষ্কারের কাজে হাত লাগান। কিন্তু তাতে যে কোনও লাভ নেই, সেটা হাড়ে হাড়ে জানেন তাঁরা। খোকলাবস্তির অনেকেই বলেন, লাগাতার এই বৃষ্টি চলতে থাকবে আবার ঘর নদীর জলে ভরে যাবে। জ্যাঠা রাই নামের এক বাসিন্দা বলেন, 'ভয়াবহ এক রাত কাটালাম আমরা। মনে হচ্ছিল, বামনিঝোরার জল আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ঘুম চোখে, মাথায় বৃষ্টি নিয়েই পরিবার নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। কোনও দিন এমন পরিস্থিতি আমরা দেখিনি।'

গতকাল রাতে প্রবল বৃষ্টিতে ভুটানের বামনিঝোরার জল নালা দিয়ে জয়গাঁর আপার খোকলাবস্তিতে প্রবেশ করে। প্রবল স্রোতে ভুটানের সীমানা প্রাচীরও হেলে পড়েছে। যে কোনও সময় সেটি ধসে পড়বে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। গোটা গ্রাম এখন আতঙ্কিত। বাসিন্দারা বলছেন, শ্রাবণের বৃষ্টি থামার নয়। ফলে আতঙ্ক নিয়েই রাত কাটাতে হবে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভুটানে বামনিঝোরার গতিপথ বদলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বর্ষায় সমস্ত কাদাজল আপার খোকলাবস্তি গ্রামে প্রবেশ করছে। এদিন সকালে বৃষ্টি থামলে জল কমে গেলেও বাসিন্দাদের ঘর, উঠোন কাদায় ভরে রয়েছে। আসমায়া রাই নামের এক বৃদ্ধা বলেন, 'পাশাখা সীমান্তবর্তী হওয়ায় এদিকের খবর কেউ রাখে না। আমদের এই পরিস্থিতির কথা হয়তো ব্লক প্রশাসন জানতেই পারবে

খোকলাবস্তিতে ঢুকছে বামনিঝোরার জল।

না। তাই সরকারি সাহায্যও পাব না।'

এদিন সকালে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল বাসিন্দারা সবাই হাতে কোদাল, বেলচা নিয়ে নিজেদের ঘরের কাদা পরিষ্কার করছেন। খোকলাবস্তির বাসিন্দারা বলেন, খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান না হলে আমরা ভুটান-পাশাখা সীমান্তে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হব।

কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এই কারণেই আমরা ভারত-ভুটান নদী কমিশনের কথা বলছি। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় একাধিকবার এই কথা তুলেছেন। কেন্দ্রকে এই বিষয়গুলি দেখতে হবে। না হলে জয়গাঁ শেষ হয়ে যাবে।'

ভিনরাজ্যে বারবার আক্রান্ত বাঙালি। রবিবারও তামিলনাড়ু, হরিয়ানা সহ একাধিক রাজ্যে বাঙালি হেনস্তার খবর মিলেছে। এমন আবহে তৃণমূলের একুশের মঞ্চে মূল ইস্যু হয়ে উঠতে পারে এটাই।

বিপাকে বাঙালি

একুশের মঞ্চে থাকতে পারেন উত্তম

নয়নিকা নিয়োগী ও প্রসেনজিৎ সাহা

কলকাতা ও দিনহাটা, ১৯ জুলাই : বাংলা বলায় ভিনরাজ্যে নিগ্রহের অভিযোগে ১৬ জুলাই পথে নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বাংলা বললে বিদেশি চিহ্নিতকরণে সুবিধা হবে বলে মন্তব্যকেও অস্ত্র করছেন। কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে অসম সরকার এনআরসি'র নোটিশ পাঠানোয় যুক্তি আরও জোরালো করার সুযোগ হাতে এসেছে তৃণমূল নেত্রীর।

সেই নোটিশ প্রাপক দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে মঞ্চে তুলে মুখ্যমন্ত্রী ২১শে জুলাই সমাবেশের মূল সুর তৈরি করতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে উত্তম শনিবার কলকাতা রওনা হয়েছেন শহিদ স্মরণসভায় যোগ দিতে। ওই সমাবেশেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের প্রচারের মূল ফোকাস ঠিক করে দেবে নিঃসন্দেহে। শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে কোনও আপস নয় বলে গিয়েছেন।

মোদির সেই ভাষণকে ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে বাংলা ও বাঙালি বিরোধিতার সঙ্গে মমতা জুড়ে দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, 'গোটা দেশে কথা বলার নিরিখে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা। অসমেও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাংলাভাষীরা। শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানে বিশ্বাসী মানুষদের ভয় দেখানো অসাংবিধানিক কাজ।'

কলকাতা রওনা হলেও দিনহাটার উত্তমের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁর মোবাইল নম্বরে ফোন করা হলে এক মহিলা কণ্ঠ জানায়, তিনি বাড়িতে নেই। যদিও কোথায় গিয়েছেন, বলতে চাননি ওই মহিলা। তবে উত্তম যে ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে যোগ দিতে কলকাতা যাচ্ছেন, তা স্বীকার করেছেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তবে উত্তমকে মূল মঞ্চে দেখা যাবে কি না, সেটা তিনি বলতে চাননি।

ইতিমধ্যে উত্তমকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দিনহাটার চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশাল মিছিল করে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। '২৬-এর ভোট-যুদ্ধে উত্তমকে পাঠানো অসমের নোটিশ নিঃসন্দেহে তৃণমূলের হাতিয়ার হতে চলেছে। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন,

এরপর দশের পাতায়

হরিয়ানায় আটক ১০, চেন্নাইয়ে প্রহার

নিউজ ব্যুরো

১৯ জুলাই : ভিনরাজ্যে ফের বাঙালি নিগ্রহ। ঘটনাস্থল হরিয়ানা ও তামিলনাড়ু। হেনস্তা করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের। হয়রানির শিকার নদিয়ার বাসিন্দারাও। আধার কার্ড দেখিয়েও নিস্তার পাননি তাঁরা। হরিয়ানায় পুলিশ এই শ্রমিকদের আটক করে রেখেছে।

আর এক ধাপ এগিয়ে তামিলনাড়ুতে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন অনেকে। কারও হাত গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কারও মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাউকে বা এলোপাতাড়ি বেধড়ক পিটিয়েছে। এই অত্যাচার চেন্নাইয়ে হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রহৃত শ্রমিকরা মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা। কপালজোরে প্রাণ বাঁচিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে কেউ এখন লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে বা বহরমপুরের কোনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হরিয়ানার গুরুগ্রামে শনিবার সকালেই ১০ জনকে শ্রমিক মহল্লা থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের গুরুগ্রামের ৬৫ সেক্টর থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এঁদের মধ্যে আটজন কোচবিহারের বাসিন্দা। বাকি দুজন মালদার। এতে গুরুগ্রামের বাঙালি শ্রমিক মহল্লায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যে মহল্লা থেকে শনিবার ১০ জনকে তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ, সেখানকার সর্দার কোচবিহার জেলার বলরামপুরের বাসিন্দা মতিয়ার রহমান।

টেলিফোনে তিনি জানিয়েছেন, ওই মহল্লায় যে প্রায় ৩৫০ জন থাকেন, তাঁদের মধ্যে ৩০০ জনেরও বেশি কোচবিহারের বাসিন্দা। মতিয়ারের কথায়, 'সকালে কয়েকজন পুলিশ

ছবি : এআই

পদে পদে হেনস্তা

- চেন্নাইয়ে প্রহৃত মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দারা
- প্রাণ বাঁচিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁরা
- গুরুগ্রামে কোচবিহারের ৮ সহ ১০ শ্রমিককে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ
- ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে হরিয়ানার ওই বাঙালি শ্রমিক মহল্লায়
- নদিয়ার চাপড়ার কয়েকজন শ্রমিক হরিয়ানায় নিখোঁজ বলে পরিবারের দাবি
- মহারাষ্ট্রে রানাঘাটের দুইভাই ৬ মাস ধরে বন্দি বলে অভিযোগ

অফিসার উর্দি ছাড়া অন্য পোশাকে আমার কাছে আসেন। মহল্লায় তখন প্রায় সকলে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। পুলিশের ডাকাডাকিতে কয়েকজন ঘর থেকে বের হলে তাঁদের আধার কার্ড দেখতে চাওয়া হয়। মহিলাদের আধার কার্ড দেখে ফেরত দিলেও ১০ জনকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।'

গলায় উদ্বেগ মতিয়ারের। গুরুগ্রাম থেকে তিনি বললেন, 'শুনেছি গতকাল পাশের শ্রমিক মহল্লা থেকে ১০ জনকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। তাঁদের এখনও খোঁজ নেই। খুব আতঙ্কে রয়েছি আমরা।' চেন্নাই থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি আছেন মুর্শিদাবাদের তেঁতুলিয়ার বাসিন্দা সুজন শেখ।

তিনি শনিবার বলেন, 'এক মাস ধরে কাজ করছিলাম। দিনকয়েক আগে কাজ করার সময় স্থানীয় কয়েকজন আমাদের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন। বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় বলতেই ওঁরা জানিয়ে দেন, এখানে কাজ করা যাবে না। তখনই চেন্নাই ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আমরা প্রতিবাদ করতেই আমাদের উপর চড়াও হন।'

অভিযোগ, শক্ত ও ভারী বস্তু দিয়ে চারজনকে মারধর করা হয়। ডান হাত ভেঙেছে সুজনের। মিলন শেখ নামে আরেকজন গুরুতর জখম। তাঁর চোখে আঘাত লেগেছে। মিলনের কথায়, 'কোনওরকমে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকার পর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হই।' নদিয়ার চাপড়ার কয়েকজন শ্রমিক হরিয়ানায় কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ বলে তাঁদের পরিবারের দাবি। পরিবারের অভিযোগ, হরিয়ানার পুলিশ ওঁদের আটক করে রেখেছে। চাপড়া থানা থেকে তাঁদের নথিপত্র পাঠানো হলেও এখনও নিখোঁজ ওঁরা।

শনিবার গুরুগ্রামে যাঁদের পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে কোচবিহারের দেওচড়াইয়ের হেমন্ত বর্মন,

এরপর দশের পাতায়

কর্মবিরতিতে ভোগান্তি আদালতে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : শুক্রবার বিকেল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতের কর্মচারীরা কর্মবিরতি শুরু করায় শনিবার চরম ভোগান্তি হল বিচারপ্রার্থীদের। এমনিতেই আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে মামলার পাহাড় জমে রয়েছে। তার উপর কর্মবিরতি চলতে থাকলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার নেবে।

পদোন্নতি সহ একাধিক দাবিদাওয়া জানিয়ে কর্মবিরতি শুরু করেছেন জেলা আদালতের কর্মচারীরা। পেশকাররাও এই কর্মবিরতিতে যোগ দেওয়ায় আদালতে অফিশিয়াল কাজকর্মও এদিন ব্যাহত হয়। শনিবার হলেও এদিন প্রচুর মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সাক্ষ্যগ্রহণ বা শুনানিতে এসে বাড়ি ফিরে যেতে হয় অনেককেই। এভাবে চললে গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারপ্রক্রিয়া ও রায়দানের কাজ পিছিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা।

এমনিতে দিনে দু'হাজারেরও বেশি মামলা শিডিউলে থাকলেও গড়ে গোটা দশেক মামলার শুনানি হয় একেকটি এজলাসে। সোমবারও একটি মামলায় রায়দানের কথা রয়েছে কিন্তু পেশকার সহ অন্য কর্মীরা না থাকলে রায়দানের কাজ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরাই।

আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতের সামনে বিক্ষোভ কর্মচারীদের।

থমকে বিচার

- পদোন্নতি সহ একাধিক দাবিতে কর্মবিরতি আদালতের কর্মচারীদের
- কর্মবিরতিতে শামিল পেশকাররাও
- এদিন প্রচুর মামলার শুনানি ব্যাহত হয়
- সোমবারও একাধিক মামলা রয়েছে, সেগুলি শুনানি হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়

আলিপুরদুয়ার আদালত কর্মচারীরা শনিবার সকাল থেকেই কর্মবিরতি পালন করেন। জেলা জজের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যায় তাঁদের। তবে শুক্রবার বিকেল থেকেই নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ে সোচ্চার হয়েছেন আদালত কর্মচারীরা। দাবিদাওয়া পূরণ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। জেলা জজের অপসারণের দাবিও জানানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহৃদ মজুমদার বলেন, 'আদালত কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে বিভিন্ন মামলা সহ রায়দানের কাজে সমস্যা হবে। পেশকার না থাকায় কোনও রেকর্ড বের হবে না। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজারের বেশি মামলার কাজ পিছিয়ে পড়বে। বিষয়টিতে অবিলম্বে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এরপর দশের পাতায়

সাতপাক ঘুরে নববধূ পগারপার

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ জুলাই : সাতপাক ঘুরে মালাবদল করে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাসি বিয়ে হয় শুক্রবার দুপুরে। সন্ধ্যার পর নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল বরের। কিন্তু বিউটি পার্লারে সাজতে গিয়ে উধাও হয়ে গেলেন নববধূ। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রামে। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত হন্যে হয়ে ঘুরেও নববধূর খোঁজ পায়নি বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন। শেষে বাধ্য হয়েই নববধূ ছাড়াই বাড়ি ফিরলেন পেশায় সরকারি চাকুরে পাত্র। রবিবার ছিল বৌভাত। পাত্রের বাড়িতে বড় প্যান্ডেল করে সবরকম আয়োজন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নববধূর খোঁজ না পাওয়ায় রবিবারের সেই অনুষ্ঠান বানচাল হতে বসেছে। এখন আমন্ত্রিতদের ফোন করে সেকথা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পাত্রের বাড়ির লোকজন।

এদিকে, পাত্রী নিখোঁজ হওয়ার লিখিত অভিযোগ হতেই শামুকতলা থানার পুলিশ তৎপর হয়েছে। ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'শুক্রবার রাতে বাসি বিয়ের দিন সন্ধ্যায় এক নববধূ নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা ওই বধূর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছি।'

পুলিশ ও এলাকার বাসিন্দাদের সন্দেহ, অন্য তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কজনিত কারণেই বৌভাতের আগেই পাত্রী উধাও হয়ে গিয়েছে। হয়তো তাঁর প্রেমিকের সঙ্গেই গা-ঢাকা দিয়েছেন নববধূ।

তবে অন্য তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাকার পরেও কেন ওই মেয়েটি বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন? আগেই কেন বিয়ে ভেঙে দিলেন না? এখন এই প্রশ্নই বড় আকারে দেখা দিয়েছে। ঘটনায় পাত্রপাত্রী দু'পক্ষের পরিবারের লোকজনই হতবাক!

নববধূর মা বলেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে অন্য কোনও তরুণের সম্পর্ক আছে বলে আমি জানতে পারিনি। তবে এই ঘটনার পর মেয়ের প্রতি সমস্ত ভরসা উঠে গিয়েছে। আমরা চাকরিজীবী ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এরপরও মেয়ে এভাবে আমাদের অসহায় করে পালিয়ে যাবে সেটা আমরা বুঝতে পারিনি।'

পাত্রীপক্ষের লোকজন জানিয়েছেন, প্রচুর টাকা ঋণ করে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। বিয়েতে ৫০০ লোক আমন্ত্রিত ছিলেন।

পাত্রপক্ষের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ে ঠিক হয়েছিল দু'সপ্তাহ আগে। রবিবার ছিল বৌভাত। সেইমতো প্যান্ডেল তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। বৌভাতের সমস্ত প্রস্তুতিও শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা

ছবি : এআই

কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না পাত্রপক্ষের লোকজন।

এদিন পাত্রের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বাড়িজুড়ে প্যান্ডেল করা হয়েছে। বৌভাতের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। পাত্রীর বাড়ির লোকজনদের মধ্যেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। তাঁদের মেয়ে কোথায় গিয়েছে? এখনও তাঁরা জানতে পারেননি। মোবাইল ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় পাত্রীর মা-বাবা কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

পাত্রের মা বলেন, 'এভাবে একটা ছেলের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনও মানে হয় না। নববধূ এভাবে বিউটি পার্লারে যাওয়ার কথা বলে উধাও হয়ে গেল সেটা বাড়ির লোক টের পেল না! আমরা এই ঘটনা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না।' স্থানীয় বাসিন্দা স্কুল শিক্ষিকা দীপিকা রায় বলেন, 'এই ঘটনা সত্যি উদ্বেগের। পাত্র এবং পাত্রীর নতুন জীবন শুরু হওয়ার আগেই এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয়।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহটি আনন্দে কাটবে। ব্যবসার মন্দাভাব কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক সমস্যা না থাকলেও অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি মিলবে। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পরেন।

বৃষ : শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। উচ্চ রক্তচাপের রোগী হলে সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে সামান্য সমস্যা। বাবার পরামর্শে মানসিক শক্তি বাড়াবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন।

মিথুন : নতুন সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা প্রবল। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। সন্তানের আরোগ্যলাভে স্বস্তি। ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। সামাজিক কাজে যোগ দিয়ে তৃপ্তি। সংসারের কোনও সদস্যের জন্যে অর্থব্যয় হতে পারে। সামান্যে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। পারিবারিক সমস্যার অবসান হবে।

কর্কট : বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতির জন্যে আনন্দলাভ। কোনও ভুল সিদ্ধান্তে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় নতুন লগ্নি করলেও এখনই ফলের আশা করবেন না। আবেগে অপব্যয়ের আশঙ্কা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যাবে।

সিংহ : কাউকে অযথা উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অধিক ব্যয়ের কারণে সমস্যা তৈরি হলেও কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় তা কেটে যাবে। ভাইবোনের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। অপ্রিয় সত্যি কথা না বলাই শ্রেয়। অহেতুক তর্কবিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা হতে পারে। হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি।

কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ। প্রায় বিনা কারণেই আপনার ওপর কোনও স্বজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তা সপ্তাহের শেষভাগে কেটে যাবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে।

তুলা : কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সপ্তাহটি কাটিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে।

বৃশ্চিক : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। কোনও আত্মীয়কে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সপ্তাহজুড়ে মানসিক চাপ থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে কিছুটা আনন্দে থাকবেন। সন্তানের জন্য গর্ব।

ধনু : অহেতুক কাউকে সন্দেহ করে মানসিক অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার ইচ্ছার কথা খুলে বলুন। সমস্যা কেটে যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক চাপ বাড়বে।

মকর : কর্মক্ষেত্রে সব কিছু ঠিক থাকলেও পদোন্নতি নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। চোখের অসুখে ভোগান্তি।

কুম্ভ : রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। বেশ কিছু ঋণ শোধ করতে হতে পারে। ব্যবসায় মন্দাভাব সামান্য কাটবে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সংবাদে খুশি হবেন। ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ।

মীন : সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশ করে আনন্দলাভ। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আর্থিক সমস্যা কাটবে। পেশাদারি শিক্ষায় সাফল্যের সূত্রে নামী কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ আষাঢ়, ২০ জুলাই, ২০২৫, ৩ শাওন, সংবৎ ১০ শ্রাবণ বদি, ২৪ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।২২। রবিবার, দশমী দিবা, ১০।৫৩। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ১০।৩২। গণ্ডযোগ রাত্রি ১০।১৭। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।৫৩ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।৪০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৫।৪৬ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।৩২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৩২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১০।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ১০।৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১।৪ গতে ২।২৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।২৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৯।৪১ গতে ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ১০।৩২ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৬ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ১।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৭।৩৭ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।১ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৬ গতে ৯।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে ৯।৬ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 28/5', ফর্সা, বেসরকারি স্কুলে চাকরিরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9144569552, সময় : বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা। (C/113545)

■ কুলীন কায়স্থ, 28/5'-3", সুন্দরী, Convent M.A., B.Ed., ইংলিশ, নরগণ, Pvt. School Teacher, পিতা Retd. Central Govt. সরকারি/ইঞ্জিনিয়ার/MNC, কায়স্থ/ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। 9435381225, 7063241756, 8.30 P.M. to 10.00. (C/117363)

■ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, 4'-11", কায়স্থ, দেবগণ, B.Sc., প্রাথমিক শিক্ষিকার, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (কোচবিহার)। ফোন : 9641037158. (C/117104)

■ পাত্রী দুই বোন, SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/117503)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 29/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544, 9382084797. (C/116877)

■ কায়স্থ, এলাহাবাদ নিবাসী, বাবা অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। ২৯+/৫'-৩", M.Sc. Botany, PGD. Clinical Virology & Immunology পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 917985269122. (C/116665)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, বয়স 26/5'-3", শিক্ষাগত যোগ্যতা M.A. (Geo.) ও D.El.Ed. পাশ, বাবা ও মা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9434258418. (C/116677)

■ কায়স্থ, 31+/5'-7", M.A., B.Ed., শিক্ষিকার জন্য কোচবিহার শহরের পাত্র কাম্য। 8389988877, 8617473211. (C/117109)

■ 30/5'-3", B.A., LLB, কায়স্থ, নরগণ, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8250914071. (C/117107)

■ পাত্রী SSC শিক্ষিকা, 41, Gen., নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/শিক্ষক পাত্র চাই। (M) 9679335535. (K)

■ সুন্নি মুসলিম, পাত্রী ডাক্তার, ৫'-৪", শিলিগুড়িতে কর্মরত। উপযুক্ত ডাক্তার পাত্র চাই। যোগাযোগ-9242267448. (C/117527)

■ 30/5'-1", B.Com., CAL, নামী MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য 35-এর মধ্যে আলিপুরঃ/কোচঃ/জলঃ/শিলিগুড়ির মধ্যে, সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন-9932627051 (নিজগৃহ), 9832455063 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/117030)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, পাত্রী 25+/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য নেশাহীন, সঃ/ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। যোগাযোগ-7001284512. (C/117375)

■ কায়স্থ, 29+/5'-3", দেবারিগণ, কেঃ সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উচ্চপদে কর্মরত 35 বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র চাই, (শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)।Ph.No. 9933788969, 9832467919. (C/117380)

■ কায়স্থ, B.A., 34/5'-1", ফর্সা, দেবারি, ব্যবসায়ী অথবা চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9832667947. (C/117381)

■ কোচবিহার, ব্যবসায়ী পিতার একমাত্র কন্যা, রাজবংশী, 27/5'-4", B.Tech., Civil Engg., সুশ্রী, ফর্সা, যে কোনও বর্ণের যোগ্য পাত্র চাই। 8250860763. (C/117112)

■ কুলীন, 23/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733066658. (C/115517)

■ কায়স্থ, 34/5'-3", M.A. পাশ, Pvt. টিউশন পড়ান, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7003763286. (C/115517)

■ ব্রাহ্মণ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, 27/5'-4", D.El.Ed., M.A. পাঠরতা, শ্যামবর্ণা, পিতা সরকারি কর্মচারী, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। 8101174577. (C/116686)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 36, মাধ্যমিক, 5'-4", ফর্সা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ময়নাগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9933331953. (S/C)

■ যাদব ঘোষ, ৩২/৫'-১", M.Sc., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা, একমাত্র কন্যার জন্য সুচাকুরে পাত্র কাম্য। সাহা, নমশূদ্র বাদে, আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া, কোচবিহার অগ্রগণ্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8538810270. (C/117393)

■ ব্রাহ্মণ, 25+, H.S. পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 8250508207. (S/N)

■ ব্রাহ্মণ, 36+/5', M.Sc., B.Ed., স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9635670809. (C/117602)

■ B.Sc., Staff Nurse, সরকারি, 27/5'-2", সুশ্রী পাত্রীর জন্য কোচবিহারের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। ফোন নং-9635861071. (C/116673)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, সুশ্রী, M.A., বিএড, বেসঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। মোঃ 8944051857, 9064021249. (C/116676)

■ পাত্রী 29, কায়স্থ, 5'-2", ফর্সা, সুদর্শনা, M.A. (1st Class 1st), B.Ed., (Eng.), ইংলিশমিডিয়াম হাইস্কুলের টিচার, একমাত্র কন্যার জন্য শুধুমাত্র শিলিগুড়িতে কর্মরত, ব্যবসা বা চাকরি, অনূর্ধ্ব 34-এর মধ্যে পাত্র চাই। শুধুমাত্র শিলিগুড়ির পাত্র যোগাযোগ করবেন। 8918169821, 9002259323. (C/117618)

পাত্র চাই

■ Age 37, বিধবা, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ কায়স্থ, বসাক, 45/5'-1", M.A., BLIS, অবিবাহিতা পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য, কোচবিহার। (M) 9474506008. (C/117114)

■ কায়স্থ, 38+/4'-9", H.S. (ব্যাক) ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 8167581218. (B/B)

■ বয়স 45, অবিবাহিতা, প্রাইভেট কলেজে প্রফেসর, মাতা পেনশন পান, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 6296009923. (K)

■ বয়স 28, স্বল্পকালীন বিবাহে ডিভোর্সি, প্রকৃত সুন্দরী, রেলওয়েতে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 6296019989. (K)

■ Age 53, ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ 59, বিধবা, নিঃসন্তান, সরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য (ঘরজামাই অগ্রগণ্য)। ফোন-9123329919. (K)

■ কায়স্থ, 25/5'-2", M.A., B.Ed., একমাত্র কন্যা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 32 পাত্র চাই। 9732063199. (C/117521)

■ কায়স্থ, একমাত্র কন্যা, 28/5'-2", B.Tech. পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Caste no bar. (M) 7477577115. (B/B)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ, ৩৮+, বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সগৃহকর্মে নিপুণা, পিতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ২৮+, প্রাইভেট স্কুল-এর টিচার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ, সুন্নি মুসলিম, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৭, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/117523)

■ জন্ম সাল ১৯৯৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। সেন্ট্রাল গভঃ-এর পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, বর্তমানে গভঃ ব্যাংক-এ ক্লারিক্যাল পদে চাকরিরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/117523)

■ পাত্রী Divorcee, 31/5'-3", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8653243203. (C/117523)

■ Gena., 24/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 8653532785. (C/117523)

পাত্র চাই

■ Gena., 26/5'-3", M.A., B.Ed., সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী ভদ্র পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/117523)

■ কুলীন কায়স্থ, 34/5'-4", B.A. পাশ, বিউটিসিয়ান পাত্রীর জন্য জেনারেল কাস্টের ভালো পাত্র চাই। (M) 9933667493, যোগাযোগ-সন্ধে 7টার পরে। (C/117524)

■ পাত্রী নমঃ, 40/5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী, 8 পাশ। 50-এর মধ্যে পাত্র চাই। ডিভোর্সি হলেও চলবে। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 7908041881. (C/117616)

■ যাদব ঘোষ, 28 বছর, 5ft., M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে টিচার (কন্ট্রাকচুয়াল), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন (SC বাদে), বঙ্গাইগাঁও (অসম)। 8638158214. (C/117606)

■ সাহা, আলিম্মান, 28/5'-9", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, B.Tech. (Mech.), সুপ্রতিষ্ঠিত পারিবারিক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 24 ঊর্ধ্ব, ঘরোয়া, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। (M) 9932382919. (C/117027)

■ মালদা, গাজল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 33/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, 5'-3" পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/117376)

■ মুখার্জি, 29/5'-11", WBPSI, মালদা শহর নিবাসী পাত্রের অনূর্ধ্ব 27, শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9775455470. (C/117383)

■ পাত্র কায়স্থ, উচ্চতা 5'-1", পেশা-গৃহশিক্ষকতা, বয়স 36+, সুপাত্রী কাম্য। 7432934723. (C/117400)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, দেবগণ, 31/5'-7", B.A. Pass, LIC & GIC Agent, বাড়ি শিলিগুড়ি, ব্রাহ্মণ, দেবগণ পাত্রী চাই। 8670569841. (C/117395)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ দাস, 30/5'-9", B.Tech., Deloitte (কলকাতা) কর্মরত, মালদা নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9933703418. (C/117369)

■ বণিক, 33/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/117028)

■ বণিক, 5'-5", প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি, পাত্রী চাই 25-এর মধ্যে। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 9733245782. (B/B)

পাত্রী চাই

■ সাহা, জেনারেল, 33/5'-9", ব্যাংকে স্থায়ী পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্বা 27 পাত্রী কাম্য। (M) 9641250953. (S/C)

■ কায়স্থ, ৪৬/৫'-৫", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9733423517. (C/117387)

■ ব্রাহ্মণ, বিটেক, দেবারিগণ, বাৎস্য গোত্র, 40+/5'-6", ব্যাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় (D.R.D.O.) উচ্চপদে কর্মরত। সুশ্রী, শিক্ষিতা, 30-35, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। Mob : 7908595002. (C/117111)

■ জাতিভেদ নেই, ব্রাহ্মণ, 33/5'-9", M.Sc., গভঃ ব্লক অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র, ছোট পরিবারের নেশাহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9432076030. (C/115517)

■ SC, 30/5'-8", M.Sc., অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, পিতা গভঃ অবসরপ্রাপ্ত, শিক্ষিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9836935367. (C/115517)

■ কায়স্থ, 39/5'-3", নরগণ, মিথুন রাশি, M.R., Area Business Manager, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9733476797. (U/D)

■ কায়স্থ, 26/5'-4", গ্র্যাজুয়েট, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9641435258. (C/117392)

■ 48, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, রেলওয়েতে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য (সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী)। 6296009923. (K)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S., প্রঃ ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ, H.S./B.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ কায়স্থ, ৪৩/৫'-৩", ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ-7076391485. (C/117396)

■ মাহিষ্য, বৃষ রাশি, দেবারি, 30+/5'-7", BDS, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পাশ, আলিপুরদুয়ারে নিজস্ব ডেন্টাল ক্লিনিক, পিতা রিটায়ার্ড SBI অফিসার, একমাত্র পুত্র। BDS/BHMS/শিক্ষিতা, সুন্দরী, 25-এর মধ্যে যে কোনও কাস্টের পাত্রী চাই। (M) 9064480731. (C/117032)

■ কায়স্থ, দাস, দেবারি, 29/5'-4", M.Sc., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শিলচরে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার্স, অনূর্ধ্ব 26 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531630217. (C/117033)

■ পূর্ববঙ্গ তিলি, 34/5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9475807689. (C/117519)

■ ব্রাহ্মণ, নেশাহীন, বেঃ সঃ চাকরি, ডিভোর্সি, ৪৮+, পিতা পেনশনার, নিজ বাড়ি। ৩৮-এর মধ্যে পাত্রী চাই। ৯৪৭৫৭৫৮২০৫, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/117611)

■ EB, শিলিগুড়ি, 36/5'-11", সুদর্শন, 40,000/- PM, 18-31 বছরের সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8902552680. (C/117601)

■ পাত্র 32/5'-9", M.A., শিলিগুড়ি, বেসরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত, দাবিহীন, সাধারণ পরিবারের শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9474035670. (C/117524)

পাত্রী চাই

■ নমঃ, এক পুত্র, বিত্তশালী, 36/5'-8", বিএ, জলপাইগুড়ি শহর, ব্যবসা। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7872835973. (C/116671)

■ রাজবংশী, বয়স-29/5'-6", ব্যাংকে কর্মরত ছেলের জন্য 27 বছর বয়সি, শিক্ষিতা, B.Sc./M.Sc., চাকরিরতা এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে অগ্রাধিকার। রাত্রি 9টার থেকে 11টার মধ্যে কেবল অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 7001155086. (C/116672)

■ SC (নমশূদ্র), 36/5'-6", B.A. পাশ, জলপাইগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। একমাত্র সন্তান। বেঃ সঃ কোম্পানিতে কর্মরত, মাসিক আয় 50 হাজার, পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9434120184. (C/116675)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩০+, MBBS, সঃ ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার, প্রকৃত সুন্দরী, সুচাকুরে/ডাক্তার পাত্রী চাই। (M) 9635635984. (C/116680)

■ কায়স্থ, 38/5'-5", জলপাইগুড়িবাসী, স্থায়ী সরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7363831794. (C/116681)

■ কায়স্থ, 42/5'-6", পাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ছোট পরিবার। সুপাত্রী কাম্য, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8101052484. (C/116683)

■ পূঃ বঃ ঘোষ, জন্ম ১৯৮৪, উচ্চতা ৫'-৮", বেঃ সঃ চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য স্নাতক, চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। Ph : 8584086860, সময় (5 P.M. to 10 P.M.). (C/116685)

■ ৩৮ বছর, বাঙালি ব্রাহ্মণ, ৫'-৯", B.Tech., MBA, M.Sc. (Food Tech.), আয় Rs. ৭০ লক্ষ, পিতা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অবসরপ্রাপ্ত, শিলিগুড়ি ও মুম্বইয়ে নিজস্ব বাড়ি। Call : 080-69141341. (K)

পাত্রী চাই

কায়স্থ, ডিভোর্সি, 41/5'-8", প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত, উত্তরবঙ্গের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Call : 8348767888 (11 A.M. - 9 P.M.)

■ পাত্র ১৯৯৩ সালে জন্ম, উচ্চতা ৫'-৮", দেবো, MBBS, MS, পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী। শীঘ্রই বিয়ের জন্য উপযুক্ত কন্যা প্রয়োজন। যোগাযোগ : 080-69144000. (K)

■ পাত্র সাহা, 43+/5'-8", ডিভোর্সি, সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7865926631. (A/B)

■ বয়স 30, উচ্চতা 5'-10", সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-6296019989. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/117523)

■ কায়স্থ, 32/5'-8", M.Tech., রেল-এ উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9635575795. (C/117523)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৪৫+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। পিতা ও মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৮+, গভঃ কলেজের প্রফেসর। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ, সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩৭, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। বাবা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/117523)

■ বয়স ৩৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেকটর পদে কর্মরত। পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/117523)

পাত্রী চাই

পাত্র উত্তরবঙ্গের, বসাক, কলকাতা নিবাসী, 31/5'-5", B.Tech., IT Company-তে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের সুশ্রী পাত্রী চাই (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য)। Call : 8902247974.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, MCA পাশ। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পদে কর্মরত। পিতা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/117523)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, MD গভঃ ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, FCI-তে ক্লাস ওয়ান অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 8100530154. (C/117523)

■ কোচবিহার নিবাসী, ৩১+, পাত্র হিন্দু বাঙালি, গুয়াহাটিতে পোস্টিং, গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরত। যোগ্য পাত্রী কাম্য। পিতা ডাক্তার, মাতা টিচার। (M) 7001184429. (C/117523)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-8", B.Tech., MNC কোম্পানিতে কর্মরত ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 8116521874. (C/117523)

■ EB, কুলীন কায়স্থ, 32/5'-10", MBA, ব্যাংক ম্যানেজার পাত্রের ফর্সা, সুন্দরী, অনূর্ধ্ব 27, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, কায়স্থ, মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। (W) 9832357467, 8759172087. (C/117524)

■ ৩২/৫'-৭", সুদর্শন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত, কর্ম ও বাসঃ শিলিগুড়ি। সুশীল, শিক্ষিত, সুন্দরী ও পারিবারিক পাত্রী কাম্য, জাত-পাত গুরুত্ব নয়। 9748866988, 9832665001. (C/117604)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 34/5'-5", স্নাতক, বেসরকারি চাকরি, একমাত্র সন্তান। সুন্দরী, ঘরোয়া, স্নাতক পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক ব্যতীত। সরাসরি-8016333533.

■ কায়স্থ, 37/5'-6", B.A., বেঃ সঃ কাজ ও ঘর ভাড়া সহ 32K p.m., শিলিঃ/জলঃ মহকুমার মধ্যে 30-34, H.S./B.A., গ্রামীণ পাত্রী চাই। 9064587607. (K/D/R)

■ ব্রাহ্মণ, 42+/5'-7", BBM পাশ, শিলিগুড়িতে বাড়ি ও ব্যবসা, অবিবাহিত, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ৩৫ মধ্যে স্ববর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ পাত্রী চাই। ডিভোর্সিও চলবে। (M) 9434308932. (C/117519)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য, বয়স-24+, উচ্চতা 5'-8", B.Com. পাশ, ঔষধ ব্যবসায়ী, নিজ গৃহ, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য বয়স 23-এর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মোঃ নং-9832096013. (C/117389)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/117523)

■ কুলীন কায়স্থ, 33/4'-9", ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম, B.A. (Hons.), PGDNWK, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি ও তার নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9800616330. (C/116682)

■ কায়স্থ, 39, উচ্চতা 5'-3", উজ্জ্বল শ্যামলা, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরি, ব্যবসা পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9800805445. (C/116684)

■ কায়স্থ, 27/5'-2", M.A., B.Ed., নামমাত্র ডিভোর্সি। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mobile No. 7679093905. (C/117605)

■ ২০০৩ জন্ম, ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, স্লিম, উচ্চতা ৫'-৩", ঘরোয়া পাত্রী। পিতা উচ্চপদস্থ কর্মরত আর্মি, অবসরপ্রাপ্ত। শিলিগুড়ির বাসিন্দা পাত্র কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির বাইরে নিষ্পত্তি হলেও চলবে। যোগাযোগ : 080-69144000. (K)

■ ক্ষত্রিয়, 30, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সংসারী, Fashion Designing নিয়ে পড়াশোনা করেছে। বর্তমানে পুনেতে থাকে। মা, বাবা (মৃত), দিদি (বিবাহিতা), সকলেই গভঃ হাইস্কুল টিচার। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8391869354. (C/117615)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., কলকাতা MNC-তে কর্মরতা। পিতা, মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117523)

■ রাজবংশী, দিনহাটা নিবাসী, ২৫, M.A., B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117523)

■ নমশূদ্র, 30+/5'-3", M.Sc., রাজ্য সরকারে কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী। ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে বা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832317033. (C/117524)

■ বাঙালি, সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/117523)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, B.Tech., PWD-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8100530154. (C/117523)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ২৮+, বাঙালি, অসম-এর কামাখ্যা-তে চাকরিরতা, GST অফিসার, পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। (M) 8250651334. (C/117523)

■ নমশূদ্র পাত্রী, বয়স 28/5'-3", ইংরেজিতে মাস্টার ডিগ্রি, পারসুইং বিএড জন্য 29-33/5'-6"-6', উপযুক্ত পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ-9735011006. (C/117527)

জাল নোট

সন্দেশখালি থেকে উদ্ধার ৯ কোটি টাকার জাল নোট। ধামাখালি হোটেলে অভিযান চালিয়ে টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত ২। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কারা জড়িত, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নিম্নচাপ

সারা সপ্তাহ কমবেশি বৃষ্টিপাত দেখা গিয়েছে। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার ফের নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে বঙ্গোপসাগরে। পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এর জেরে দক্ষিণে টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা।

গ্রেপ্তার

সমাজমাধ্যমে পরিচিত তরুণের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হন দুই বোন। আরামবাগের এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মৃত এক

দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে টানা বৃষ্টি। তার জেরে বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পানিহাটি পুরসভা এলাকায় মৃত একজন। পুরসভার তরফে নোটিশ দেওয়া হলেও বাড়ি খালি করা হয়নি বলে অভিযোগ।

রাস্তা না পুকুর বোঝা দায়... *শনিবার কলকাতায়। -সংবাদচিত্র*

একুশে যানজট রোধে নির্দেশিকা

২২টি হ্যাঙ্গার, ৪টি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি, ৩টি কুইক রেসপন্স টিম

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ জুলাই : আদালতের নির্দেশ মেনে একুশের সমাবেশ ঘিরে যানবাহন চলাচলের রূপরেখা তৈরি করল লালবাজার। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, একুশে জুলাই ভোর ৪টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আমহার্স্ট স্ট্রিট, বিধান সরণি, কলেজ স্ট্রিট, ব্র্যাবোর্ন রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, নিউ সিআইটি রোড ও রবীন্দ্র সরণিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকছে হেস্টিংস ক্রসিং, হসপিটাল রোড ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন এলাকায়। ধর্মতলামুখী মিছিলগুলি যে রাস্তা দিয়ে যাবে, সেখানে গাড়ি দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে গাড়িগুলিকে বিকল্প রুটে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। সোমবার রাত ৩টে থেকে ওইদিন রাত ৮টা পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে পণ্যবাহী গাড়ির চলাচলও। তবে মাছ, মাংস ও প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী গাড়ির যাতায়াতে থাকছে না কোনও বিধিনিষেধ। তৃণমূল সূত্রে খবর, লালবাজারের নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই মিছিল সাজানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

শহরের ট্রাফিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গড়িয়া, পার্ক সার্কাস, ঢালাই ব্রিজ, ডায়মন্ড হারবার রোড ও জোকা সহ একাধিক ব্যস্ততম রাস্তা শনিবার ঘুরে দেখলেন মনোজ ভার্মা। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সমাবেশ মঞ্চের নিরাপত্তাও এদিন খতিয়ে দেখেন তিনি। বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি সহ সংলগ্ন এলাকার

শনিবার সভামঞ্চ ঘুরে দেখছেন সিপি মনোজ ভার্মা। ছবি : আবির চৌধুরী।

পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক সেরেছেন মনোজ। তিনি জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ মেনেই প্রয়োজনীয় নজরদারি চালানো হবে। জনসাধারণের জন্য তিনটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা করা হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের ক্যাম্পে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দুই দিনাজপুর সহ এক হাজারেরও বেশি মানুষ ইতিমধ্যেই চলে এসেছেন। প্রায় ৫ হাজার মানুষের ব্যবস্থা সহ সেখানে রয়েছে। সেখানে ২২টি হ্যাঙ্গার, ৪টি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি, অস্থায়ী স্নানাগার ও মেডিকেল ক্যাম্প সহ একাধিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ সহ দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলা থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের থাকার জন্য কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শনিবার বিকালে দেখা গেল, ধর্মতলার শহিদ মঞ্চের কাজ প্রায় শেষের দিকে। র‍্যাম্পে চলছে রং করার কাজ। এদিন নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ধর্মতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। সভাস্থলে তিনটি কুইক রেসপন্স টিম থাকার পাশাপাশি ১৪টি জোনের দায়িত্বে থাকবেন আইপিএস অফিসাররা। মেট্রো স্টেশনে মোতায়েন থাকবেন সাব ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসাররা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবস্থা থাকবে ১৮টি অ্যাম্বুল্যান্সের।

তৃণমূল সমর্থকদের কাছেই একুশে জুলাই একটা আবেগ। ভাই দাসের ক্ষেত্রেও তাই। ট্রেনে হকারি করেন। মমতার ছবি দেওয়া প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে ২১ জুলাইয়ের প্রচার করছেন। ১০ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত এটাই তাঁর মূল কাজ। হুগলির বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বইও লিখেছেন। ভাইয়ের সাফ কথা, 'আমি দিদির ভক্ত, দিদিকে শ্রদ্ধা করি। তাই প্রচার করি।'

কোন পথে নিয়ন্ত্রণ

- আমহার্স্ট স্ট্রিট (উত্তর-দক্ষিণে)
- কলেজ স্ট্রিট (দক্ষিণ-উত্তরে)
- স্ট্র্যান্ড রোড (হেয়ার স্ট্রিট-রাজা উডমুন্ট স্ট্রিট)
- নিউ সিআইটি রোড (পশ্চিম-পূর্বে)
- বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট (দক্ষিণ-উত্তরে)
- রবীন্দ্র সরণি (বিকে পাল অ্যাভিনিউ-লালবাজার স্ট্রিট)
- বিধান সরণি (কেসি সেন স্ট্রিট-বিবেকানন্দ রোড)
- ব্র্যাবোর্ন রোড (উত্তর-দক্ষিণ)
- বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট (পূর্ব-পশ্চিম)

ক্লাস বন্ধ

কলকাতা, ১৯ জুলাই : যানজট ও বিশৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে কলকাতার সরকারি, বেসরকারি ও সরকার পোষিত বেশিরভাগের স্কুলের প্রধানরা একুশে জুলাই ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার কিছু স্কুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনলাইনে ক্লাস চালানোর। বহু স্কুল ওই দিনটিকে বেছে নিয়েছে স্টাডি লিভ হিসেবেই।

যেমন- লা মার্টিনিয়ার স্কুলের সচিব সুপ্রিয় ধর জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে না এলেও অফিস প্রতিদিনের মতোই খোলা থাকবে।

West Bengal State Fishermen's Co-operative Federation Ltd.
(BENFISH)
GN-31, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700091
Website : www.benfish.co.in
Applications are invited from retired Group-A Govt. Officer (including Bank) / Assistant Director of Fisheries / District Fishery Officer for engagement on contractual basis as Project Officer, Siliguri / Baharampur and Sales Person / Driver for Salt Lake Processing Centre. Details at www.benfish.co.in
Managing Director

নিউটাউনে আটক পাটনার ১০ অভিযুক্ত

কলকাতা, ১৯ জুলাই : পাটনার হাসপাতালে আইসিইউতে ঢুকে কয়েদি খুনে বাংলার যোগ রয়েছে কি না শনিবার সেই প্রশ্নই সামনে এসেছে। এদিন নিউটাউনে একটি আবাসন ও আরও দুটি জায়গা থেকে দশজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার পাটনার হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে বিচারাধীন বন্দিকে খুন করেছিল কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেই ঘটনার যোগসূত্র খুঁজতে এই রাজ্যে পৌঁছোয় বিহার পুলিশ।

এদিন বিহার পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ওই আবাসনে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে। সূত্রের খবর, পুরুলিয়ার জেলে বন্দি কুখ্যাত শেরু সিংয়ের নির্দেশে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চন্দন মিশ্রকে খুন করা হয়। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্দেহভাজন বিষয় থাকলে তাদের পাটনা নিয়ে যাওয়া হতে পারে। পুরুলিয়ার ওই বন্দিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, শেরুর সঙ্গে চন্দনের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে শত্রুতা তৈরি হয়েছিল। দুজনেই মাফিয়া গ্যাংয়ের সদস্য।

জানা গিয়েছে, আটক অভিযুক্তদের সঙ্গে বিহার থেকে ফোনে কথা হয়েছিল দুষ্কৃতীদের। সেই সূত্রে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ। মূল শুটার তৌসিফ রাজা ওরফে বাদশা ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা।

ওই আবাসন থেকে বহু নথি উদ্ধার হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মোবাইল ফোনও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাটনায় ওই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিহার পুলিশ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে।

এই ঘটনায় এদিন শাস্ত্রীনগর থানার পাঁচ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে। দায়িত্বে গাফিলতির জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'নিউটাউনে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে।' কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর মন্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গ অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলার মানসম্মান ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে।'

পাটনার হাসপাতালে আইসিইউতে খুনের সেই হাড়হিম করা ফুটেজ।

জোকার হস্টেলে ধর্ষণ, জামিন অভিযুক্তের

তদন্তে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ জুলাই : এখনও কেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ক্যালকাটার ধর্ষণ কাণ্ডে নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া যায়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন নিম্ন আদালতের বিচারক। শনিবার অভিযুক্তের পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়। এদিন জামিন আবেদন করেছেন অভিযুক্তের আইনজীবী। ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে বিচারক অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছেন।

ঘটনার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট ও গোপন জবানবন্দি কেন হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এদিন সরকারি আইনজীবীর যুক্তি, 'তরুণীর প্রাথমিক মেডিকেল টেস্ট হয়েছে। যা তাঁর দাবিকে সমর্থন করে। তিনি ওই সময় বিশেষজ্ঞের কাছে এই বিষয়ে জানিয়েছেন।' যা অন্যতম প্রমাণ বলেও দাবি করেছেন তিনি।

তবে অভিযুক্তর তরফে পুলিশি ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এখনও পুলিশ কেন নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দির জন্য তাঁকে আদালতে হাজির করাতে পারল না তার যথাযথ কারণ উল্লেখ না করায় প্রশ্ন তোলেন অভিযুক্তর আইনজীবী। তাঁর দাবি, কর্ণাটকের বাসিন্দা ওই অভিযুক্ত প্রভাবশালী নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী সন্তান। তাই তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভেবে জামিন দেওয়া হোক।

অভিযুক্তের আইনজীবী এদিন তদন্তের বেশ কিছু ব্যর্থতা নিয়ে সওয়াল করেন। তাঁর দাবি, দুজনের পরিচয় হয়েছিল সমাজমাধ্যমে। জোকা আইআইএম কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সেখানকার ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। 'মিস্টার ইন্ডিয়া'র মতো অদৃশ্য হয়ে কেউ যেতে পারে না।

নির্যাতিতার উদ্দেশ্য কাউন্সেলিং কি না তা নিয়ে তাঁর যুক্তি, ওই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া অসুস্থ হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ডাক্তার যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্যাতিতা কীভাবে গেল? তাঁর প্রশ্ন, অভিযোগপত্রে নির্যাতিতা সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত ছিল। তাহলে জোকা থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে হরিদেবপুর থানায় কী করে একই সময়ে অভিযোগ জানালেন তিনি। তিনবার তিনি গোপন জবানবন্দি দেননি।

অভিযুক্তের রক্তের নমুনা নেওয়া হয়েছে। মেডিকো লিগ্যাল টেস্ট হয়েছে।

একাধিক জিনিস বাজেয়াপ্তও হয়েছে। পালটা প্রাথমিক মেডিকেল টেস্ট হয়েছে বলে দাবি করেছেন সরকারি কৌঁসুলি। তিনি জানান, নির্যাতিতার সঙ্গে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি। হতে পারে তিনি ভীত হয়েছেন। রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, ব্যবহৃত কনডোম উদ্ধার হয়েছে। যা থেকে গোপন জবানবন্দি ছাড়াও ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

> অভিযুক্তর আইনজীবীর দাবি, কর্ণাটকের বাসিন্দা ওই অভিযুক্ত প্রভাবশালী নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী সন্তান। তাই তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভেবে জামিন দেওয়া হোক।

ঘটনার দিন অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে। - ফাইল চিত্র।

দলবদলের জল্পনায় ইতি

খড়্গপুরে পৃথক শহিদ স্মরণ দিলীপের

কলকাতা, ১৯ জুলাই : দলবদল নয়, একুশে জুলাই বিজেপি কর্মীদের শহিদ দিবসের মঞ্চে থাকবেন দিলীপ ঘোষ। সমস্ত জল্পনায় ইতি টেনে শনিবার দিল্লি থেকে ফেরার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে এমনটাই ঘোষণা করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। তিনি জানিয়েছেন, বাংলায় যেসব বিজেপি কর্মী রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে খড়্গপুরে সোমবার সভা করবেন তিনি। দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত না থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতের পর দিলীপের 'ভাগ্য পরিবর্তন' হতে পারে বলেই মনে করছিল রাজনৈতিক মহল। দিলীপের স্পষ্ট উত্তর, 'নাড্ডাজির সঙ্গে খুব গল্প হয়েছে। প্রেসিডেন্ট গল্প করতে ডাকলে কীই বা করা যাবে?'

সংগঠন নিয়ে নাড্ডার সঙ্গে শলাপরামর্শ জোরদার হয়েছে বলে জানিয়েছেন দিলীপ। তিনি বলেন, 'রাজ্যের বিধানসভা ভোট, সংগঠন ও প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয়েছে। নাড্ডাজি বলেছেন, রাজ্যে জোরদার লড়াই করতে।' তবে জল্পনা উসকে দিয়ে ফের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি বজায় রেখেছেন দিলীপ। 'বিশেষ দায়িত্ব' পেয়েছেন কি না সেই প্রশ্ন করতেই দিলীপের জবাব, 'দায়িত্ব এখনই কী করে দেবেন! প্রধানমন্ত্রীর সভা বাদ দিয়ে সভাপতি যখন আমায় ডেকেছেন, তখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু আছে তো বটেই।' প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার কথা প্রথমে জানালেও পরে সেখানে যাওয়াকে এড়িয়েছিলেন তিনি। সেই বিষয়ে দিলীপ বলেন, 'আমার মনে হল, আমি গেলে আমায় কোথায় রাখা হবে সেটা ওঁরা ঠিক করতে পারছেন না। সেজন্যই আমি ঠিক করেছিলাম যাব না।'

ফুল বদলের জল্পনা চলছিল দিলীপকে ঘিরে। এদিন নাড্ডার বার্তা তুলে ধরে সেই জল্পনায় কার্যত জল ঢাললেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বিধানসভা ভোটের বৈতরণি পার করতে নাড্ডার পরামর্শকে সঙ্গে নিয়েই জোরদার লড়াই শুরুর পথে হাঁটছেন তিনি।

সুদীপ্তর সদস্যপদে চ্যালেঞ্জ শান্তনুর

কলকাতা, ১৯ জুলাই : ফের সংঘাতে জড়ালেন তৃণমূলের দুই চিকিৎসক নেতা। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের মেডিকেল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলারের আংশিক সময়ের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সুদীপ্ত রায়। তা নিয়ে সরব হয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি হওয়ার দরুন সুদীপ্ত নিজেই নিজের নাম সুপারিশ করেছেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে তাঁর। যদিও প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি শান্তনু। সুদীপ্তর অবশ্য দাবি, এক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। শান্তনুর রেজিস্ট্রেশন দু'বছরের জন্য বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কাউন্সিল। হাইকোর্ট কাউন্সিলের সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করেছে। আদালতের নির্দেশের পরও ওয়েবসাইটে এখনও সেই বাতিলের অর্ডার রয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগে কাউন্সিলকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন শান্তনু।

মেডিকেল কাউন্সিল

আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে শান্তনুকে আগের মতো সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় না। তার মধ্যে কাউন্সিল এফআরসিপি গ্লাসগো নামে একটি বিদেশি ডিগ্রি অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগে শান্তনুর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। উচ্চ আদালতের নির্দেশের পরেও ওই অর্ডার না সরানোয় তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই আইনজীবী মারফত চিঠি পাঠানো হয়েছে। পদক্ষেপ না করা হলে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে।' এছাড়াও ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের আংশিক সময়ের সদস্য হিসেবে সুদীপ্তর নাম সামনে আসার পরই সরব হয়েছেন তিনি।

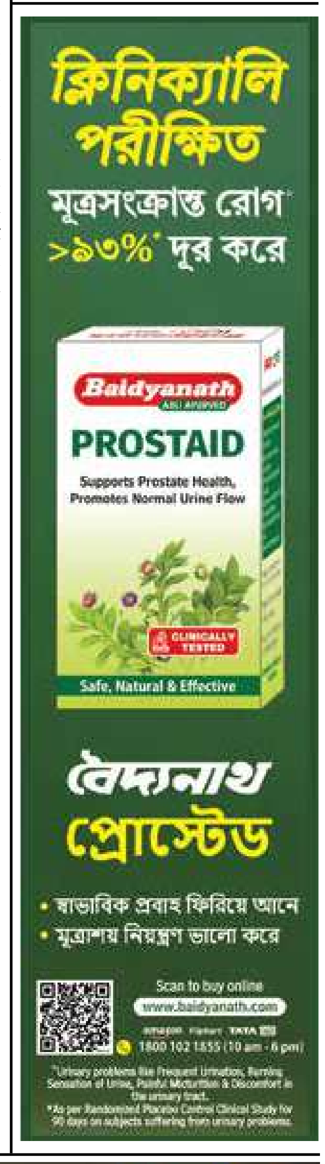

ওভারলোডিং রুখতে নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ জুলাই : জাতীয় সড়কগুলিতে ট্রাকের ওভারলোডিং রুখতে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের কড়া নজরদারির নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

রাস্তার বেহাল দশার জন্য ওভারলোডিং দায়ী, এই অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল একটি সংস্থা। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ২২ এপ্রিল সমস্ত জেলার কাছে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। তা হলফনামা হিসেবে জমা দিতে হবে।

নজরদারি ডিএম ও এসপি'দের

জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, একদল অসাধু ব্যবসায়ী এই কাজ করে যাচ্ছে। ওভারলোডিংয়ের কারণে এই দশা তা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

চার সপ্তাহ পর মামলার শুনানি। ওই সময়ের মধ্যে পরিবহণ দপ্তরকে হলফনামা দিতে হবে।

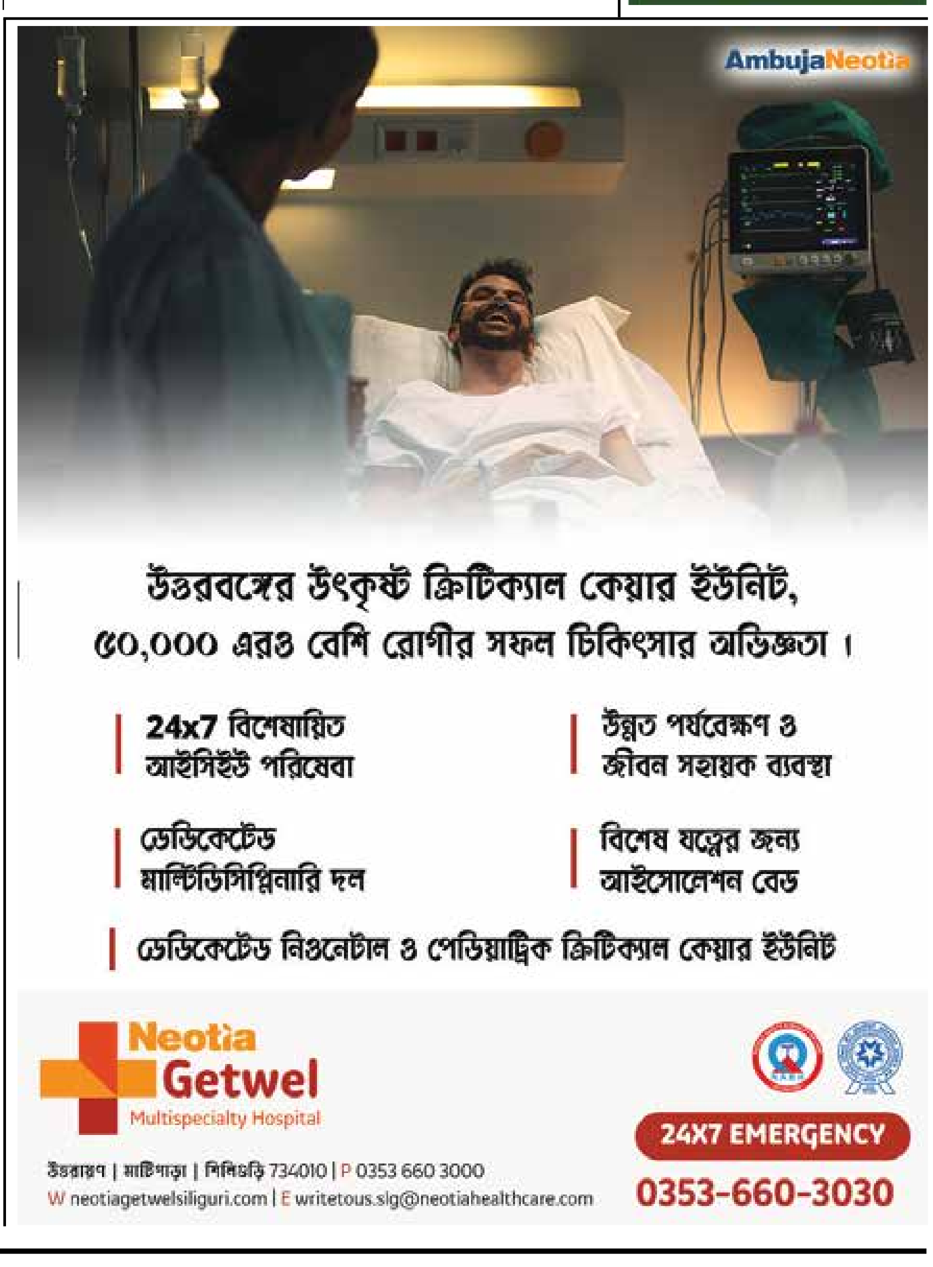

নতুন পরিচয়ে উত্তরের দুই হাসপাতাল

নিউজ ব্যুরো

১৯ জুলাই : মণিপাল হাসপাতাল আনুষ্ঠানিকভাবে মেডিকা নর্থবেঙ্গল ক্লিনিককে মণিপাল হাসপাতাল শিলিগুড়ি হিসেবে ঘোষণা করল। পাশাপাশি মেডিকা ক্যানসার হাসপাতালকে নতুন রূপে মণিপাল হাসপাতাল রাঙ্গাপানি হিসেবে ঘোষণা করেছে। মণিপাল হাসপাতাল শিলিগুড়িকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুপারস্পেশালিটি সেন্টারে পরিণত করতে সেখানে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি ও ইন্টারভেনশনাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। মণিপাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, রাঙ্গাপানি এখন অন্যতম সক্রিয় ক্যানসার ট্রিটমেন্ট সেন্টার। আর শিলিগুড়িতে সুপারস্পেশালিটি পরিকাঠামোর বিকাশে রোগীরা উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।

রোমান্টিক মুডে মেছো বিড়াল

বক্সিরহাট, ১৯ জুলাই : রসিকবিলের আবাসিক মর্দা মেছো বিড়ালের একাকিত্ব কাটাতে সপ্তাহখানেক আগে হাওড়ার গড়চুমুক চিড়িয়াখানা থেকে দুটি মাদি মেছো বিড়াল নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রাণী চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে কিছুদিন বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল তাদের। শনিবার ছোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন অতিথিদের ছাড়া হয় এনক্লোজারে। অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও বন দপ্তরের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজনকুমার নাথ সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা। এতদিন সঙ্গিনীর অভাবে এনক্লোজারে মনমরা হয়ে থাকত মর্দাটি। জোড়া সঙ্গিনী পেয়ে এদিন বেশ রোমান্টিক মুডে দেখা যায় তাকে।

ডিএফও জানান, গত তিন বছর ধরে রসিকবিলে একটি মর্দা মেছো বিড়াল ছিল। রাজ্য জু অথরিটির নির্দেশে দিনসাতেক আগে গড়চুমুক চিড়িয়াখানা থেকে দুটি মাদি মেছো বিড়াল নিয়ে আসা হয়েছিল। বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার পর আজ তাদের এনক্লোজারে ছাড়া হয়েছে। নতুন অতিথিদের ঘিরে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে বলেই মনে করছেন তিনি।

পুলিশ সুপার বলেন, '২০২৩ সালে আবাসিক মর্দা মেছো বিড়ালকে দত্তক নিই। তারপর থেকেই সঙ্গিনীর অভাবে একাকিত্বে ভুগত সে। আমরা বিষয়টি বন দপ্তরের নজরে আনি। ডিএফও, এডিএফও'র অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়চুমুক চিড়িয়াখানা থেকে দুটি মাদি মেছো বিড়ালকে আনা হল রসিকবিলে। আজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমরা খুব খুশি।'

একই চলচ্চিত্রে উত্তরের ৩ প্রতিভা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : টলিউডের চিত্রকর প্রোডাকশন অ্যান্ড স্টুডিও 'সেলাই-একটি সম্পর্ক বুননের গল্প' সিনেমাটি এই মাসেই রিলিজ হতে চলেছে। আর এই সিনেমার তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন আলিপুরদুয়ারের তিন তরুণ তীর্থঙ্কর রায়, সৃজন মজুমদার ও সাম্যব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। গত তিন বছর ধরে সিনেমাটি তৈরি হয়েছে। অভিনয়ে রয়েছেন রজতাভ দত্ত, অ্যাঞ্জেলা গোস্বামীর মতো তারকারা। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সোমলতা আচার্য, তিমির বিশ্বাস, রাজন্য সেনগুপ্ত প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ারের ওই তিন তরুণের মধ্যে কেউ আগে থেকেই নিজের শখে গান লেখা, সুর দেওয়া এসব করতেন। কেউ আবার এডিটিং সহ নানা বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। আলিপুরদুয়ারে থাকাকালীন তিনজনই কোনও না কোনও কাজ একসঙ্গে করেছেন। এবার বড় পর্দায় তাঁদের প্রতিভা একত্রিত হচ্ছে।

'সেলাই-একটি সম্পর্ক বুননের গল্প' সিনেমার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর, এডিটর ও ক্রিয়েটিভ প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করেছেন তীর্থঙ্কর। আলিপুরদুয়ার শহরের উত্তর অরবিন্দনগর এলাকার বাসিন্দা তিনি। বললেন, 'অনেকদিন ধরেই এই লাইনে কিছু না কিছু কাজ করে আসছিলাম। তার থেকেও বড় কথা হল, আমার সঙ্গে আমার শহরেরই আরও দুজন কাজ করেছেন। সৃজন ও সাম্যব্রতর সঙ্গে প্রথমে আমিই যোগাযোগ করেছিলাম। তারপর ওঁরা এসে গান লেখা, সুর দেওয়া, গাওয়া- এ সবই খুব ভালোভাবে করেছেন। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।'

সৃজন ২০১৮ সাল থেকে গান লেখালেখি শুরু করেছিলেন। স্বাধীনভাবে কিছু কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারপর একসময় আসে সেই সুবর্ণ সুযোগ। এই সিনেমার দুটি গান, বৃষ্টি দিন ও লাল সেলাম-এর লিরিক্স ও সুর তৈরি করেছেন সৃজন ও সাম্যব্রত। একটি গান গেয়েছেন সংগীতশিল্পী তিমির বিশ্বাস। সৃজন নিজেও একটি গান গেয়েছেন। সৃজনের মতো সাম্যব্রতও খুবই খুশি কাজ করে।

আজ টিভিতে

ইলিশের টক আর **ছোলার কাবাব** তৈরি শেখাবেন মৌসুমি মোদক।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.০০ ঘাতক, বিকেল ৩.২০ সংঘর্ষ, সন্ধে ৬.৪০ হাঙ্গামা, রাত ৯.৫৫ আমার মায়ের শপথ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রধান, দুপুর ২.৩০ বচ্চন, বিকেল ৫.০০ অনুতাপ, রাত ৯.৩০ অগ্নিপথ, ১২.৩০ জয় কালী কলকাত্তাওয়ালী
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৪০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১২.৫০ বারুদ, বিকেল ৩.৩০ বিন্দাস, ৫.৪৫ মানিক, রাত ৮.৫৫ শত্রু, ১.০০ দুর্গা সহায়
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সিস্টার, সন্ধে ৭.৩০ অন্যায় অত্যাচার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্দিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সোনার সংসার
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ লাকি-নো টাইম ফর লভ, বিকেল ৩.০০ হম দো হমারে দো, ৫.০০ আ ওয়েডনেসডে, সন্ধে ৬.৪৫ কাই পো চে, রাত ৯.০০ ববি অওর ঋষি কি লভ স্টোরি, ১০.৪৫ হম তুম
জি অ্যাকশন : দুপুর ২.০২ খিলাড়ি ৪২০, বিকেল ৪.৩৬ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ জাল : দ্য ট্র্যাপ, রাত ১০.২০ নাইট কার্ফিউ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.১১ ক্রু, ২.০২ স্কন্দ, বিকেল ৪.৫৫ খলনায়ক, রাত ৮.০০ গদর এক প্রেমকথা, ১১.১০ ১৯২০ লন্ডন
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.২৬ মিশন মজনু, বিকেল ৪.৩৮ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি, ১১.১৬ রশমি রকেট
স্টার মুভিজ এইচডি : বিকেল ৪.০০ দ্য লায়ন কিং, ৫.৪৫ ফ্রিকি ফ্রাইডে, সন্ধে ৭.১৫ নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম, রাত ১১.১৫ ইনক্রেডিবলস-টু

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার

গুড ব্যাড আগলি
রাত ৮.০০ **সোনি ম্যাক্স**

কঙ্গুয়া রাত ৮.০০
জি সিনেমা

থাইল্যান্ড'স ওয়াইল্ড ক্যাটস রাত ১১.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

বন্যপ্রাণ বোর্ডের পুনর্গঠন

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান ও রাজ্য বন্যপ্রাণ বিভাগের চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনকে সদস্য সচিব করে ৩২ জনকে নিয়ে পুনর্গঠিত হল রাজ্য ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড। উত্তরবঙ্গে মানুষ-বন্যপ্রাণীর সংঘাত সবচেয়ে বেশি হয়। তাই উত্তরবঙ্গ থেকে বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি এবং বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞকে বোর্ড সদস্য করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো এবং প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুন্ডাকে বোর্ডে আনা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডু, নিশপাল সিং রানে, বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী এবং উত্তরবঙ্গের অনিমেষ বসুকে রাখা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও সাংসদকেও বোর্ড সদস্য করা হয়েছে। বন বিভাগের পিসিসিএফ, সিসিএফ, ডিএফও, সিএফ, পুলিশ, পরিবেশ, বিদ্যুৎ দপ্তর সহ অন্য দপ্তরের আধিকারিকদেরও রাখা হয়েছে বোর্ডে।

বিদ্যুৎ ক্ষমতার বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/১৯১ তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এলস্তি-টি-১৪-টিএসকে-৮৯৩-আর। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়ার ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার হাউসে এবং মরিয়নি জংশন পাওয়ার হাউসে ১১ কেভি বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতির উন্নতকরণ এবং ৩.১৫ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্যুৎ ক্ষমতার বৃদ্ধি। বিদ্যুৎ যোগানের উন্নতকরণ সহিতে ১১ কেভি সুইচ গিয়ার্সের স্থানান্তকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৬৩,৬৯,০৫৯.৪৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৮১,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৮-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১১/২৫-২৬ তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১১/২৫-২৬। কাজের নামঃ ২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এসি কোচসমূহের এসকোটিং সহিত এলএইচবি/এসজিএসি কোচসমূহের জন্যে রুফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিটের (আরএমপিইউ) বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা (সিএএমসি)। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৫৫,৩২,১৫৪.১৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,২৭,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৩-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এবং সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৫০/সিনি. ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ই-টেন্ডার/২০২৫-২৬/০৩, তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ-
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. কেটি২৫৫২০৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ ইওটি ক্রেন, ক্যাপ- ১০টি,সিওএফএমওডব্লিউ স্পেস. নং.- সিওএফএমওডব্লিউ/আইআর/ইওটি/সি/২০২০, রেভ-০-এর সাপ্লাই, ইনস্টলেশন ও কমিশনিং। প্রেরকঃ এসএসই/আইসি/সিঅ্যান্ডডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ), পরিমাণঃ ০২ টি।
দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।
ডিভিশনাল ম্যাটিরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference e-NIQ No. DHUPGURI/ BDO/ NIT-002/2025-26 & DHUPGURI/NIT-002-SBM(G)/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.
Block Development Officer
Dhupguri Development Block

ট্র্যাক ব্যালাস্টের যোগান এবং লোডিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-১০-২০২৫-এমএলজি তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিওয়াই.সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁও-এর অধীনে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের জন্যে তালকারিতে ট্র্যাক ব্যালাস্টের যোগান এবং লোডিং। টেন্ডার রাশিঃ ৩৯,০২,৭০,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২১,০১,৪০০/- টাকা। নিবিদা প্র-পত্র প্রাপ্ত করতে পারবেনঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবেঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মহাপ্রবন্ধক (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./আর্নিং/০১ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ প্রতি বছর ভিত্তিতে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য কাটিহার মণ্ডলের মণিহারি ঘাটের রেলওয়ের ভূমিতে দুই চাকাযুক্ত বাহন, কার/অটো/টোটো এবং ট্রাক ইত্যাদি থেকে নির্ধারিত পার্কিং/ক্রসিং এলাকায় পার্কিং শুল্ক সংগ্রহের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড ঠিকা প্রদান। সংরক্ষিত রাশিঃ ১,০৭,৪৫,০০৪.৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৫,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৩০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৩১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আমাদের পরিবারে স্বাগত!

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

তিন শর্ত
- সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
- যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
- হার না মানা মানসিকতা

কাজটা কী
- প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
- তাছাড়া থাকে নানা রকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
- তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি

কর্মক্ষেত্র: বৃহত্তর শিলিগুড়ি **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** স্নাতক

আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

চুক্তি ভিত্তিক পার্ট টাইম স্কুল শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

বিজ্ঞপ্তি নং. এনএফআর/এইচকিউ/সিটি/০২/২০২৫ তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০২৫

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সদর দপ্তর ইউনিটের অধীনে রেলওয়ে এইচ.এস স্কুলগুলিতে চুক্তিভিত্তিক পার্ট টাইম স্কুল শিক্ষক নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

শিডিউল

(i)	ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	১৭ জুলাই, ২০২৫	১৭:৩০ টা
(ii)	অনলাইন আবেদনের জন্য খোলার তারিখ	১৮ জুলাই, ২০২৫	০৮:০০ টা
(iii)	অনলাইন আবেদনের জন্য বন্ধের তারিখ	৩১ জুলাই, ২০২৫	১৭:৩০ টা

১। সম্পূর্ণ চুক্তির ভিত্তিতে, রেলওয়ে এইচ.এস. স্কুল/মালিগাঁও এবং নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে এইচ.এস. স্কুল/মালিগাঁও-এ শিক্ষকদের নিম্নলিখিত শূন্য পদ পূরণের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগের মাধ্যমে "ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ" পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০০ কার্যদিবসের (দুইশ কার্যদিবস) বেশি নয় এমন একটি সময়ের জন্য নির্দিষ্ট একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে একটি পার্ট টাইম ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি/কমানো অথবা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ অথবা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারীর উপলব্ধতা, যেটা আগে হবে, সংক্রান্ত পরবর্তী নির্দেশ/নীতি সাপেক্ষে অথবা সময়ে সময়ে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক জারি করা আরও নির্দেশাবলী অনুসারে।

২। চুক্তিভিত্তিক পার্ট টাইম নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের শূন্যপদের বিবরণ নীচে নির্দেশিত হল:

ক্র. নং.	শিক্ষক, বিষয় এবং স্কুলের ক্যাটাগরি	সম্প্রদায় এসসি	সম্প্রদায় এসটি	মোট শূন্যপদ	সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান
১।	স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি) ঃ				রিপোর্টিং তারিখ ও সময় ১ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯:৩০ টা; সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১১:০০ টা; ডিভি এবং সাক্ষাৎকারের স্থান পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট, ১ম তলা, সদর দপ্তর, জিএম অফিস, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও
(i)	পিজিটি (ফিজিক্যাল এডুকেশন) (আরএইচএসএস/এমএলজি) : ১	১	০	২	
(ii)	পিজিটি (ভূগোল) (এনভিপিআরএইচএসএস/এমএলজি) : ১	১	০		
	মোট ঃ	২	০		
২।	প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি) ঃ				
(i)	টিজিটি (হিন্দি) (এনভিপিআরএইচএসএস/এমএলজি) : ১	১ এসসি	১ এসটি	২	
(ii)	টিজিটি (ফাইন আর্টস) (আরএইচএসএস/এমএলজি) : ১				
	মোট ঃ	১	১		
	মোট পদ =	৩	১	৪	

দ্রষ্টব্য: যদি প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হয়, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকার পরবর্তী দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

৩। বেতন: চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য সমন্বিত মাসিক পারিশ্রমিক নিম্নরূপ হবে:
(i) স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি) সকল বিষয়ের জন্য - প্রতি মাসে ₹ ২৭,৫০০/-
(ii) প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি) সকল বিষয়ের জন্য - প্রতি মাসে ₹ ২৬,২৫০/-

৪। বয়সসীমা: সাক্ষাৎকারের তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে (কেভিএস নিয়ম অনুসারে) হতে হবে এবং নির্বাচিত প্রার্থী তাদের চুক্তিভিত্তিক সার্ভিস ৬৫ বছরের বেশি বয়স অবধি করতে পারবেন না। বিজ্ঞপ্তির বিবরণ এবং আবেদনপত্র নীচে দেওয়া ওয়েবসাইট ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করা যাবে - www.nfr.indianrailways.gov.in এবং https://railwayschools.nfreis.org/

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভর্তি

■ Dhupguri College of Education admission going on for the B.Ed 2025-2027 Session. Bengali, English, Hindi, History, Geography, Education, Sanskrit, Ph. Science, Life Science, Math. M : 8910697591/ 9474320483. (A/B)

■ শিক্ষাবর্ষ 2025-27 D.El.ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob : 9851070787/8944884979 Mekliganj Netaji P.T.T.I, Coochbehar. Pin - 735304. President. (S/C)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার আকর্ষণীয় সহজ পদ্ধতি। ক্লাসে/ডাকযোগে গাইডেন্স। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/117517)

কর্মপ্রার্থী

■ আয়া বা বাঙালি রান্নার কাজ করতে চাই, দেশ বা বিদেশ, যোগাযোগ- 9883050508. (C/117619)

লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। M : 9775137242. (C/117502)

আয়া/সেবিকা

■ শিব সুন্দর আয়া সেন্টার- এই সেন্টারে রোগী ও বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য লোক পাওয়া যায়। Mob :9382010868. (C/117523)

কিডনি চাই

■ কিডনি চাই B+, যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দিতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করুন - Mob. No.- 8670762982. (C/116678)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/117521)

অ্যাফিডেভিট

■ ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 201 20855380 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17-07-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Chiranjib Barkait, S/o. Nagendra Barkait এবং Chiranjib Barakayet S/O, Nagendra nath Barakayet এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দেওয়ানহাট-মোয়ামারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117115)

বিক্রয়

■ মাটিগাড়া রয়্যাল অ্যাকাডেমি স্কুলের পাশে ২ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। M : 8617429976/9832532306. (C/113546)

■ New ready to move 3 BHK Flats (1300 sq.ft) available for sale at Lake Town, Siliguri. 2nd Floor - 47 Lacs, 3rd floor-41 lacs. Mob : 94344-67236. (C/117518)

■ শিলিগুড়ি ডাবগ্রামে 2 BHK 680 sq.ft. Flat 3rd flr বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। Mob : 91019-26230. (C/117388)

■ 40 (Forty) Kathas land at Dagapur (N.H. 55) for sale, Opp : - Hyundai Show Room, H.C. Road, Siliguri. M : 9733001666. E-mail :- slgpksimpex@gmail.com (C/117525)

■ 2 BHK 920 sq.ft. ১ম তলা গ্যারাজ সহ ফ্ল্যাট বিক্রয়। লেকটাউন। যোগাযোগ : M - 9064773518. (C/113549)

■ Flat for sale, 740 sq.ft. with garage 196 sq.ft. Deshbandhupara. 7001133656. (Slg). (C/117613)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮ ১/২' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮ ১/২'। (M) 9735851677. (C/116899)

বিক্রয়

■ Shop for sale at Siliguri Hill Cart Road, near Sevok More (400 Sq). M : 9832042908. (C/117607)

■ Flat for sale, 2 BHK, E.V. Pally, Sanghati More, M : 9832097070. (C/117502)

■ আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে শীঘ্রই 6 dec টিনের চাল (পাকা বাড়ি) বা- উন্ডারিওয়াল সহ জমি বিক্রয়। M: 9800020321. (C/117035)

■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেন রাস্তার উপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, সোলার লাইট সহ ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে, 9332492359. (C/117521)

■ 3 BHK well furnished flat with parking and lift facility for sale at Jyoti Nagar. Ph - 7076462095. (C/117523)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াতে 2 BHK ফ্ল্যাট 570 sq.ft. তিন-তলায় শীঘ্রই বিক্রয়। দাম - 19 লাখে। প্রকৃত ক্রেতা আসুন। M : 9474897702. (C/117524)

■ ডাক্তারের গাড়ি, মারুতি অল্টো বিক্রয় হবে। ১৫ বছরে ২১ হাজার কিমি চলছে। মূল্য 90 হাজার। ফোন - 9064021249. (C/116687)

■ Land for sale at Himachal Vihar, Siliguri, measuring 2.33 Katha. Contct : 9242029175. (C/117358)

ভাড়া

■ ভাড়া দেব, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। একতলা, ২ বেড, ২ বাথ, কিচেন, ডাইনিং, ড্রয়িং, বারান্দা।(M)6290999197. (C/117603)

■ House Rent 2nd Floor In Hakimpara, Siliguri. (M)9800022656. (C/117518)

■ Rent, Flat 1& 2 room, office etc in Hakimpara, Siliguri. (M)9434046280. (C/117399)

■ Godown, 5000 sq.ft for rent, Sevoke Road. Ph No .9641146900.(C/113551)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ স্পিতি ভ্যালি 5/9, রাজস্থান 8/10, 20/12, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, অরুণাচল+কাজিরাঙা 29/9, 6/11, কেরল 10/10,20/12, গুজরাট 17/11, ভিয়েতনাম 5/11, আন্দামান ও ভুটান যে কোনও দিন। 9733373530.(K)

কর্মখালি

■ পশ্চিমবঙ্গ যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক চাই। শক্তিগড়, শিলিগুড়ি। M- 8617032586. (C/117397)

■ Need MR for PD Pharma Co. Graduate. CV@ 7763800871. (K)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির "Ad Agency"-তা Sales & Maeketing-এর কাজের জন্য ভালো ছেলে প্রয়োজন। (BBA/MBA) বা Exp. শিলিগুড়ি নিবাসী থাকা আবশ্যক। (M) 7679704691. (C/117521)

■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/117523)

■ কাপড়ের দোকানের জন্য দক্ষ সেলস স্টাফ চাই(মহিলা। U & T BOUTIQUE, (M)9332405559, জলপাই মোড়, শিলিগুড়ি। (C/117526)

■ Urgently required female candidate for back office, Siliguri. Cont : 8167630489. (C/117526)

■ ভালো রান্না জানা ২৪ ঘণ্টা থাকা খাওয়া ব্যবস্থা সহ মধ্যবয়সি মহিলা চাই। যোগাযোগ- (M) 98320-42456.(C/117379)

■ সারা উত্তরবঙ্গ এবং অসমে বিভিন্ন প্রকার আচার এবং চানা, ভুজিয়া বিক্রির জন্য হকার চাই। M- 8972664987.(C/117108)

■ Need male law clerk at Siliguri. Time 10-8, Bike must, stipend 8k. (M) 9476296580. (C/117523)

■ শিলিগুড়িতে ছোট ফ্যামিলির সব ধরনের কাজে জন্য 50 উর্ধ্বে পুরুষ/মহিলা চাই(8A.M.-11A.M.)। 98324-92627.(C/117523)

কর্মখালি

■ মুম্বই-তে রিটেল দোকানে সেলসের জন্য লোক চাই। (বেতন : 12000-16000/-), থাকা খাওয়া ফ্রি। M: 8169557054.(K)

■ Ast.Profesor Required English, Aviation, Hospitality & Management For Coochbehar, Alipurduar, Jalpaiguri & Maynaguri. Post Graduates are preferred. Send CV to- hravlon12@gmail.com, WhatsApp-9564940700.

WALK-IN INTERVIEWS

■ Father LeBlond School, Bhimbhar 21st & 22nd July, 2025 form 10 A.M. onwards. We're hiring for: 1. Construction site Incharge- Min.5 yrs. experience 2. Residential Kitchen Managers- Catering background preferred 3. Office Staff-Multiple roles. Call-6295066944. Salary based on experience. Food & accommodation for residential roles.

কর্মখালি

■ Urgent Vacancy for Security Training manager. Call 9382982327/ 8637085758. (C/117521)

■ Require Sales Executive for marketing Electrical firm. (M) 9679495146 Siliguri. (C/117522)

■ ডুয়ার্সের একটি নামী চা কোম্পানির জন্য একজন চা ফ্যাক্টরির ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং মোটর রিওয়াইন্ডিং জানা একজন Electrician Helper প্রয়োজন। ইচ্ছুক প্রার্থী নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন। E-mail : stfmaynaguri2016@gmail.com, WhatsApp : 9733033221(S/C)

URGENT

■ A reputable enforcement/ Recovery agency requires experienced individuals with knowledge of BANK NPA recovery-related work in the Coachbehar, Balurghat, Malda, Jalapaiguri and Islampur areas. For details, Contact: 7602170666.

VACANCY FOR ASSISTANT PROFESSOR

Applications are invited for Assistant Prof for History, Pol Science, Sociology, English Geography and Computer. Candidates must have Post Graduate with excellent teaching experience. Apply with full CV within 7 days to- contact@ubmcollege.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রোগী নিখোঁজ
১২ জুলাই

এক রোগী নিখোঁজের ঘটনা ঘিরে ধুন্ধুমার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। একযোগে আন্দোলনে নামে বিজেপি ও কংগ্রেস। পরে নোনাই থেকে সেই রোগীর খোঁজ মেলে।

আয়কর তল্লাশি
১৫ জুলাই

তুফানগঞ্জ শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া এলাকায় স্থানীয় শিক্ষক জয়দেব আর্যের বাড়িতে হানা দিল আয়কর দপ্তর। আয়কর দপ্তরের ৫ সদস্যের দল টানা ২১ ঘণ্টা তল্লাশি চালায়।

পরিযায়ী জেলে
১৫ জুলাই

আপ শাসিত রাজ্য পঞ্জাবে হেনস্থা করা হল মালদা জেলার ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিককে। লুধিয়ানার মুরগির খামারে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে পশুহত্যা সহ ৩টি ধারায় মামলা হয়।

কারাদণ্ড
১৬ জুলাই

এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত এক টোটোচালককে ২৫ বছরের কারাদন্ড দিল আদালত। জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর ওই সাজা ঘোষণা করেন।

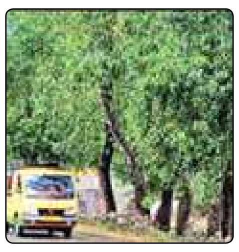

সবুজ নিধন
১২ জুলাই

৪৭০টি গাছ কেটে চওড়া করা হচ্ছে জাতীয় সড়ক। চালসা থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত ৩৮ কিমি রাস্তা চওড়া করা হবে। ব্লক প্রশাসনের একটি বিশেষ টিম জুলাই মাসের শেষের দিকে কাজ শুরু করবে।

ফাঁসির সাজা
১০ জুলাই

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের দায়ে ৩ জনকে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেন।

ঘরছাড়া উত্তম
৯ জুলাই

যেকোনও সময়ে গ্রেপ্তার করতে পারে অসম পুলিশ। এই ভয়ে কার্যত ঘরছাড়া দিনহাটার সাদিয়ালকুঠির বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসী। দিনে বাড়িতে থাকলেও রাতে কখনও কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়েছেন।

একসঙ্গে
৯ জুলাই

আপালচাঁদ জঙ্গল লাগোয়া রাস্তায় গাড়ির মধ্যে মদ্যপান তৃণমূল নেতা ও বিজেপি নেত্রীর। জানাজানি হতেই বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।

রণক্ষেত্র
৯ জুলাই

পাড়ার খেলা নিয়ে বচসার সূত্রপাত। তা থেকে দু'পক্ষের গন্ডগোলে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল শিলিগুড়ির বাগরাকোট। একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর। ভাঙা হয় টোটো, গাড়ি। ঢিলের ঘায়ে জখম একাধিক।

বরযাত্রী গজরাজ
৭ জুলাই

ছাঁদনাতলায় বিয়ে চলছে। এমন সময় হঠাৎ হানা দিল জোড়া হাতি। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সুরিপাড়ার ঘটনা। যদিও হাতিদুটি কোনও ভাঙচুর করেনি। কেউ জখমও হননি।

আলুপট্টির সম্প্রীতির জিন্দাদিল

রামসিংহাসন মাহাতো

সাজাহান ক্লাবের বিগ বাজেটের দুর্গাপুজো জান লড়িয়ে উতরে দেওয়ার সময় একবারও ভাবেন না যে তিনি মুসলমান। তিনি এবার মহরমের জুলুসে প্রবলভাবেই ছিলেন, বিধান মার্কেটে গণেশ চতুর্থীর আসরে থাকবেন এবং জিটিএসের দুর্গাপুজোর ভাসানেও থাকবেন। আলাদা করে কোনও সম্প্রীতি নয়, এটাই তো শিলিগুড়ি।

মহম্মদ সাজাহানকে শিলিগুড়ির আলুপট্টি এবং জেটিএস ক্লাব এলাকায় সবাই চেনেন। হিলকার্ট রোডে যাঁরা মহরমের তাজিয়া নিয়ে জুলুস বের করেন তাঁরা তো চেনেনেই, দুর্গাপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় যাঁরা ট্যাবলো বের করেন তাঁরাও চেনেন। তিনি শিল্পী মানুষ। তাঁর হাতের কাঠি নাকাড়ায় যে বোল তোলে তাতে যে কোনও মাঙ্গলিক উৎসব, অনুষ্ঠান, সমারোহ বা শোভাযাত্রায় প্রাণ সঞ্চার হয়। তাই তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে সিজনের দিনগুলোতে।

তাঁর কাছেই জানা গেল, এবার বিধান মার্কেটে দুই বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভাই বাপি সাহা ও সুব্রত সাহার মধ্যে গণেশপুজোর আয়োজন নিয়ে জোর লড়াই হতে চলেছে। দুজনেই সাজাহানকে চাইছেন। 'তাঁর' পুজোয় 'তাঁকে' থাকতেই হবে।

সাজাহানের একটা পার্টি আছে। দিল্লি ব্যান্ডপার্টি। এই পার্টির সদস্যদের দিয়ে দুটো অনুষ্ঠান ভালোভাবে সামলে দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর আছে। কিন্তু তাঁর ভাবনা, একসঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে তিনি থাকবেন কী করে তা নিয়ে। তাঁর ব্যবসায়িক ভাবনা তিনি নিশ্চয়ই ভাববেন। কিন্তু আমার খোঁজার বিষয় হল, ব্যান্ডপার্টির একজন বাজনদারের এত জনপ্রিয়তার রহস্যটা কী? ব্যান্ডপার্টিতে যিনি সিঙ্গার অথবা যিনি ঢোল বা ট্রাম্পেট বাজান তাঁকে তো কেউ শিল্পী হিসেবে মনেই করে না। তাহলে?

রহস্য এককথায় বলতে গেলে ভাইচারা। এই চারা বনসৃজন প্রকল্পের কোনও গাছের চারা নয়। আমরা একে বলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এ শহরে ছোট থেকে রামকৃষ্ণ স্কুল এবং বুদ্ধভারতীতে পড়াশোনা করে বড় হওয়া সাজাহান এইসব শব্দবন্ধ একেবারেই পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণা, স্বাভাবিক সহজ সরল সম্পর্ককে কৌশলে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য ওইসব গালভরা শব্দের আমদানি করা হয়েছে। মুখে বুলি আউড়ে নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে স্বাভাবিক জীবনচর্যার অঙ্গ করে নিয়েছেন সাজাহান। ছোটবেলার প্রিয়তম বন্ধু পিনাকী চক্রবর্তীর সঙ্গে যাতে ছাড়াছাড়ি না হয় সেই ভয়ে তিনি তাঁকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁর ব্যান্ডপার্টির কাজের সঙ্গে। ৩০ বছরের তাঁদের একসঙ্গে পথ চলা শেষ হয় পিনাকীর অকাল প্রয়াণে। নিজের হাতে বন্ধুর শেষকৃত্য করেছেন, শ্রাদ্ধ করেছেন। এই সাজাহান ক্লাবের বিগ বাজেটের দুর্গাপুজো জান লড়িয়ে উতরে দেওয়ার সময় একবারও ভাবেন না যে তিনি মুসলমান। তিনি এবার মহরমের জুলুসে প্রবলভাবেই ছিলেন, বিধান মার্কেটে গণেশ চতুর্থীর আসরে থাকবেন এবং জিটিএসের দুর্গাপুজোর ভাসানেও থাকবেন।

সেদিন

আর এটাই হচ্ছে শিলিগুড়ির সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির খাঁটি রূপ। মুখে আওয়াজ নেই অথচ জীবনচর্যায় মিশে আছে যে সংস্কৃতি। সময় পালটেছে। রাজনৈতিক স্বার্থে এই দৃশ্যপটের একটু একটু করে বদল হচ্ছে। এখন এই শহরে পাড়ার ছেলেদের খেলা নিয়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকেও বড় করে ধুনো দিয়ে সাম্প্রদায়িক আকার দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি দেখে অনেকের মতো কবিরাও ভাবছেন, 'এই সময়টা খুব বেশি হিংসে দিয়ে কারুকাজ করা'। এই পরিস্থিতি তৈরি করছে কারা? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুব কঠিন নয়। শিলিগুড়িতেও একদল মানুষ আছেন যাঁরা হিন্দুকে হিন্দু বলেন, বৌদ্ধকে বৌদ্ধ বলেন, শিখকে শিখ বলেন, জৈনকে জৈন বলেন। কিন্তু মুসলমানকে মুসলমান বলেন না। বলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অথবা একটু গলা কাঁপিয়ে মুসলিম। অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বরে স্বাভাবিক উচ্চারণে মুসলমানকে মুসলমান বলতে এঁদের বাধে। এঁদের নিরন্তর ধূপের ধোঁয়ায় মানুষের মন বদলাচ্ছে।

'বদলাচ্ছে দু'তরফেই,'- এই দাবি শিলিগুড়ির বিশিষ্ট পুরোহিত গৌতম বাগচীর। তাঁর মনে হয়, 'হিন্দুরা ওঁদের কোনও কাজে অসুবিধা সৃষ্টি না করলেও ওঁরা ভাবেন হিন্দুরা ওঁদের বিরুদ্ধেই কথা বলছে।' আর সাম্প্রতিক মহরমের জুলুসের আয়তন বৃদ্ধিকে তিনি রামনবমীর শোভাযাত্রার কলেবরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা বলেই মনে করেন।

মানসিকতার যে একটু বদল হয়েছে তা সাজাহানও স্বীকার করেন। তবে তিনি একটু রক্ষণাত্মক। তাঁর কথায়, 'সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে মহরমের তাজিয়া নিয়ে জুলুস, রামনবমীর শোভাযাত্রা বা দুর্গাপুজোর ভাসান যাত্রায় আকারে এবং বহরে পরিবর্তন হবেই। তাকে আটকানো যাবে না। শহরে মানুষ বেড়েছে। চাঁদার পরিমাণ, ডোনেশন এবং স্পনসর বেড়েছে। তাই যে কোনও অনুষ্ঠানের বহর বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।' আরও প্রাঞ্জল করতে গিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা হল, 'শহরের রাস্তায় বছরে একদিন এই ধরনের ধর্মীয় সমাবেশ বা শোভাযাত্রা হতেই পারে। এক্ষেত্রে প্রশাসন এবং আয়োজকদের দেখতে হবে মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়।'

এই তো খোদাতালার অসলি বান্দার মতো কথা। ক'জন পারেন সাজাহানের মতো সোজা কথা এমন সোজাভাবে বলতে?

শিলিগুড়ি শহরে আর পাঁচজন খেটে খাওয়া মানুষ যেমন আছেন তেমনি সব উৎসবে ব্যসনে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সাজাহানরাও আছেন দীর্ঘদিন ধরেই। এ শহরে পড়াশোনা করে বড় হয়েছেন খাঁটি শিলিগুড়িয়ান টিপুভাই। তিনি তাঁর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন, 'এ শহরে ব্যবসায় কোনও দাদাগিরি নেই। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিস্থিতি অতুলনীয়।' মহম্মদ শামিম, মহম্মদ হাসানের গলাতেও একথার প্রতিধ্বনি ছিল। বোঝা যাচ্ছে, মন থেকে নয়, যেন দায়ে পড়ে তাঁরা একথা বলছেন। বরং এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিটা এখনকার প্রেক্ষাপটে সবার পছন্দ না হলেও অবশ্যই উল্লেখ করার মতো। কবি বলেছেন, 'মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।'

উর্দিধারীর চপেটাঘাত

পঙ্কজ মহন্ত

বিভিন্ন আন্দোলনে পুলিশের অতিসক্রিয়তা একাধিক সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। আবার কখনও নিষ্ক্রিয় পুলিশের ভূমিকাও দেখেছে আপামর বাঙালি। পুলিশের এমন টালমাটাল স্ট্যান্ডপয়েন্ট-এর জেরে জনমানসে জন্মানো চাপা ক্ষোভ তাই বেরিয়ে পড়ে মাঝেমধ্যেই।

'চড়'। দুই অক্ষরের শব্দটি ছোট হলেও তার ব্যাখ্যা বহুদূর বিস্তৃত। শারীরিক আঘাতের চাইতেও এক্ষেত্রে মানসিক আঘাতটাই বড় কথা। আর সেটাই আবার লোকজনের মধ্যে কারও গালে এসে পড়লে তা 'ব্যাপক অপমানজনক' হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ধর্মঘট সফল করতে রাস্তায় নামা বাম নেতা মাজেদার রহমানের গালে পড়া সেই চপেটাঘাত কয়েক ধাপ এগিয়ে অন্য গল্প বলে। নিরস্ত্র ধর্মঘটির গালে সপাটে চড় কোনও নীচুতলার পুলিশকর্মীর নয়, বরং বংশীহারী থানার মাথায় বসে থাকা আইসি'র। যে ঘটনা উর্দির ওপরে ভর করে জন্মানো ক্ষমতার আস্ফালনের দিকেই আঙুল ওঠায়। বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের আক্রোশ প্রশমিত না করে সপাটে চড় যেন আইন রক্ষককেই আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।

তা বলে কি উলটো ঘটনা ঘটে না? ঘটে তো। ২০১৪ সালে আলিপুর থানায় শাসকদলের ভয়ে আলমারির পিছনে, টেবিলের তলায় মাথার ওপর ফাইল চাপা দিয়ে লুকোতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। ২০২১ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের রশিদপুরেও আক্রান্ত হয় পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুরে খেজুরিতে পুলিশের উপর আক্রমণ নেমে আসে। ২০২২ সালে বীরভূমের রসাইপুর গ্রামে ট্রাকচালকদের হাতে মার খেতে হয় পুলিশকর্মীদের। ২০২৩ সালে কালিয়াগঞ্জের নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে পুলিশের উপর চড়াও হয় ক্ষিপ্ত জনতা। এগরাতে গ্রামবাসীদের আক্রোশ নেমে এসেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে গ্রামবাসীদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে পুলিশকে। চলতি বছরেও ওয়াকফ আন্দোলনের সময়ও এমন কিছু ছবি ধরা পড়েছে। সম্প্রতি অনুব্রত মণ্ডলের থানার ওসিকে অশ্রাব্য গালিগালাজেও তোলপাড় হয়েছে রাজ্য। তালিকা শেষ হওয়ার নয়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যেখানে পুলিশকে দেখলে সাধারণ মানুষের মনে ভরসা জাগার কথা, তার বদলে পুলিশ দেখলে কখনও ভয়ের উদ্রেক, আবার কখনও ক্ষোভের প্রকাশ কেন ঘটছে? এর সরাসরি উত্তর হতে পারে সেই বুনিয়াদপুরের ঘটনাই। আন্দোলনকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার অধিকার রয়েছে পুলিশের। কিন্তু জনসমক্ষে চড় মারার অধিকার সংবিধানের কোন ধারায় পেয়েছে পুলিশ? প্রশ্ন উঠছে। ধর্মঘটি মাজেদারের 'সারাদিন আন্দোলন করব' বলার পরেই সেই আইসি 'গরম দেখাচ্ছেন?' বলেই বাঁ হাতে চড় মারেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই সিপিএমের জেলা কমিটি আক্রান্ত কর্মীকে নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। মানবাধিকার কমিশনেও যাওয়া হয়েছে। ঘটনার পরে বালুরঘাটের জেলা কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন মাজেদার। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে মাজেদার রহমানকে। হাইকোর্টে বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

তাহলে কি বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার ও প্রশাসনিক আচরণের সংঘাত এই নিদর্শন? ওই পুলিশকর্তার আরও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল, এই মত অনেকেরই। বুনিয়াদপুরে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও জনমতের নিরিখে বোঝাই যাচ্ছে এই ঘটনা মানুষের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। যদিও ওই ঘটনার দিনই জেলার এক তৃণমূল নেতা সোশ্যাল মাধ্যমে বংশীহারী থানার আইসিকে ধন্যবাদ জানান। এমনকি তিনি 'বেশি ক্ষমতা জাহির করতে এলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবেই' এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে পোস্ট করেন। যেখানে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানে ব্যক্তি অধিকার ক্ষুণ্ণ করে পুলিশ নিজেই আইন ভাঙার ঘটনায় উচ্ছ্বসিত একাংশ। তবে এটাও অনস্বীকার্য, বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও উত্তেজনার পরিবেশে পুলিশ অনেক সময় অতিরিক্ত চাপে পড়ে। আন্দোলনের নামে রাস্তা অবরোধ, জনজীবনে বিঘ্ন, এমনকি অনেক সময় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। যা সামাল দিতে গিয়ে পুলিশকেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে চাপ বা চ্যালেঞ্জ কোনওভাবেই অযাচিত বলপ্রয়োগের অজুহাত হতে পারে না। পুলিশের দায়িত্ব শুধু আইন রক্ষা নয়, সেই আইনের ভেতর দিয়ে মানুষের অধিকারও নিশ্চিত করা।

পুলিশ হোক বা জনতা, সব পক্ষকেই মূল্যবোধ বুঝতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যতে বুনিয়াদপুর বা অন্য কোনও জায়গা আর হিংসার নাম নয়, গণতন্ত্রের ভারসাম্যের নিদর্শন হয়ে উঠবে। আপাতত সকলেই এই ঘটনাকে অতিক্রম করে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি। নাগরিক অধিকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সঠিক পদ্ধতি কী হতে পারে?

পুলিশও মার খায়

আলিপুর থানায় শাসকদলের ভয়ে আলমারির পিছনে, টেবিলের তলায় মাথার ওপর ফাইল চাপা দিয়ে লুকোতে হয়েছে পুলিশকে

দক্ষিণ দিনাজপুরের রশিদপুরে আক্রান্ত হয় পুলিশ

কালিয়াগঞ্জের নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে পুলিশের উপর চড়াও হয় ক্ষিপ্ত জনতা

ঘাগরা গ্রামে এখনও তন্ত্রমন্ত্রে ভরা মধ্যযুগ

অভিজিৎ ঘোষ

ঘাগরা ও সংলগ্ন এলাকায় যা ঘটেছে, সেটা কার্যত সিনেমাই। কালাজাদু, তন্ত্রবিদ্যা নিয়ে এখনও যে বিভিন্ন এলাকায় চর্চা হয় এবং মানুষের বিশ্বাস এতটাই যে, বহুদিনের পরিচিত কাউকে গ্রামছাড়া করতেও কেউ পিছপা হয় না, এই ঘটনা মনে হয় সেটারই প্রমাণ। আলিপুরদুয়ারে এই রকম ঘটনা আগে কখনও নজরে আসেনি।

তন্ত্রবিদ্যার মাধ্যমে নাকি গ্রামের মানুষদের অসুস্থ করে দেওয়া হচ্ছে। কেউ আবার কালাজাদু করে গ্রামের সবাইকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। সেই জাদুর প্রভাব অতটাই যে গ্রামের বহু লোক নাকি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সেই সংখ্যা কত? সেটা স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারছে না।

আলিপুরদুয়ার শহর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাগরা গ্রামে গেলে এমন কথা শোনা গিয়েছে সদ্য। সম্প্রতি এলাকার দুজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ ওঠে। কালাজাদু ও তন্ত্রসাধনার। একজন প্রবীণ, আরেকজন তরুণ। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে গ্রামবাসীরা দুজনের বাড়িতে চড়াও হয়। ঘাগরার গারোভিটা এলাকার বৃদ্ধের বাড়ির ভাঙচুর করা হয়। প্রাণের ভয়ে রাতেই বাড়ি ছেড়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। 'গ্রামে আর ফেরা যাবে না' সালিশি সভা করে তাঁর পরিবারকে এই নিদান দেওয়া হয়েছে। তরুণের ক্ষেত্রে যদিও গ্রামছাড়া হতে হয়নি। তবে গ্রামবাসীর হুমকির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকেও।

ঘাগরার এই ঘটনা যেন প্রকাশ্যে না আসে সেটার অনেক রকম চেষ্টা করা হয়েছিল। যে বৃদ্ধকে বাড়িছাড়া করা হয় তাঁর পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে স্বীকারোক্তি নেওয়া হয় যে এই ঘটনা নিয়ে তারা কাউকে বেশি কিছু বলবে না। এমনকি সাংবাদিকদের সামনে তো মুখই খুলবে না।

আলিপুরদুয়ার জেলা সদরের একদম লাগোয়া ওই গ্রাম। সেখানে শহরের হাওয়া লাগতে শুরু করেছে অনেকদিন আগে থেকেই। বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। পুরসভা এলাকা বাড়লে এই গ্রামকেও আলিপুরদুয়ার শহরের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও উঠেছে। কোথায় শহর শেষ হচ্ছে আর গ্রাম শুরু হচ্ছে, বলে না দিলে বোঝাও মুশকিল, ঘাগরা এতটাই শহুরে। আর সেখানেই এমন মধ্যযুগীয় কাণ্ড! ওই গ্রামে হঠাৎ এভাবে কুসংস্কার ছেয়ে গেল কীভাবে?

ঘাগরা হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ সুশান্তকুমার বসু বলছিলেন, 'তিন দশকের বেশি সময় ধরে ওই এলাকায় শিক্ষকতা করছি। তবে এই রকম ঘটনা নজরে আসেনি। গ্রামের মানুষ যথেষ্ট সচেতন। তবে পরপর দুটো ঘটনা সবকিছু বদলে দিল। গ্রামে যা হচ্ছে বাচ্চাদের উপরও তার প্রভাব পড়ছে। স্কুলে এসে পড়ুয়ারা এই নিয়ে আলোচনা করত। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করেছি। যুক্তি দিয়ে সব বিষয় যাচাই করতে বলেছি।'

ঘাগরা গ্রামের বাসিন্দারা বেশিরভাগই কৃষিজীবী। তবে বেশ কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী এবং সরকারি বা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরিজীবীরাও বাস রয়েছে। ওই গ্রামের অনেকেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের শিক্ষিতদের হারও ভালো। তা সত্ত্বেও ঘাগরার এই ঘটনা উদ্বেগের কারণ বৈকি।

ওই গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেল, যে দুজনের বিরুদ্ধে 'অভিযোগ', তাঁদের বিরুদ্ধে কিন্তু ক্ষোভটা জমেছে অনেকদিন ধরে। তাঁরা নাকি খুব একটা মিশুকেও ছিলেন না। এই সামাজিকতার সমস্যাতেই কি কুসংস্কারের বীজ পোঁতা ছিল?

তবে সব প্রশ্নের উত্তর খতিয়ে দেখবে কে? প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের। পুলিশ, প্রশাসন হোক বা জনপ্রতিনিধি কেউই গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি। শুধু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সমস্যা মেটানোর। সব নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে বলে হাত গুটিয়ে বসে ছিল পুলিশ।

আপাতত এলাকা শান্ত। গ্রামে পা রাখলে শোনা যাচ্ছে, সমস্যা কেটেছে, কারণ গ্রামের অনেকে নাকি অন্য তান্ত্রিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি গ্রামের ওপর থেকে অপদেবতার ছায়া সরিয়ে দিয়েছেন। যদি কুসংস্কারের শিকড় এতটাই গভীরে থাকে, তবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে কতক্ষণ?

তন্ত্রসাধনা করার অভিযোগ তুলে এই বাড়ির বাসিন্দাকে হুমকি।

গ্রামের মানুষের মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে অনেকদিন থেকেই। এখন প্রকাশ্যে এসেছে সেটা। মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি সচেতনতা শিবির করব বলে ঠিক করেছি।

- সঞ্জয় ধর সম্পাদক, বিজ্ঞানমঞ্চ, আলিপুরদুয়ার শাখা

তিন দশকের বেশি সময় ধরে ওই এলাকায় শিক্ষকতা করছি। তবে এই রকম ঘটনা নজরে আসেনি। গ্রামের মানুষ যথেষ্ট সচেতন। তবে পরপর দুটো ঘটনা সবকিছু বদলে দিল। গ্রামে যা হচ্ছে বাচ্চাদের উপরও তার প্রভাব পড়ছে।

- সুশান্তকুমার বসু টিচার ইনচার্জ, ঘাগরা হাইস্কুল

কালাজাদু করার অভিযোগে ভাঙচুর করা হয় এই বাড়িটি।

পর্যটক টানতে সমীক্ষার সিদ্ধান্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : পর্যটন থেকে আসা অর্থ ডুয়ার্সের অনেক মানুষের রুটিরুজির একমাত্র অবলম্বন। প্রতিবছর বর্ষার তিন মাস পর্যটকদের জন্য জঙ্গল বন্ধ থাকে। ফলে অসুবিধায় পড়েন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অনেক হোমস্টে, লজ এবং রিসর্টের কর্মীদের বেতন দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এই সমস্যা মেটাতে 'বর্ষায় ডুয়ার্স' নামের একটি প্রচার কর্মসূচি চালানো হলেও তাতে সাড়া পাওয়া যায়নি। এই সমস্যা মেটাতে আগামী ২৩, ২৪ এবং ২৫ জুলাই পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে একটি সমীক্ষার আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বর্ষার ডুয়ার্স পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার জন্য কোদালবস্তি, চিলাপাতার মতো যে এলাকাগুলোয় পর্যটকরা জঙ্গলের পাশ দিয়ে হেঁটে বা গাড়িতে যেতে পারবেন সেই রুট সমীক্ষায় রাখা হবে। এছাড়াও উত্তর জলদাপাড়ায় হলং নদী থেকে তোর্ষা নদী পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার পথকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হবে। ডিমা নদী থেকে রাজভাতখাওয়া পর্যন্ত জঙ্গলের ভিতরে পূর্ত দপ্তরের রাস্তাকেও ওই প্যাকেজে রাখা হবে।

> ব্যক্তিগতভাবে কেউ এরকম উদ্যোগ নিতেই পারেন। সেটা নিয়ে আমাদের কাছে আগে অনুমতি চাওয়া হোক। এরপরই কিছু বলা যাবে।
>
> **পারভিন কাশোয়ান** *ডিএফও, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান*

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা শনিবার বলেন, 'ডুয়ার্স দেখার সবথেকে ভালো সময় হল বর্ষাকাল। এটাই পর্যটকদের কাছে আমরা তুলে ধরব। বর্ষার সময় জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর ক্ষতি না করে কোন এলাকায় পর্যটকরা যেতে পারেন, কী কী করতে পারেন সেটা নিয়েই এই সমীক্ষা।' বন দপ্তরের অনুমতি নিয়েই এই সমীক্ষা করা হবে বলে তিনি জানান। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে কেউ এরকম উদ্যোগ নিতেই পারেন। সেটা নিয়ে আমাদের কাছে আগে অনুমতি চাওয়া হোক। এরপরই কিছু বলা যাবে।'

গণধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত

বালুরঘাট, ১৯ জুলাই : বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন মৃত্যু হয়েছিল গণধর্ষিতার। কিন্তু সেজন্য বিচারপর্ব থেমে যায়নি। এগারো বছর আগে গণধর্ষণের শিকার ওই আদিবাসী মহিলা অবশেষে বিচার পাবেন। ঘটনায় তিন অভিযুক্ত ২০১৪ সাল থেকে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিল। শনিবার বালুরঘাট জেলা আদালতের এসসিএসটি প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রসিটিস স্পেশাল কোর্টে বিচারপতি সন্তোষকুমার পাঠক দোষীদের বিরুদ্ধে 'অন পয়েন্ট অফ সেন্টেন্স' চূড়ান্ত শুনানি করেন। মঙ্গলবার তাদের রায় শোনানো হবে।

বালুরঘাট শহরের একটি এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকতেন ওই আদিবাসী প্রৌঢ়া। সেই বাড়িতে থেকে শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। সেই একই পাড়ায় থাকত তিন অভিযুক্ত। তারা হঠাৎ একদিন মহিলার ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করে। ২০১৪ সালের ৮ জুলাই নির্যাতিতা বিষয়টি জানিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে তিনজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কথা তিনি তুলে ধরেন। অভিযোগপত্রে ওই তিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের পাশাপাশি পাশবিক নির্যাতনের কথা উঠে আসে। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই পুলিশ তদন্তে নামে। তদন্তে নাম উঠে আসে স্থানীয় তিন তরুণের। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। পরে টিআই প্যারেডের মাধ্যমে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেন নির্যাতিতা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সায়াহ্নে।। গয়েরকাটায় ছবিটি তুলেছেন তনুশ্রী বাড়ুই।

মঞ্চ তৈরিতে বাধা, বচসায় যুব মোর্চা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : ২১শে জুলাই 'উত্তরকন্যা চলো' কর্মসূচির পর ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চুনাভাটির একটি মাঠে সভা করার কথা বিজেপির শাখা সংগঠন যুব মোর্চার। পরিকল্পনামাফিক ওই এলাকায় মঞ্চ বাঁধা শুরু হয় শনিবার থেকে। সেই কাজ দেখতে গিয়েছিলেন সংগঠনের নেতারা। অভিযোগ, সেসময় কাজে বাধা দেন স্থানীয়দের একাংশ। যুব মোর্চার দাবি, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ লোকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। পুলিশেরও মদত রয়েছে বলে অভিযোগ নেতৃত্বের। শনিবার শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ইস্যুতে সরব হন যুব মোর্চার রাজ্য অফিস সেক্রেটারি রাজ চৌধুরী।

এদিন যুব মোর্চার রাজ্য নেতারা চুনাভাটিতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থানীয়দের একাংশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে। দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তির জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাজের দাবি, 'নবান্নের নির্দেশে পুলিশ তৃণমূলের 'এ' টিম হিসেবে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে আমাদের সভায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় তৃণমূল প্রধানও স্থানীয়দের উসকানি দিচ্ছেন।'

শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং অবশ্য যুক্তি দিচ্ছেন, 'আমরা কেন আদালতের নির্দেশিকা অমান্য করব। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ীই সব কাজ হচ্ছে।' ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলামও অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি শুনেছি, স্থানীয় কিছু মানুষ গিয়ে বাধা দিয়েছে। আমি তো আর সেখানে যাইনি। তাই আমার বাধা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।'

বিজেপি যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয় তারা। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা হয়। পরবর্তীতে সেই মামলার শুনানি হয় প্রধান বেঞ্চে। বিচারপতি জানিয়ে দেন, ১০ হাজার লোক নিয়ে যুব মোর্চা 'উত্তরকন্যা চলো' কর্মসূচি করতে পারবে। জনসভা আয়োজনেও ছাড় মেলে। তারপর থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দেয় গেরুয়া শিবির। ২১শে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সহ দলীয় বিধায়ক ও সাংসদদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

আয়োজন ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, তা দেখতে যুব মোর্চার পদাধিকারীরা ফুলবাড়িতে মঞ্চের কাজ দেখতে যান। অভিযোগ, তখনই গ্রামের কিছু মানুষ কাজ আটকে হুঁশিয়ারি দেন। দু'পক্ষ বাগবিতণ্ডায় জড়ালে পরিস্থিতি সামলাতে আসে এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর এলাকা থেকে ফিরে শিলিগুড়িতে জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ও পুলিশের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন যুব মোর্চার কর্মকর্তারা।

বিজেপি যুব মোর্চার নেতাদের সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশের বচসা। শনিবার।

উত্তেজনা

- উত্তরকন্যা চলো কর্মসূচির পর চুনাভাটির মাঠে সভা করার কথা বিজেপি যুব মোর্চার
- শনিবার সেই সভার মঞ্চ বাঁধার কাজ দেখতে গিয়েছিলেন নেতারা
- সেই সময় স্থানীয়দের একাংশ কাজে বাধা দেন বলে অভিযোগ

বৃষ্টি উপভোগই কাল হল রাভাবস্তিতে

বজ্রপাতে মৃত দুই

ভাস্কর শর্মা ও সমীর দাস

ফালাকাটা ও কালচিনি, ১৯ জুলাই : বৃষ্টির অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন সকলে। শনিবার দুপুরের পর প্রতীক্ষিত সেই বৃষ্টি নামল। কিন্তু তা সুখের হল না। বৃষ্টি উপভোগ করতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক কিশোরের। মৃতের নাম সিমিয়ন রাভা। আহত হয়েছে তার ভাই। অন্যদিকে, ফালাকাটার গোপনগরে মারা গিয়েছেন ননীগোপাল গোপ (৪৩)।

শনিবার বিকেলে কালচিনি ব্লকের গারোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমাতি রাভাবস্তির কৃষক শচীন রাভা এবং তাঁর স্ত্রী জমিতে ধানের বীজ রোপণ করছিলেন। সেখানে ১৩ বছর বয়সি সিমিয়ন তার তিন বছরের ভাই জোশেফকে নিয়ে গিয়েছিল বাবা-মা'র কাজ দেখতে। সেখানে টংঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল দুই ভাই। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে সিমিয়ন ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। বৃষ্টি হচ্ছে দেখে দুই ভাই উপভোগ করছিল। সেই সময় বাজ পড়লে দুই ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দুজনকে রাভা দম্পতি এবং স্থানীয়রা লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সিমিয়নকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে জোশেফকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, কালচিনি ব্লকের সাতালি নাকাডালা গ্রামের একজন বাজ পড়ে আহত হয়েছেন। জখম মহিলার নাম সুনীতা ওরাওঁ (৩৫)। তিনিও জমিতে ধান রোপণ করছিলেন। বজ্রপাতে আহত হলে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। তাঁকেও পরে নিয়ে যাওয়া হয় জেলা হাসপাতালে।

কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা জানিয়েছেন, মৃত কিশোরের দেহ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

বৃষ্টির মধ্যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন ননীগোপাল। সেটাই কাল হল। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। দ্রুত ননীগোপালকে স্থানীয়রা ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। ততক্ষণে অবশ্য দেরি হয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাজ পড়ে ফালাকাটা শহর সংলগ্ন কোচবিহার চা বাগানে আহত হয়েছেন কয়েকজন শ্রমিকও। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কোচবিহার চা বাগান থেকে মোট সাতজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর। সরুগাঁও চা বাগান থেকেও একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাঁরও অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। বাকি পাঁচজনকে অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসার পরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, বাজ পড়ে শহরের গোপনগরে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে।

বজ্রপাতে মৃতের দেহ আনা হলে ফালাকাটা হাসপাতালে ভিড়। শনিবার।

মর্মান্তিক

- সিমিয়নের বাবা-মা মাঠে কাজ করছিলেন
- বৃষ্টি এলে ভাইকে নিয়ে ফেরার পথে বাজ পড়লে লুটিয়ে পড়ে দুই ভাই
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সিমিয়নকে মৃত ঘোষণা করেন
- মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান ননীগোপাল

ঘরে জল

পলাশবাড়ি, ১৯ জুলাই : এক ঘণ্টার বৃষ্টিতে শনিবার বিকেলে নিউ পলাশবাড়ির ১০-১২টি বাড়িতে জল ঢুকে যায়। পলাশবাড়িতে সনজয় নদীর ওপর মহাসড়কের সেতুর কাজ চলছে। এজন্য নদীর গতিপথ বদলে দেওয়া হয়। এতে নদীর জল স্বাভাবিক গতিতে বইতে পারছে না। এতদিন ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল না। কিন্তু এদিন বৃষ্টি হওয়ায় নিউ পলাশবাড়ির উত্তরদিকের কয়েকটি বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে। স্থানীয় ইন্দ্রজিৎ বর্মন বলেন, 'নদীর গতিপথ ঠিক থাকলে আমাদের এলাকার বৃষ্টির জল নদী হয়েই নেমে যেত। কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না। ফলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আমাদের।'

ঝুলন্ত দেহ

গোপালপুর, ১৯ জুলাই : শনিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ পঞ্চায়েতের দইভাঙ্গি এলাকায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুদীপ সরকার (৩৫)। শোয়ার ঘর থেকে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বারবার হাতির হানায় ভাঙা ক্লাসরুম

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম গরমবস্তি এলাকার দমনপুর ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক স্কুলে হাতির হানায় ভেঙে গিয়েছিল ক্লাসরুমের দেওয়াল। গত দু'বছর আগে দু'বার হাতির দল স্কুলে হানা দেয়। তারপর থেকে সেই ভাঙা ক্লাসরুমেই চলছে ক্লাস।

একই অবস্থা গরমবস্তি হিন্দি প্রাথমিক স্কুলে। সেখানে বছর তিনেক আগে মিড-ডে মিলের রান্নার ঘর হাতি ভেঙে দেয়। রান্নার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে স্থানীয়দের বাড়িতে। আর ক্লাসরুমে চলছে মিড-ডে মিলের খাওয়াদাওয়া।

দমনপুর ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক স্কুলের একটি ক্লাসরুমের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ভাঙা। যে কেউ অনায়াসে ক্লাসরুমে প্রবেশ করতে পারে। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, দমনপুর রেঞ্জ, রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষদে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও ক্লাসরুম সংস্কার হয়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, বাধ্য হয়ে মিড-ডে মিলের চাল, ডাল ও অন্যান্য সামগ্রী পাশের এক ব্যক্তির বাড়িতে রাখতে হচ্ছে। স্কুলে দুটি ক্লাসরুম। একটিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, জ্বালানি কাঠ ও বাসনপত্র রাখা হয়। অপরটিতে তিনটি শ্রেণির ক্লাস হয়। দেওয়াল ভাঙা থাকায় শীতকালে ঠান্ডা বাতাস আর বর্ষাকালে বৃষ্টির ঝাপটায় ক্লাস করতে পড়ুয়াদের সমস্যা হয়।

দমনপুর ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, তৃতীয় শ্রেণির নায়রা মুন্ডা, রাখি কুল্লু ও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রিন্স ইন্দওয়ার ও তাদের সহপাঠীরা ভাঙা শ্রেণিকক্ষে ব্যাগ রেখে মাঠে খেলাধুলো করছে। কক্ষের বিভিন্ন জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। দেওয়াল ছাড়াও একটি জানলাও ভাঙা।

দমনপুর ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ সিংহ বলেন, 'কয়েক বছর ধরে ভাঙা ক্লাসরুম সংস্কারের দাবি করা হয়েছে। প্রশাসন আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।' গরমবস্তি হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবীর রায়ও একই অভিযোগ তুললেন।

ওই স্কুল দুটির পাশে ফসলের খেত। পিছনে দমনপুর জঙ্গল। কিছুটা দূরেই গরম নদী। নদী আর জঙ্গলপথেই ওই গ্রামে হাতির আনাগোনা। খাবারের খোঁজে হাতি ওই এলাকায় বারবার হানা দেয়। বিশেষ করে লবণ ও চাল খেতে আসে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। দিনেরবেলায় স্কুল সংলগ্ন এলাকায় হাতি ঘুরে বেড়ায়। আমন ধান পাকলে তো কথাই নেই! সরাসরি লোকালয়ে হানা দেয় গজরাজ। এখন ওই দুটি স্কুলের শ্রেণিকক্ষ কবে মেরামত হবে, সেটাই প্রশ্ন স্থানীয়দের।

এই ভাঙা ঘরে বসে পড়ুয়ারা। পশ্চিম গরমবস্তিতে। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মাছহাটির সংস্কার দাবি

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৯ জুলাই : একসময় প্রাণবন্ত ছিল হ্যামিল্টনগঞ্জের মাছহাটি। ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় উপচে পড়ত মাছহাটিতে। তবে ধীরে ধীরে ওই মাছহাটিতে ক্রেতার সংখ্যা যেমন কমছে, পাল্লা দিয়ে কমেছে বিক্রেতার সংখ্যা। বহু পুরোনো ওই মাছহাটিতে মাছ বিক্রেতার পাশাপাশি রয়েছে মাংসের দোকান। তবে এখন মাছের দোকানের মতোই ঝিমিয়ে পড়েছে হাতেগোনা কয়েকটি মাংসের দোকান। নিজের দোকানেই বসেছিলেন প্রবীণ মাংস বিক্রেতা মহম্মদ আবদুস সাত্তার। তিনি বললেন, 'মাছহাটির কয়েক বছর ধরেই বেহাল দশা। হাটের টিনের শেডগুলো ছিদ্রে ভরে গিয়েছে। বাজারের নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। আবর্জনায় ঢাকা পড়েছে গোটা বাজারটি। দুর্গন্ধ ভরে ওঠা বাজারে ক্রেতারা আর আসতে চাইছেন না।' তাছাড়াও হ্যামিল্টনগঞ্জ মূল হাটে কয়েকজন মাছের বিক্রেতা দোকান বসাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

হ্যামিল্টনগঞ্জ-কালচিনি রাজ্য সড়কে মনসাতলা এলাকায় কয়েকটি মাংসের বিক্রেতাও দোকান খুলে ভালোই ব্যবসা করছেন। একসঙ্গে শাকসবজি, মাছমাংস সব পেয়ে যাওয়ায় মূল মাছহাটিতে খুব বেশি ক্রেতা এখন আর আসতে চাইছেন না। জেলা পরিষদের তরফে একাধিকবার মাছহাটি পরিদর্শন করা হলেও মাছহাটির সংস্কার হচ্ছে না।

হ্যামিল্টনগঞ্জ হাট ও মাছহাটির মধ্যে দূরত্ব আনুমানিক ১৫০ মিটার। দুটি হাটের দায়িত্ব রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের ওপর। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থবরাদ্দে সম্প্রতি হ্যামিল্টনগঞ্জের হাট সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে গত ২০ মে নির্মিত গ্রামীণ হাটশেডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মাছহাটির বেহাল দশা ঠিক করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ মাছহাটির বিক্রেতাদের।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, 'মাছহাটির সংস্কারের জন্য কত খরচ হবে তার হিসাব করার জন্য বলা হয়েছে।' দ্রুত মাছহাটির সম্পূর্ণ সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। ওই বাজারে এখন বসেন মাত্র ৭ জন মাছ বিক্রেতা ও ২ জন মাংস বিক্রেতা। করোনার পর থেকে কয়েকজন মাছ ও মাংস বিক্রেতা মাছহাটিতে ফিরে না গিয়ে মূল হাটে পসরা বসাচ্ছেন। কেবলমাত্র রবিবার সাপ্তাহিক হাটে, তাঁদের মূল হাটে বসার অনুমতি না মেলায় তাঁরা বসছেন মাছহাটিতে।

স্থানীয় মাছ বিক্রেতা বাপি সাহার বক্তব্য, 'এখন কেউ খাজনা আদায় করতেও আসেন না। এলেই আমরা হাট সংস্কারের দাবি তুলি।' মাছহাটির সংস্কারের বিষয়টি জেলা পরিষদকে একাধিকবার জানানো হয়েছে বলে দাবি হ্যামিল্টনগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব ঘোষ।

টুকরো খবর

ওলটাল টোটো

কালচিনি, ১৯ জুলাই : রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মেরে একটি টোটো উলটে গেল। ঘটনায় জখম হন এক তরুণ। শনিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে কালচিনির কার্গিল চক এলাকায়। জখম তরুণের নাম সৌরভ দাস। কালচিনি থানার পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

চারা বিলি

শামুকতলা, ১৯ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ সাবঅর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ পূর্তিতে সারাবছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তার অঙ্গ হিসাবে শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলার কার্তিকা হাইস্কুলে ১০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তরফে শনিবার আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে জোন স্তরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নাচ, গান, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ ২১টি বিভাগে ১৩৭ জন ছাত্রছাত্রী এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

কাজ শেষের পরেই ধসে যাওয়া নিকাশিনালা। মাদারিহাটে।

নিকাশিনালা নিয়ে চাপানউতোর

মাদারিহাট, ১৯ জুলাই : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৪৫ টাকায় অল্প কিছুদিন আগেই মাদারিহাটের রবীন্দ্রনগরের ১৪/৬৮ পার্টে একটি পাকা নিকাশিনালার কাজ হয়। কিন্তু নির্মাণের পরপরই নালাটি ধসে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায় বলে পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম দাস মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ৭ জুলাই অভিযোগ জানানোর পরও ওই সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি বলে তিনি ফের অভিযোগ জানালেন।

গৌতম বললেন, 'আমার পার্টের দীনো বর্মনের বাড়ির কাছে প্রায় ২০ মিটার নিকাশিনালা তৈরি হওয়ার পরেই ধসে যায়। এছাড়াও ওই নালার গা ঘেঁষেই একজন তাঁর বাড়ির শৌচালয় তৈরি করছেন। ফলে ওই জায়গাতেও ধসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এনিয়ে আমি অভিযোগ জানানোর পরও কেউ ওই জায়গা দেখতে আসেননি।'

মাদারিহাট

মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ললিতা সরকার বললেন, 'ওই নালার জন্য আরও কিছুটা জায়গার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওই ব্যক্তি তাঁর নিজের জমি থেকে সামান্য জায়গা ছাড়তে রাজি হননি। এজন্যই সমস্যা হয়েছে।' নিকাশিনালা নিয়ে চাপানউতোরের বিষয়টি এলাকার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'মানুষখেকো'র আতঙ্কে শ্রমিকরা

নাগরাকাটা, ১৯ জুলাই : শুক্রবার সন্ধ্যার হাড়হিম করা ঘটনার পর শনিবার আতঙ্ক নিয়ে কাজে গেলেন কলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা। আনাচে-কানাচে থাকতে পারে 'মানুষখেকো' চিতাবাঘ। তাই এদিন দলবেঁধে কাজ করেছেন শ্রমিকরা। বাগান কর্তৃপক্ষেরও পরিস্থিতি সামলাতে দিশেহারা দশা। এদিকে, চিতাবাঘটিকে ধরতে এদিন সেখানে আরও দুটি খাঁচা পাতে বন দপ্তর। বসানো হয় ৪টি ট্র্যাপ ক্যামেরা।

গরুমারা বন্যপ্রাণ ডিভিশনের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা। ওই বাগানটিতে মানুষ-বন্যপ্রাণের সংঘাত রোধে ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে বাগান কর্তৃপক্ষেরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

এদিকে, শুক্রবার গভীর রাতে শিশুটির দেহ উদ্ধারের পর এদিন ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পাঠায় বানারহাট থানার পুলিশ। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার গরুমারা ডিভিশনের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন নিজে মৃত ৩ বছরের শিশু আয়ুষের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। সবরকমভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল ও বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ গিয়ে এককালীন ২০ হাজার টাকা পুনিতাকে দেন। তবে তিনি কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না এদিন। গোটা এলাকায় যেন থমথমে পরিবেশ। পরে দেহ আসে বাড়িতে।

এদিকে, সবরকমভাবে বাগানে নজর রাখার চেষ্টা করছেন বনকর্মী ও বাগান কর্তৃপক্ষ। এদিন কলাবাড়ির ১৮ ও ২২ নম্বর সেকশনে দুটি খাঁচা পাতা হয়। আগে থেকেই একটি খাঁচা রয়েছে ২৬ নম্বর সেকশনে। বাগান পরিচালকরাও সতর্কতা অবলম্বন করে দলবেঁধে শ্রমিকদের কাজে পাঠান। তার আগে ফাটানো হয় পটকা। যে সমস্ত পড়ুয়া স্কুলে যাতায়াত করে, তাদের জন্য প্রতিটি শ্রমিক মহল্লাভিত্তিক একজন করে পাহারাদার নিয়োগ করা হয়। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের গাড়িতে ওঠানো নামানো সহ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। ম্যানেজার বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন, 'ভয়ভীতি স্বাভাবিক। তবে আমরা সতর্ক রয়েছি। যা ঘটেছে শোক প্রকাশের কোনও ভাষা নেই।'

খাঁচা পাতছে বন দপ্তর। শনিবার।

তবে শুধু সতর্কতা অবলম্বন করলেই হবে না, এলাকায় পর্যাপ্ত পথবাতিরও ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

কলাবাড়ির হুলাশ লাইন নামে যে শ্রমিক মহল্লায় মৃত শিশুটির বাড়ি তার পাশেই রয়েছে রাস্তা। ওই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয় না। ভাঙাচোরা বাড়ির পাশেই গা ঘেঁষে ওই রাস্তাটি সোজা শিকারিপাড়ার দিকে চলে গিয়েছে। রাস্তার আরেক পাশে চা বাগানের ১৮ নম্বর সেকশন। সেখান থেকেই চিতাবাঘটি এসে ওই খুদেকে মুখে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। খোঁজাখুজির পর রক্তাক্ত নিথর দেহ উদ্ধার হয় অন্তত ৭০০ মিটার দূরে বাগানের ২৫ নম্বর সেকশন থেকে। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে একটি সৌরবিদ্যুৎচালিত পথবাতি থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। রাস্তার বেশিরভাগ অংশেই সন্ধে ঘনালেই নেমে আসে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

একের পর এক যৌন অপরাধ আলিপুরদুয়ার জেলায়

ধর্ষণে গ্রেপ্তার ২ নাবালক

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৯ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দুই নাবালকের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। তবে তড়িঘড়ি পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করায় প্রকাশ্যে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামছেন না কেউ। কিন্তু এমন জঘন্য ঘটনার জন্য দুই নাবালকের শাস্তির দাবি তুলেছেন নাবালিকার পরিজন ও প্রতিবেশীরা। অভিযুক্ত দুই নাবালকের বয়স ১৪ থেকে ১৫ বছর। তাদের মধ্যে এমন যৌন লালসার উদ্রেক হল কীভাবে সেটাও প্রশ্নের।

যদিও মনোবিদরা বলছেন, এর নেপথ্যে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তারমধ্যে অন্যতম কারণ অবশ্যই মোবাইল ফোন। কারণ, মোবাইলে অশ্লীল রিলস বা ভিডিও দেখেই দুই নাবালক প্রভাবিত হতে পারে। দুটি ছেলেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করত বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। যদিও গোটা বিষয়ে দুই নাবালকের পরিবারের মুখে কুলুপ।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মনোবিদ নীলাদ্রি নাথের কথায়, 'এসব আচরণ একদিনে তৈরি হয় না। সন্তানদের চরিত্র কেমন তা অভিভাবকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন। তারপর অভিভাবকদের উদাসীনতায় এরকম অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়তে থাকে। কম বয়সেই যৌন লালসা, নেশা করা থেকে অসামাজিক নানা কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে নাবালকরা।'

এক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'মোবাইলকে নেগেটিভ কাজে ব্যবহার করলে এমন প্রবৃত্তি তৈরি হতেই পারে। যদিও এখন পর্নোগ্রাফি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ফেসবুকে অশ্লীল রিলস বা ইউটিউবের ভিডিওয় মোবাইল ব্যবহারকারীদের আসক্তি বাড়ে। দুই নাবালকের ক্ষেত্রে এমনটা হতেও পারে। এছাড়া তাদের আশপাশের সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতি কেমন সেটাও দেখতে হবে।'

১৫ জুলাই সন্ধ্যায় একটি ফাঁকা জায়গায় দশ বছরের ওই নাবালিকাকে দুই নাবালক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নাবালিকা ঠাকুরদার বাড়িতে বেড়াতে এসে এমন নির্যাতনের শিকার হয়। পরে ঘটনার কথা জানতে পেরে নাবালিকার মা বৃহস্পতিবার রাতে সোনাপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান। পুলিশ দ্রুত দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ির জুভেইনাল কোর্টে পাঠায়।

এদিকে, ওই নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। এদিনও মেয়ের সঙ্গে হাসপাতালেই ছিলেন মা। নাবালিকার মা বললেন, 'ওই দুটি ছেলে আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে। ওদের কঠোর শাস্তি চাই। কোনওভাবেই যাতে তারা ছাড়া না পায়।'

এদিকে দুই নাবালকের পরিবার এ নিয়ে কথা বলতে নারাজ। কিন্তু স্থানীয়রা বলছেন, দুই নাবালকই এলাকায় দুরন্ত। একটি হাইস্কুলে দুজনে পড়ে। তবে বাড়িতে তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। সন্ধ্যা হলেই মোবাইল দেখার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। রাস্তার মোড়ে বহুবার তাদের দুজনকে স্থানীয়রা মোবাইল ঘাঁটতে দেখেছেন।

স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'অভিভাবকদের চরম উদাসীনতা রয়েছে। এজন্য ছেলে দুটি খারাপ লাইনে চলে গিয়েছে। আমরাও চাই এমন ঘটনার জন্য দুজনের শাস্তি হোক।' নাবালকের ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয় বলেন, 'কেন এরকম ঘটনা ঘটল তা আমরাও বুঝতে পারছি না।'

কী ঘটেছিল

- ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় একটি ফাঁকা জায়গায় ওই নাবালিকাকে দুই নাবালক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ
- নাবালিকা ঠাকুরদার বাড়িতে বেড়াতে এসেই এমন নির্যাতনের শিকার হয়
- ঘটনার কথা জানতে পেরে নাবালিকার মা বৃহস্পতিবার রাতে সোনাপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান
- পুলিশ দ্রুত দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ির জুভেনাইল কোর্টে পাঠায়

নাবালিকা নির্যাতনে অভিযুক্ত প্রৌঢ়

শামুকতলা, ১৯ জুলাই : চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে এনে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৫২ বছরের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে শনিবার সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। শামুকতলা থানা এলাকার এক চা বাগানের ঘটনা।

ঘটনাটি শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটলেও বিষয়টি কাউকে জানায়নি নির্যাতিতা। শনিবার যন্ত্রণা হওয়ায় মা ও বাবার কাছে ঘটনাটি জানায় সে। এরপরই তার বাবা শামুকতলা থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকাকে আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করে শারীরিক পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, একটি চা বাগানের ১১ বছরের নাবালিকাকে প্রতিবেশী ৫২ বছরের এক ব্যক্তি চকোলেট খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। লিখিত অভিযোগ পেয়ে আমরা সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছি।

আইনজীবী গ্রেপ্তার

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি করে দেওয়ার নাম করে এক গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় সাত হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে। কয়েক মাস আগে অভিযোগ দায়ের হলেও শুক্রবার রাতে অভিযুক্ত রাহুল ধর নামে ওই আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযোগ দায়েরের পর ওই আইনজীবীকে টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ। সেই নির্দেশ না মানায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার ওই আইনজীবীকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি। আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'জয়গাঁর এক বাসিন্দা অভিযোগ করেছিলেন। অভিযুক্ত আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়েছে।'

ট্রান্সফর্মারে আগুন

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জুলাই : শনিবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির সামনে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায় ঘণ্টাখানেক বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশ্বিনীকুমার সিংকে ফোন করা হলে তিনি জানান, শর্ট সার্কিট থেকে সাময়িক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে।

বনমহোৎসব

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জুলাই : শনিবার কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে সংশ্লিষ্ট স্কুল ও কামাখ্যাগুড়ি জোত ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে বনমহোৎসব আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সা ইস্ট জোনের এডিএফও সায়ক দত্ত, কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ অফিসার প্রভাত বর্মন, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল, কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি সরকার প্রমুখ। বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে একটি র‍্যালি বের করা হয়। এছাড়াও স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চারাগাছও বিলি করা হয়েছে।

মাছের আশায়... মুজনাই নদীতে মোস্তাক মোরশেদ হোসেনের তোলা ছবি। শনিবার।

পুলিশ পরিচয় দিয়ে টাকা ও গয়না ছিনতাই

দেবদর্শন চন্দ ও শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ জুলাই : একেবারে ফিল্মি কায়দায় কোচবিহার শহরের ব্যস্ততম মীনাকুমারী চৌপথিতে পুলিশ পরিচয় দিয়ে এক ব্যবসায়ীর থেকে সোনা ও নগদ আড়াই লক্ষ টাকা ছিনতাই করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। ব্যবসায়ীকে কার্যত আচ্ছন্ন করে এই অপারেশন চলে বলে অভিযোগ। তবে ছিনতাইয়ের সময় কেন ওই ব্যবসায়ীর এমন পরিস্থিতি হল, তা ভাবাচ্ছে পুলিশকেও। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাহলে কি কথা বলার সময় ওই ব্যবসায়ীকে কোনও মেডিসিন স্প্রে করা হয়েছিল? দিনেদুপুরে এধরনের ঘটনায় শহরজুড়ে আতঙ্ক বাড়ছে। ব্যস্ততম রাস্তায় এই ধরনের ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তাও বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে।

বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন না তোলায় বক্তব্য মেলেনি। তবে কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে অভিযোগকারীর কথাতেও কিছুটা অসংগতি রয়েছে। ফলে সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনিবার দুপুর ৩টে নাগাদ বিশ্বসিংহ রোড ধরে বাড়ি থেকে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী সুকুমার সাহা। তাঁর অভিযোগ, মীনাকুমারী চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই পিছন থেকে মোটরবাইকে আসা দুই ব্যক্তি তাঁর পথ আটকায়। পুলিশ পরিচয় দিয়ে নিজেদের আই কার্ড দেখায়। এরপর সুকুমারবাবুর ব্যাগে তল্লাশি চালায়। পরবর্তীতে সুকুমারবাবু দোকানে এলে দেখতে পান তাঁর অর্ধেকের বেশি টাকা এবং তিনটি সোনার আংটি নেই। বিষয়টি জানাজানি হতেই হাজির হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। থানায় অভিযোগ জানায় জেলা ব্যবসায়ী সমিতি।

> চার লক্ষ টাকা নিয়ে আমি ব্যাংকে যাচ্ছিলাম। তারা ব্যাগে তল্লাশির পর আমার হাতে থাকা তিনটি আংটি খুলে নেয়। পরবর্তীতে টাকার ব্যাগটিতে সেই আংটিগুলি ফেরতও দেয় তারা। এরপর আমি দোকানে গিয়ে দেখি ব্যাগে আড়াই লক্ষ টাকা নেই। আংটি তিনটিও ব্যাগে ছিল না। যখন এমন ঘটনা হল সেসময় আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।
>
> **সুকুমার সাহা** ব্যবসায়ী

ব্যবসায়ী সুকুমার সাহা বলেন, 'চার লক্ষ টাকা নিয়ে আমি ব্যাংকে যাচ্ছিলাম। তারা ব্যাগে তল্লাশির পর তারা আমার হাতে থাকা তিনটি আংটি খুলে নেয়। পরবর্তীতে টাকার ব্যাগটিতে সেই আংটিগুলি ফেরতও দেয় তারা। এরপর আমি দোকানে গিয়ে দেখি ব্যাগে আড়াই লক্ষ টাকা নেই। আংটি তিনটিও ব্যাগে ছিল না। যখন এমন ঘটনা হল সেসময় আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।' প্রত্যক্ষদর্শী রশিদুল ইলসামের কথায়, 'যখন সুকুমারবাবুর সঙ্গে এরকম ঘটনা হচ্ছে তখন আমরা আশপাশেই ছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। ওঁকে দাঁড় করিয়ে দুজন লোক কিছু বলছিল। সেসময় আমাদের একজন সেখানে গেলেও দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজন তাঁকে অন্যদিকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিল। সেসময় সুকুমারবাবু কার্যত আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি কিছুই বলতে পারেননি।'

এদিন ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রচুর লোকজন দেখে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উজ্জ্বল তর। তিনি বলেন, 'বাজারের মাঝখানে এধরনের ঘটনা ভাবা যায় না। আমার মনে হয় সেই দুষ্কৃতীরা ওই ব্যবসায়ীকে কিছু স্প্রে করেছিল।'

কয়েকমাস আগেই কোচবিহার শহরের রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন এলাকায় এক মহিলার সোনার চেন ছিনতাই হয়। তারও আগে বাঁধের রাস্তায় এক মহিলার সোনার চেন ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়। ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে এধরনের ঘটনা হলেও শনিবারের মতো ঘটনা সাম্প্রতিককালে শোনা যায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরোজকুমার ঘোষ বলেছেন, 'আমরা ব্যবসায়ীরা এই ঘটনায় আতঙ্কিত। দিনদুপুরে শহরের বুকে যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, তা আমরা কেউই ভাবিনি।'

ধারে জিনিস দিতে নারাজ ব্যবসায়ীকে কোপ

বীরপাড়া, ১৯ জুলাই : টাকা বকেয়া রেখে কয়েকটি জিনিসপত্র চেয়েছিলেন এক ব্যক্তি। দোকানদার দিতে রাজি হননি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওই ক্রেতা দোকানদারের গলায় ধারালো অস্ত্র চালিয়ে দেন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরপাড়ার কলেজ রোডে শনিবার সকাল সাড়ে ন'টার সময়। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিনোদকুমার শা নামে ওই ব্যবসায়ীকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আঘাত গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিনোদকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে এনিয়ে বীরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিকে পুলিশ বলছে, আক্রমণকারী ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন।

বিনোদ জানিয়েছেন, সকালবেলা দোকান খুলে তিনি জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলেন। ওই সময় এক ব্যক্তি টাকা বকেয়া রেখে তাঁর কাছে কিছু জিনিস কিনতে চান। বিনোদ রাজি না হওয়ায় পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওই ব্যক্তি তাঁকে আক্রমণ করেন। এতে বিনোদের গলার একদিকে ক্ষত তৈরি হয়ে, রক্ত পড়তে থাকে। তিনি বলেন, 'আহত হওয়ার পর ওই ব্যক্তির হাত চেপে ধরি। ধস্তাধস্তির সময় তাঁর হাত থেকে ধারালো অস্ত্রটি পড়ে যায়। এরপর সে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়।'

বিনোদের তুতো ভাই বিজয় শা বলেন, 'দিবালোকে এধরনের ঘটনা ঘটলে তো মুশকিল। একজন বিক্রেতা তাঁর জিনিসপত্র ধারে বিক্রি করবেন কি না, সেটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এনিয়ে থানায় অভিযোগ করেছি।' একটি অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। তাঁর বক্তব্য, 'প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন।' বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মিড-ডে মিলে বড়া

বক্সিরহাট, ১৯ জুলাই : গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে ভেষজ চাষাবাদে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের আটিয়ামোচর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি ভেষজ উদ্যানের ব্রাহ্মীশাক পড়ুয়াদের খাওয়ানো হল শনিবার। এদিন মহিষকুচি বেসিক জুনিয়ার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিলে বাড়তি পাওনা ব্রাহ্মীশাকের বড়া। অন্যরকম কিন্তু সুস্বাস্থ্যকর এই পদ খেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মজিবর রহমান বলেন, 'ব্রাহ্মীশাকে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিগুণ রয়েছে। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে ও অন্য শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক ব্রাহ্মীশাক।'

চারাগাছ রোপণ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : শনিবার প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তরফে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। একটি বেসরকারি কলেজের প্রাঙ্গণে প্রায় ৭০টি চারাগাছ রোপণ করা হয়। সংস্থার তরফে প্রদীপ রায় বলেন, 'অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচি। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।'

কুমারগ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প। (ডানে) নাওতোয়াটিতে মশা মারতে স্প্রে।

মশাবাহিত রোগ রুখতে মেডিকেল ক্যাম্প

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পরিমাণ এখনও অবধি বেশ কম। গত শনিবার থেকে বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টির অভাবে জেলার কৃষি বা চা মহল যেমন হতাশ তেমনই আবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের কপালেও ভাঁজ পড়েছে। তাঁদের অনুমান, এইসময় বৃষ্টি কম হওয়ায় পরবর্তী অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে টানা বৃষ্টি হতে পারে। ফলে উৎসবের ভরা মরশুমে জেলার নানা অংশে জল জমে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শনিবার ডুয়ার্সকন্যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে তাই বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ওই প্রসঙ্গও উঠে এল। এনিয়ে জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুপ্রিয় চৌধুরী বলেন, 'ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করার কাজ চলছেই। বিভিন্ন জায়গায় মশা মারার স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। সচেতনতামূলক প্রচারও করা হচ্ছে। এছাড়া ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের দ্রুত হদিস পাওয়ার জন্য মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্পও আগামী চার মাস ধরে চলবে।'

বৈঠকে জেলা শাসক আর বিমলা, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম। ২০২৪-এ জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে জেলায় ১৫৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিলেন। আর এবছর সেই সংখ্যা এখনও অবধি ৫০। তবে ইতিমধ্যেই চিন্তা বাড়িয়েছে ম্যালেরিয়া। গত বছর যেখানে এরকম সময়ে ৫০ জনও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হননি, এবার সেখানে সংখ্যাটা প্রায় ৯৬-এ পৌঁছেছে। ফলে উৎসবের মরশুমে বৃষ্টি হলে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে সেই কথা অনুমান করে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে চাইছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। উৎসবের সময় জেলার মানুষ যাতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এদিনের বৈঠকে তাও দেখতে বলা হয়। এছাড়া এবার থেকে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির এগজিকিউটিভ কমিটির এই বৈঠক প্রতি মাসে হবে বলে জানানো হয়। প্রতি মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ শনিবার বৈঠক করে জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার খোঁজ নেওয়া হবে।

> ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করার কাজ চলছেই। বিভিন্ন জায়গায় মশা মারার স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। সচেতনতামূলক প্রচারও করা হচ্ছে। এছাড়া ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের দ্রুত হদিস পাওয়ার জন্য মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্পও আগামী চার মাস ধরে চলবে।
>
> **ডাঃ সুপ্রিয় চৌধুরী**
> উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

গত বছর জুলাই মাসে আলিপুরদুয়ারে প্রায় ১৬০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। এবার বৃষ্টির পরিমাণ মোটে ৬০০ মিলিমিটার। এবিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত বলেন, 'প্রতি মাসের বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের ডাকা হবে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এদিন ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ছাড়াও বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়। হাসপাতালগুলির কী অবস্থা সে ব্যাপারেও খোঁজ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য দপ্তরের আওতায় থাকা নির্মাণকাজগুলি দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছে।' মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের ইন্ডোর পরিষেবা দেওয়ার ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য আলাদা বিদুৎ সংযোগ নেওয়ার বিষয়টি দেখার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমি দান করে পরে তা ফেরত চাওয়ার মতো সমস্যা নিয়েও এদিন কথা হয়।

কাটমানি চাওয়ায় বিডিও-কে নালিশ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৯ জুলাই : বাংলার আবাস যোজনার ঘর প্রাপক গোপাল তামাংয়ের অভিযোগ, তাঁর কাছে কাটমানি চেয়েছেন আমিনুর ইসলাম ওরফে বাপি নামের জনৈক পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও ওই পঞ্চায়েত সদস্য তাঁর পাশের পার্টের। কাটমানি না দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবেন না এমন হুমকিও তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি মাদারিহাটের বিডিওকে লিখিতভাবে আমিনুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও আমিনুরের পালটা অভিযোগ, গোপালকে উসকিয়ে কয়েকজন তাঁর বদনাম করতেই এই কাজ করেছে। এমনকি গোপাল তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সেটি তুলেও নেবেন বলেছেন। ঘটনাটি মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য খয়েরবাড়ির।

মধ্য খয়েরবাড়ি ১৪/৭৪ পার্টের বাসিন্দা গোপাল। এই পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য অনেকদিন আগে মারা যাওয়ার পর প্রধান নিজেই দেখাশোনা করেন। আর মধ্য খয়েরবাড়ি ১৪/৭৩ পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য হলেন আমিনুর। গোপালের অভিযোগ, তিনি বাংলার আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘরের কাজ শুরু করেছেন। এবার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢোকার কথা। গোপালের অভিযোগ, 'আমিনুর আমার কাছে কাটমানি বাবদ ১০ হাজার টাকা চায়। টাকা না দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবে না বলে ভয়ও দেখান। এখন যদি টাকা না পাই ঘরের বাকি কাজ কীভাবে করব। সেইজন্য বিডিওকে লিখিতভাবে জানালাম।'

যদিও আমিনুরের দাবি, গোপালকে গ্রামের কয়েকজন উসকিয়ে তাঁর বদনাম করতেই এই কাজ করিয়েছে। তাঁর সঙ্গে গোপালের কথা হয়েছে আগামী সোমবার গোপাল অভিযোগ তুলেও নেবেন বলেও নাকি তাঁকে জানিয়েছেন।

এবিষয়ে মাদারিহাটের জয়েন্ট বিডিও সুমন ঝা'র বক্তব্য, 'আমরা অভিযোগ খতিয়ে দেখছি। আমরা উপভোক্তাদের বলেছি কেউ যদি কাটমানি চায় আমাদের জানাবেন। আমরা উপযুক্ত পদক্ষেপ করব। উপভোক্তাদের নামে একবার টাকা আসলে তাঁরা যদি সঠিকভাবে ঘরের কাজ করেন দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবেই। কেউ আটকাতে পারবে না।'

চ্যাংরাবান্ধায় ভুটানের প্রতিনিধিরা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ জুলাই : শনিবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর ঘুরে দেখেন ভুটানের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। এই স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভুটানের ব্যবসা কেমন চলছে, সে সম্পর্কে তাঁরা খোঁজখবর নেন। এই দলে ছিলেন ভুটানের ট্রেড কনসাল নামগিয়ে থিনলে সহ আরও এক আধিকারিক। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি কাস্টমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার টিও শেরপা, চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমস সুপারিন্টেন্ডেন্ট সমরেন্দ্রকান্তি ঘোষ সহ অন্য আধিকারিকরা।

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর ঘুরে দেখার পর ভুটানের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিএসএফ ও কাস্টমস আধিকারিকদের সঙ্গে সীমান্ত গেটের কাস্টমস কার্যালয়ে যান। এরপর সেখান থেকে চ্যাংরাবান্ধা বাবুপাড়ার কাস্টমস দপ্তরে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হয়। এই প্রসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমস সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন, 'পণ্যবাহী গাড়িগুলি ঠিকঠাক চলাচল করছে কি না, আমদানি-রপ্তানির বর্তমান কী অবস্থা রয়েছে সমস্ত বিষয়ে ভুটানের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তদারকি করেন।'

ভাতার টাকায় বৃক্ষরোপণ পঞ্চায়েত সদস্যর

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৯ জুলাই : প্রকৃতিতে গাছের অভাব হলে কী পরিণতি হয়, তা অন্তত ডুয়ার্সের বাসিন্দারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আগের মতো ডুয়ার্সে এখন আর বৃষ্টি হচ্ছে না। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম। এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে একমাত্র উপায় বৃক্ষরোপণ। শনিবার হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় চারাগাছ লাগিয়ে সেই বার্তাই দিলেন লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পরিমল সরকার।

এদিন তিনি নেতাজিপল্লি, উত্তর ও দক্ষিণ ফরওয়ার্ডনগরে অন্তত ৫০টি চারাগাছ রোপণ করেন। চারাগাছগুলি বৃক্ষে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত গাছের সংরক্ষণের কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি। পরিমল জানালেন, আগামী কয়েকদিন ধরে হ্যামিল্টনগঞ্জের আনাচে-কানাচে চারাগাছ লাগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, চারাগাছ কেনা থেকে শুরু করে গাছ সংরক্ষণের যাবতীয় তদারকি চালাবেন পঞ্চায়েত ভাতার টাকায়।

গোটা হ্যামিল্টনগঞ্জে তিনি রোপণ করছেন কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া গাছের চারা। এতে হ্যামিল্টনগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মনে করছেন। পরিমলের বক্তব্য, এখন দেশে যে পরিমাণ বৃক্ষের ঘাটতি রয়েছে,

বৃক্ষরোপণে ব্যস্ত লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পরিমল সরকার।

> বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে কালবিলম্ব না করে এখন থেকেই প্রত্যেকের উচিত বৃক্ষরোপণে মনোনিবেশ করা। তা না হলে আগামী প্রজন্মের কাছে দূষণে ভরা প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।
>
> **পরিমল সরকার**
> পঞ্চায়েত সদস্য

তা পরিপূর্ণ করতে আগামী কয়েক বছর দেশের প্রতিটি মানুষ একটি করে গাছ লাগালে আগামীদিনে সেই ঘাটতি পূরণ হতে পারে। তাঁর এই উদ্যোগকে সফল করতে সহযোগিতা করছেন তাঁর সহকর্মী পঞ্চায়েত সদস্যরা। পরিমল বলেন, 'বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে কালবিলম্ব না করে এখন থেকেই প্রত্যেকের উচিত বৃক্ষরোপণে মনোনিবেশ করা। তা না হলে আগামী প্রজন্মের কাছে দূষণে ভরা প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আর শুধু হ্যামিল্টনগঞ্জের কথা বলা হলে, গাছগুলি যখন বড় হবে, নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মুক্ত বাতাসের পাশাপাশি পেয়ে যাবে সুদৃশ্য ও মনোরম পরিবেশ।'

প্রকাশ্যে কিশোরীর গায়ে আগুন

একের পর এক নারী নিগ্রহ ওড়িশায়

ভুবনেশ্বর, ১৯ জুলাই : তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা সুরক্ষিত নন বলে শুক্রবারই দুর্গাপুরের সভায় সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অথচ তাঁর দল বিজেপির হাতে থাকা ওড়িশায় যেভাবে নারী নিগ্রহের ঘটনা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে তাতে অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। শনিবার এক ১৫ বছরের কিশোরীর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে তিন দুষ্কৃতী। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই কিশোরীকে ভুবনেশ্বর এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পুরীর বায়াবার গ্রামে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হননি।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী যখন তার বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিল তখন দুষ্কৃতীরা তার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পোড়ানোর চেষ্টা করে। কিশোরীর আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং আগুন নিভিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার শরীরের ৭০ শতাংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি বালেশ্বরের এক কলেজ অধ্যাপকের হাতে যৌন নিগ্রহের প্রতিবাদে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে ছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী। ভুবনেশ্বর এইমসে চিকিৎসা চলাকালীন নির্যাতিতা মারা যান। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওড়িশা গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত। এরই মধ্যে পুরীতে কিশোরীর গায়ে আগুন লাগানোর ঘটনা সামনে আসায় বিপাকে মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বাধীন সরকার।

বিজেপির বেটি বাঁচাও স্লোগান কোথায় গেল? বেটি তো বাঁচছে না। কয়েকদিনের মধ্যে কতগুলি ঘটনা ঘটল। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এলেন আর বলে গেলেন, ওড়িশা নাকি উন্নত হচ্ছে। উন্নততর ওড়িশার এই কি নিদর্শন?

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী তথা নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী প্রবতী পরিদা দুঃখপ্রকাশ করেছেন ঠিকই। কিন্তু তাতে শান্ত হতে নারাজ কংগ্রেস, বিজেডির পাশাপাশি তৃণমূল।

বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপির বেটি বাঁচাও স্লোগান কোথায় গেল? বেটি তো বাঁচছে না। কয়েকদিনের মধ্যে কতগুলি ঘটনা ঘটল। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এলেন আর বলে গেলেন, ওড়িশা নাকি উন্নত হচ্ছে। উন্নততর ওড়িশার এই কি নিদর্শন? জাতীয় মহিলা কমিশন কবে যাবে? নাকি তারা ব্যস্ত অন্যান্য বিরোধী শাসিত রাজ্যের জন্য? বিজেপি পরিচালিত রাজ্যে তারা যায় না। এটা প্রশাসনের সার্থকতা নয়, ব্যর্থতা। এতগুলি নারী নির্যাতনের পরও প্রধানমন্ত্রীর মুখে একটিও বাক্য নেই।'

অপরদিকে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'একটি ১৫ বছরের মেয়ে আগুনে পুড়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও বলেছিলেন। এটা তো বেটি পোড়াও প্রকল্প মনে হচ্ছে আমাদের। এটা কি ওড়িশা সরকারের সুশাসনের উদাহরণ নাকি কুশাসনের উদাহরণ? জাতীয় মহিলা কমিশন, জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন কোথায়? তারা কি শুধুমাত্র বিরোধী শাসিত রাজ্যে যায়?' রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নারীদের ওপর অত্যাচার নিত্যদিনের ঘটনা? উত্তরপ্রদেশের মতো ওড়িশাও বিজেপির শাসনে ধর্ষক ও খুনিদের আঁতুড় হয়ে উঠেছে।'

সংঘ-মোদি টানাপোড়েন চরমে

ফের থমকে নাড্ডার উত্তরসূরি বাছাই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : দড়ি টানাটানির যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আরএসএস কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে চাইছেন না। তার জেরে বেনজিরভাবে থমকে গিয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন পর্ব। বিদায়ি সভাপতি জেপি নাড্ডার মেয়াদ গত লোকসভা ভোটের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি বাছতে গিয়ে মোদি-অমিত শা-র সঙ্গে আরএসএসের মতের মিল না হওয়ায় এখনও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি।

সূত্রের খবর, দলের নতুন সভাপতির নাম ঠিক করতে আরএসএস এবং বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের মধ্যে মতানৈক্যের কারণেই বিলম্ব হচ্ছে। নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে বিজেপির দুই প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও ভূপেন্দ্র যাদব এগিয়ে ছিলেন। বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের নাম আরএসএস-এর কাছে পাঠালেও এখনও পর্যন্ত নাগপুর সেই নামগুলিতে সিলমোহর দেয়নি। বরং সংঘ জানিয়ে দিয়েছে, বিজেপির পরবর্তী সভাপতি যিনি হবেন তিনি শুধু মোদি-শা জুটির 'রাবার স্ট্যাম্প' হয়ে থাকবেন না। বরং শক্তিশালী সংগঠক ও স্বাধীন নেতৃত্বদানে সক্ষমও হবেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আরএসএস চাইছে, মোদি-শা-র 'অবাধ নিয়ন্ত্রণ'-এর বাইরে গিয়ে বিজেপিকে নতুন প্রজন্মের জন্য প্রস্তুত করতে। ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটের পর 'ব্র্যান্ড মোদি' হয়তো থাকবে না। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখেই সংগঠনের রূপবদলের পরিকল্পনা নিয়েছে সংঘ। তাই নতুন সভাপতির হাতেই সেই পরিবর্তনের রাশ রাখতে চাইছে তারা।

বিজেপির দলীয় সূত্রে খবর, বহু আলোচনার পরে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টারের নামেই সিলমোহর দিয়েছে সংঘ পরিবার। যদিও বিজেপির একাংশ জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র প্রথম পছন্দ ছিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। কিন্তু শেষপর্যন্ত খট্টারের দীর্ঘদিনের সংঘ-সংযোগ এবং সংঘের প্রতি আনুগত্যই তাঁকে এগিয়ে রেখেছে।

সর্বভারতীয় সংগঠনের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সভাপতি নির্বাচন নিয়েও ডামাডোল চরমে। এক বিজেপি নেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে সংঘাত চরমে উঠেছে শা-র। সেই কারণে যোগীর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাকে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সভাপতি করতে চাইছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ক্ষেত্রেও সংঘ শেষমুহূর্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে। যদিও তারা শা এবং যোগী উভয়ের কাজকর্মেই অসন্তুষ্ট। বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের মাধ্যমে আরএসএস বুঝিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া শিবিরে শেষকথা শুধুমাত্র তারাই বলবে। তাতে মোদি-শা-র দাপট কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

সম্প্রতি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের '৭৫ বছর বয়সে অবসর' সংক্রান্ত মন্তব্য ঘিরেও জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চলতি বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর ৭৫ পূর্ণ করবেন। যদিও বিজেপি বারবার বলে এসেছে যে, এমন কোনও অবসরসীমা নেই, কিন্তু ভাগবতের এই বার্তা যে মোদির উদ্দেশেই, তা অনেকেই মনে করছেন।

অধ্যাপকদের হেনস্তার নালিশ

আত্মহত্যা ছাত্রীর

গ্রেটার নয়ডা, ১৯ জুলাই : অধ্যাপকের লালসার শিকার হওয়ায় অকালে ঝরে গিয়েছিল ওড়িশার বালেশ্বরের এক ২০ বছরের বিএড ছাত্রীর প্রাণ। ফকির মোহন কলেজের সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই এবার তার ছায়া পড়ল গ্রেটার নয়ডার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপকদের হাতে লাগাতার হেনস্তার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন দ্বিতীয় বর্ষের ব্যাচেলর অফ ডেন্টাল সার্জারির (বিডিএস) এক পড়ুয়া। শুক্রবার রাতে হস্টেলের ঘর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গুরুগ্রামের বাসিন্দা ওই ছাত্রীর মৃতদেহের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে। তাতে নিহত ছাত্রী নিজের মৃত্যুর জন্য পিসিপি এবং ডেন্টাল মেটেরিয়ালের অধ্যাপকদের দায়ী করে গিয়েছেন। সুইসাইড নোটে নিহত পড়ুয়া লিখে গিয়েছেন, 'আমি ওদের জেলের মধ্যে দেখতে

বালেশ্বরের ছায়া গ্রেটার নয়ডায়

চাই। ওরা আমাকে মানসিকভাবে হেনস্তা করেছে। অপমান করেছে। দিনের পর দিন এর যন্ত্রণা সহ্য করেছি আমি। আমি চাই ওরাও যেন একই যন্ত্রণা ভোগ করে। আর পারছি না এসব সহ্য করতে। এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। আমি পারছি না।'

ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক ড. অজিত কুমার বলেন, দুজন অধ্যাপককে ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে যাঁরা দোষী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে পড়ুয়া আত্মহত্যার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। সেই বিক্ষোভ তুলতে গিয়ে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে রীতিমতো বলপ্রয়োগ করে পুলিশ। তাঁদের টেনেহিঁচড়ে, চুলের মুঠি ধরে লাথি মারতে মারতে সরিয়ে দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের অভিযোগ, নিহত ছাত্রীর বিরুদ্ধে সই জাল করার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই কারণে তিনি মানসিক চাপে ছিলেন। অথচ সবকিছু জেনেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে অবহেলা করেছিলেন।

মেঘে ঢাকা সকাল। শনিবার নয়াদিল্লির আবদুল রহিম খানের স্মৃতিসৌধ থেকে।

বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে নিন্দা পাইলট সংগঠনের

এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনা

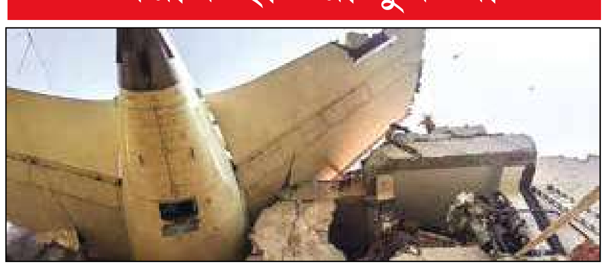

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার যাবতীয় দায় অভিশপ্ত এআই-১৭১ উড়ানের পাইলটের ঘাড়ে চাপানোয় দুটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে তোপ দাগল পাইলটদের একটি সংগঠন। দুর্ঘটনা নিয়ে বিশ্বখ্যাত মার্কিন সংবাদপত্র 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' এবং ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা 'রয়টার্স'-এর প্রতিবেদনকে ভিত্তিহীন এবং অবমাননাকর বলে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে দ্য ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস (এফআইপি)। পাইলটদের সংগঠনটির সাফ কথা, কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনার জন্য পাইলটদের দায়ী করা হয়েছে। এর জন্য ওই দুটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে ক্ষমা চাইতে হবে।

পাইলটদের সংগঠনের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি)-ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের সমালোচনা করেছে। তারা বলেছে, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ এবং তাতে তদন্তমূলক কিছুই নেই। বোর্ডের প্রধান জেনিফার হোমেন্ডি বলেন, 'আগেভাগে এতকিছু ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। যে প্রতিবেদন ছেপে বেরিয়েছে তা নেহাতই জল্পনামূলক। ভারতের এএআইবি সবেমাত্র তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনার তদন্ত শেষ করতে সময় লাগে।'

এফআইপি-র সভাপতি ক্যাপ্টেন সিএস রান্ধাওয়া বলেন, 'রিপোর্টের কোথাও বলা হয়নি যে পাইলটের ভুলেই জ্বালানি সুইচ বন্ধ করা হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমগুলি রিপোর্ট ঠিকমতো পড়েনি। আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।' সংগঠনের বক্তব্য, এই ধরনের কর্মকাণ্ড দায়িত্বজ্ঞানহীন। তদন্ত যখন চলছে তখন সাংবাদিকতার সততা বজায় রাখা উচিত এবং সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় এমন কোনও তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকা উচিত।' আইনি নোটিশে এফআইপি বলেছে, অনুমানের ভিত্তিতে গুরুতর বিষয় নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিবেদন প্রকাশ করে মৃত পাইলটদের পরিবারকে অসম্মান করা হয়েছে এবং পাইলটদের মনোবলে আঘাত হানা হয়েছে। এএআইবি-ও ওই প্রতিবেদনগুলি খারিজ করে দিয়েছে।

সম্প্রতি এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে জানিয়েছিল, বিমানটির জ্বালানি সুইচ বন্ধ করে দেওয়ার কারণেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল এআই-১৭১। যদিও সেই রিপোর্টে পাইলটদের ভুলেই সুইচ বন্ধ হয়েছিল কি না, সেই কথা বলা হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে অহেতুক কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার বার্তাও দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু। এই পরিস্থিতিতে রয়টার্স, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্টে পাইলটদের সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করানোয় ক্ষুব্ধ পাইলটদের সংগঠনটি। ১২ জুন আকাশে ওড়ার পরই এআই-১৭১ বিমানটি ভেঙে পড়ে। তাতে মৃত্যু হয়েছে মোট ২৬০ জনের।

পুলিশকর্তার ছেলের গাড়ির ধাক্কায় মৃত ২

আহমেদাবাদ, ১৯ জুলাই : পুলিশ আধিকারিকের ছেলের গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন দুই পথচারী। জখম আরও দু-জন। ঘটনাটি গুজরাটের ভাবনগরে। মৃত দুই ব্যক্তি হলেন, ভার্গব ভাট (৩০) এবং চম্পাবেন ভাচানি (৬৫)।

জনবহুল রাস্তায় অভিযুক্ত হর্ষরাজ সিং গোহিল (২০) বেপরোয়াভাবে একটি সাদা গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ১২০-১৫০ কিমি। পাশের লাল রংয়ের একটি গাড়ির স্টিয়ারিং ছিল তাঁর বন্ধুর হাতে। দুই গাড়ির মধ্যে প্রতিযোগিতায় আচমকা সাদা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই পথচারীকে ধাক্কা মারে। তারপর আঘাত করে একটি স্কুটারে। জখম হন দুই আরোহী।

হর্ষরাজের বাবা স্থানীয় পুলিশের গোয়েন্দা শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেকটর। ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দেন বাবা। হর্ষরাজকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পোর্শে কাণ্ডের পর ফের এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তানদের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে।

১১ শতাংশ ব্যবসা বৃদ্ধি বন্ধন ব্যাংকের

কলকাতা, ১৯ জুলাই : বন্ধন ব্যাংকের ব্যবসা বাড়ছে। সংস্থার সদ্য প্রকাশিত আর্থিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির পরিমাণ ১১ শতাংশ। অঙ্কের হিসাবে যা ২.৮৮ লক্ষ কোটি টাকা। এইসময় বন্ধনের লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭২ কোটি টাকা। ভারতের ৩৫টি অঙ্গরাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩৪টিতে ৬,৩৫৯টি শাখা খুলেছে বন্ধন ব্যাংক। কর্মীসংখ্যা ৭২ হাজারের গণ্ডি পার করেছে। গ্রাহক সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ৩.১৪ কোটিতে। বন্ধন ব্যাংকে আমানত রয়েছে ১.৫৫ লক্ষ কোটি টাকার। ব্যাংকের এমডি পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত বলেন, 'ব্যবসা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে বন্ধন ব্যাংক। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে যার প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়েছে।' গ্রাহক পরিষেবার মান আরও উন্নত করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

লাক্ষাদ্বীপে সশস্ত্র ঘাঁটি ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : দেশের দক্ষিণাংশে সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে ভারত। উপকূল এলাকা এবং সমুদ্রসীমায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি লাক্ষাদ্বীপে নতুন একটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরির প্রস্তুতি চলছে। ৩৬টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত লাক্ষাদ্বীপের একবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপে তৈরি হবে ঘাঁটিটি। যে দ্বীপকে ঘাঁটি তৈরির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সেটির নাম বিত্রা। দ্বীপে সব মিলিয়ে ১০৫টি পরিবার বসবাস করে। দ্বীপটি নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রশাসিত লাক্ষাদ্বীপ প্রশাসন। সেখানে বলা হয়েছে, দ্বীপটিকে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার আগে দ্বীপের সামাজিক প্রভাব খতিয়ে দেখতে একটি সমীক্ষা চালানো হবে।

নজরে করাচি

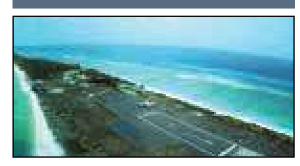

দক্ষিণ ভারতের নিরাপত্তার নিরিখে লাক্ষাদ্বীপের অবস্থান বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। আরব সাগরের বাণিজ্যের বড় অংশ এই দ্বীপের আশপাশ দিয়ে হয়। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য পণ্যবাহী জাহাজ এই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করে। বিত্রা থেকে পাকিস্তানের করাচি বন্দরের দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটার। এমন একটি জায়গায় ভারতের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

দুর্ঘটনায় মৃত ৬

লখনউ, ১৯ জুলাই : পথ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশের যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে। শনিবার ভোর ৩টে নাগাদ একটি ইকো ভ্যানের সঙ্গে মালবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। গুরুতর জখম ২। পুলিশ জানিয়েছে, ভ্যানটি নয়ডা থেকে আগ্রার দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকচালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তদন্ত চলছে। অন্যদিকে দিল্লি থেকে মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার পথে উলটে যায় একটি যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ১৭ জন।

প্রকাশ্যে খুন ছাত্রী

শিলং, ১৯ জুলাই : মেঘালয়ে দিনের বেলা খুন হল এক ছাত্রী। শুক্রবার পূর্ব গাড়ো হিলস জেলার সামগং গ্রামের রাস্তায় কিশোরীকে প্রকাশ্যে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। খুনের কারণ জানা যায়নি। অভিযুক্তের সন্ধানে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রেমিক দেওরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া'! সেই 'প্যায়ার' পরকীয়া হলে তো কথাই নেই। তখন প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অকুতোভয়ে যা খুশি করা যায় স্বামীকে খুন করতে! বলা যায়, 'একা না হলেও একসঙ্গে নিশ্চয়ই পারব'।

দিল্লিতে এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনার খোঁজ মিলেছে, যেখানে এক তরুণের মৃত্যুকে দুর্ঘটনাজনিত বলে চালানোর চেষ্টা হলেও শেষমেশ পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ এক হত্যার ষড়যন্ত্র। ৩৬ বছর বয়সি করণ দেব নামে ওই ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে দাবি করা হয়। কিন্তু পরে জানা যায়, তাঁকে হত্যা করেছেন তাঁর স্ত্রী সুস্মিতা এবং তাঁরই খুড়তুতো ভাই রাহুল।

১৩ জুলাই করণকে দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন সুস্মিতা। তিনি জানান, করণ নাকি দুর্ঘটনাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন। করণের পরিবারও প্রথমে এটি দুর্ঘটনা বলে মেনে নেয়। কিন্তু সন্দেহ হয় মৃত তরুণের ভাই কুণালের। তিনি থানায় খবর দেন। পুলিশেরও সন্দেহ হয় করণের কম বয়স এবং মৃত্যুর পরিস্থিতি দেখে। স্ত্রী ও পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও পুলিশ করণের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হরিনগরের দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে পাঠায়।

ইতিমধ্যে কুণাল পুলিশকে জানান, তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তিনি প্রমাণ হিসাবে সুস্মিতা ও রাহুলের ইনস্টাগ্রাম চ্যাট দেখান, যেখানে স্পষ্ট হত্যার পরিকল্পনার কথা বলা আছে।

চ্যাট অনুযায়ী, সুস্মিতা ও রাহুল মিলে ১২ জুলাই রাতে করণের খাবারে ১৫টি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। করণ অজ্ঞান হলেও মারা যাননি। তখন সুস্মিতা রাহুলকে মেসেজ করে বলেন, 'তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, কিছুই হচ্ছে না। এবার কী করব?' জবাবে রাহুল লেখেন, 'তাহলে শক দাও।' সুস্মিতা তখন জিজ্ঞাসা করেন, 'কীভাবে বাঁধব?' রাহুল বলেন, 'টেপ দিয়ে।'

একসময় সুস্মিতা লেখেন, 'ও খুব আস্তে শ্বাস নিচ্ছে।' রাহুল উত্তর দেন, 'যা আছে সব ওষুধ দিয়ে দাও।' সুস্মিতা বলেন, 'মুখ খোলাতে পারছি না। তুমি এসো, একসঙ্গে চেষ্টা করি।'

এই চ্যাট হাতে আসার পরই মৃত্যুরহস্যের মোড় ঘুরে যায়। সুস্মিতা ও রাহুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের প্রাথমিক জেরার পর পুলিশ জানিয়েছে, খুনের কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্তরা। তাঁরা জানিয়েছেন, ঘুমের ওষুধেও মৃত্যু না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুস্মিতা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে হত্যা করেন স্বামী করণকে। এরপর সুস্মিতা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দুর্ঘটনার কথা জানালে তাঁরা করণকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ব্যাপারটা এত সুচারুভাবে করা হয়েছিল যে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি চিকিৎসকদেরও। করণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁরা।

দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অঙ্কিত সিং জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তের পরই সুস্মিতা ও রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। বিস্তারিত ময়নাতদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

সুস্মিতার পালটা অভিযোগ, করণ তাঁর ওপর নাকি নিত্যদিন অত্যাচার চালাতেন। টাকার জন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে চাপও দিতেন। যদিও তাঁর দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অফবিট

সিঙ্গাপুরে বৃষ্টির ফোঁটায় বিদ্যুৎ

ভাবুন তো, আপনি জানলার ধারে বসে চায়ের কাপ হাতে বৃষ্টি দেখছেন। বাইরে বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে। আর সেইসময়ই জানলার কাচে পড়া এক একটা ফোঁটা মধুর দানা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ! হ্যাঁ, কল্পকাহিনী নয়, সিঙ্গাপুরে এটা এখন বাস্তব!

সেখানে তৈরি হয়েছে এক আজব প্রযুক্তি। তার নামটা বেশ খটোমটো—ট্রাইবোইলেক্ট্রিক ন্যানোজেনারেটরস, সংক্ষেপে টেংস। এর কাজটা কিন্তু একদম ম্যাজিকের মতো।

একটা পাতলা প্যানেল, যে বৃষ্টির জলে ভয় পায়, যাকে বলে 'সুপারহাইড্রোফোবিক'! তাতে যখন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে আর পিছলে যায়, তখনই ঘষা লেগে বেরিয়ে আসে ইলেক্ট্রিক চার্জ।

মজার ব্যাপার হল, এই প্রযুক্তি কোনও বাঁধ বা টারবাইনের ধার ধারে না। বারান্দা, ছাদ, জানলার কাচ—যেখানে খুশি বসিয়ে দিন। শহরের মতো জায়গায়, যেখানে জায়গার কিংবা বৃষ্টির অভাব নেই, সেখানে এই ব্যবস্থা একেবারে খাপে খাপ। এই প্রযুক্তি চালু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির চেয়ে ১০ গুণ বেশি কার্যকরী হতে পারে বলে দাবি কারিগরি বিশেষজ্ঞদের। ভাবা যায়! যেখানে মানুষ বৃষ্টি হলে ছাতা খোঁজে, সেখানে সিঙ্গাপুর এখন বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ খুঁজছে। তারা বর্ষাকেও বিদ্যুৎ বিভাগের অংশ করে ফেলেছে!

সেরা সম্পদ এক টাকার চেক!

'বন বন বন বন টাকায় ঘুরছে এই দুনিয়াটা… যেখানে যাও চাই টাকা টাকা'। এই ভাবনা অনেকের। কিন্তু এর বাইরেও জগৎ আছে, তারা জানে না। জীবনের সেরা সঞ্চয় মানেই টাকা, সম্পত্তি বা খ্যাতি নয়। জীবনদর্শন মানবিক হলে কারও কাছে অমূল্য ধন হয়ে উঠতে পারে একটিমাত্র এক টাকার চেক!

হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। মাইন্ডট্রি-র সহ প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট প্রশাসনিক পরামর্শদাতা সুব্রত বাগচি সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিটা কোনও বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি বা পুরস্কারের নয়। ছবিটা একটি এক টাকার চেকের। তাও আবার সরকারি চাকরির শেষ বেতন হিসাবেই তিনি পেয়েছিলেন ওই চেক।

চেকটি এসেছিল ৩ জুলাই ২০২৪, ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের পক্ষ থেকে। বাগচীমশাই লিখেছেন, 'আমার সম্পদ বলতে, এটাই। যা আমি কোনওদিন ছেড়ে দিতে পারব না। ফি-বছর এই একটার চেক পেয়েছি সরকারি কাজের বিনিময়ে। আট বছরে আটটা চেক।'

সুব্রত ২০১৬ সালে ওড়িশা স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। কোভিডের সময় রাজ্য সরকারের প্রধান মুখপাত্রের দায়িত্বও ছিল তাঁর। সেই সময়টুকু তিনি কোনও কর্পোরেট বেতন নেননি। সুযোগ ও যোগ্যতা থাকলেও কারও সঙ্গে চুক্তি করেননি কোটি কোটি টাকার। তিনি কাজ করেছিলেন সেবা হিসাবে।

সম্প্রতি সুব্রতর পোস্টটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কেউ লিখেছেন, 'আপনি কর্পোরেট জগতে থেকে যেতে পারতেন ৮ বছরে ৮ হাজার কোটি টাকা আয় করতে। কিন্তু তা না করে আমলা হয়েও সেবা করেছেন নাগরিকদের। স্যালুট!' আরেকজনের মন্তব্য, 'আপনার এই এক টাকার চেক কাদা-জলে ফুটে ওঠা পদ্মের মতো। যার ঘ্রাণে অহমিকা নয়, রয়েছে সেবার শক্তি।'

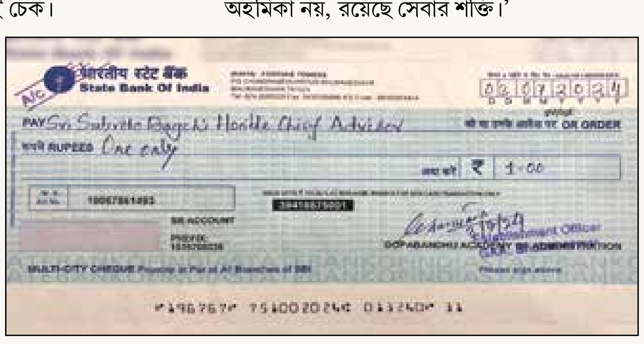

অভিষেকের সুরে প্রস্তাব 'ইন্ডিয়া'য়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা, অপারেশন সিঁদুর, বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন, বিদেশনীতি ইত্যাদি একাধিক ইস্যুতে সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারকে নাস্তানাবুদ করতে মরিয়া ইন্ডিয়া জোট। শনিবার জোটের ২৪ টি দলের ভার্চুয়াল বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

বৈঠকে তৃণমূলের পক্ষে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মূলত সংসদে আলোচনার বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে দেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পহেলগামে হামলায় এখনও জঙ্গিরা গ্রেপ্তার না হওয়ার বিষয়টি সংসদে প্রাধান্য পাবে। দ্বিতীয়ত, অপারেশন সিঁদুরের পরে এতগুলো দেশে গেলেও কটা দেশের সমর্থন পাওয়া গেল- সেই তথ্য জানতে সরকারকে চাপ দেওয়ার কথা বলেছেন অভিষেক। তৃতীয়ত, বিভিন্ন সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্য নিয়েও কেন্দ্রের জবাবদিহি চাওয়ার কথা বলেছেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার বিরোধী ঐক্যের ছবিটা কেন্দ্রের সামনে হাজির করেছেন ইন্ডিয়া নেতৃত্ব। ভোটার তালিকায় বিশেষ সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র আসলে এনআরসি করতে চাইছে বলেও বৈঠকে মন্তব্য করেন অভিষেক।

তাঁর কথায়, বিরোধী শিবিরকে দমাতে ইডিকে ব্যবহার করছে কেন্দ্র। আর সাধারণ মানুষকে চাপে রাখতে ব্যবহার করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। অভিষেকের ভাষায়, এটা হল বিজেপির ই স্কোয়ার-টু ফর্মুলা। এই বিষয়টিকে অস্ত্র করে আক্রমণ শানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি। ছিলেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, শিবসেনা (ইউবিটি) উদ্ধব ঠাকরে, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা প্রমুখ। তবে পূর্বঘোষণামতো এদিনের বৈঠকে ছিল না আপ।'

বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, 'পহলগাম হামলায় যারা জড়িত ছিল, তাদের এখনও পর্যন্ত বিচারের আওতায় আনা হয়নি। এমন একটি গুরুতর সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ নেই।' তিওয়ারি বলেন,'আমরা চাই সংসদ চলুক, বিরোধী দলগুলি যেসব ইস্যু তুলছে, তার জবাব যেন সরকার দেয়।'

তাঁর কথায়, 'বিহারে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকারই হরণ করা হচ্ছে।'

ভার্চুয়াল বৈঠকে রাহুল-সোনিয়া-অভিষেক সহ অন্য বিরোধী নেতারা।

পুণ্য অর্জনে অমরনাথ যাত্রায় ভিড়। শনিবার।

রাহুলের নিশানায় সিপিএম ও সংঘ

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ জুলাই : রাম-বামকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উঠতে-বসতে আক্রমণ করেন। বামের ভোট রামে যাওয়া নিয়ে দুই দলকে নিশানাও করেন তিনি। এবার আরও এককাঠি ওপরে উঠে আরএসএস এবং সিপিএমকে এক বন্ধনীতে ফেলে আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। যা শুনে পালটা সুর চড়িয়েছে মার্কসবাদীরা। শুক্রবার কোট্টায়ামের পুথুপ্পাল্লিতে কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ওমেন চান্ডির দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে যোগ দিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে এক জনসভায় রাহুল বলেন, 'আমি মতাদর্শগতভাবে আরএসএস এবং সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করি। তাদের বিরুদ্ধে আমার সবথেকে বড় অভিযোগ হল, মানুষের জন্য তাদের কোনও অনুভূতি নেই।'

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মনে করেন, আরএসএস এবং সিপিএম কখনও মানুষের কথা ভাবে না। তাঁর সাফ কথা, 'আপনি যতই বক্তৃতা দিন, মানুষের জন্য আপনার মনে যদি কোনও অনুভূতি না থাকে তাহলে আপনি মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে এবং তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতে প্রস্তুত নন। আপনি কোনওদিনই নেতা হতে পারবেন না।'

রাহুলের এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'রাহুল গান্ধি যেভাবে হালকা চালে সিপিএম এবং আরএসএসকে তাঁর আদর্শগত শত্রু হিসেবে এক আসনে বসিয়েছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' কেরল ও ভারতে সিপিএম এবং আরএসএসের ভূমিকা নিয়ে সঠিক জ্ঞান লোকসভার বিরোধী দলনেতার নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। কেরলে আরএসএসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াইয়ের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের শীর্ষনেতা। বেবি বলেন, আমি জানি না, কেরলে আরএসএসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াইয়ের রেকর্ড সম্পর্কে রাহুল গান্ধি আদৌ অবহিত আছেন কি না।' ইউপিএ সরকার গঠনে বামেদের ভূমিকা এবং ওয়েনাডে রাহুল গান্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়েও খোঁচা দিয়েছেন তিনি।

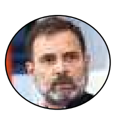

আমি মতাদর্শগতভাবে আরএসএস এবং সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করি। তাদের বিরুদ্ধে আমার সবথেকে বড় অভিযোগ হল, মানুষের জন্য তাদের কোনও অনুভূতি নেই।

রাহুল গান্ধি

রাহুল গান্ধি যেভাবে হালকা চালে সিপিএম এবং আরএসএসকে তাঁর আদর্শগত শত্রু হিসেবে এক আসনে বসিয়েছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

এমএ বেবি

কালী ধোকলা খান না, নমোকে খোঁচা মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : বাংলা দখল করতে হলে চলনে-বলনে আগে 'বাঙালি ভাব' আনতে হবে বিজেপিকে। এটা বোঝার পরেই নরেন্দ্র মোদি সহ গেরুয়া নেতৃত্বের মুখে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজি সুভাষের নাম শোনা গিয়েছিল। বাঙালিকে ডাক দিয়ে মোদি বলেছিলেন, 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল...।'

এখনও বাঙালির কায়দায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখা না গেলেও দুর্গাপুরে এসে রাম ছেড়ে বাংলার দেবী কালী, দুর্গাকে স্মরণ করেছিলেন মোদি। বাঙালিকে খুশি করতে তিনি বলেছিলেন, 'জয় মা কালী', 'জয় মা দুর্গা'। মোদির এই ভোলবদলকে খোঁচা দিলেন মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, 'এত দেরিতে মা কালীর নামে ভোট চাইতে আসা বৃথা। মা কালী ধোকলা খান না, আর কোনওদিন খাবেনও না।' ধোকলা গুজরাটের জনপ্রিয় খাবার। আর সেরাজ্যেরই ভূমিপুত্র মোদি। তাই 'ধোকলা' টেনে মহুয়া ফের ইঙ্গিত দিলেন, বিজেপি গুজরাটি সংস্কৃতি সবার ওপর চাপাতে চায়। সেটি বাংলায় করা যাবে না।

নাবালককে ফের মায়ের কাছেই পাঠাল আদালত

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : বিবাহবিচ্ছিন্ন দম্পতির পুত্রকে বাবার হেপাজতে দেওয়া সংক্রান্ত আগের রায় বদলে আবার মায়ের কাছেই ফিরিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সন্তানের হেপাজত সংক্রান্ত রায় কখনই কঠোর এবং চূড়ান্ত হতে পারে না। কারণ, শিশুর কল্যাণই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি প্রসন্ন বি বরালের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগের হেপাজতের নির্দেশে ১২ বছরের ছেলেটির মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হচ্ছিল। প্রবল উৎকণ্ঠায় ভুগছিল সে। এই পরিস্থিতি কাম্য নয়।

২০১১ সালে ওই দম্পতির বিয়ে হয়। ২০১২ সালে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। এক বছরের মধ্যেই তাঁরা আলাদা হয়ে যান। শিশুটি তখন থেকেই মায়ের কাছে বড় হচ্ছিল। ২০১৬ সালে মা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সেই সংসারে আগের পক্ষের দুই সন্তান ছাড়াও তাঁদের আরেকটি সন্তান জন্মায়।

ছেলেটির বাবা জানান, ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছেলের খোঁজই পাননি। তারপর ছেলের মা বিদেশে যাওয়ার কিছু নথিপত্রের জন্য যোগাযোগ করেন। তখনই জানা যায়, ছেলের ধর্মও নাকি হিন্দু থেকে খ্রিস্টান করা হয়েছে তাঁকে না জানিয়ে।

বাবা পারিবারিক আদালতে ছেলের হেপাজত চেয়ে মামলা করেন, কিন্তু সাফল্য মেলেনি। হাইকোর্টে গিয়ে হেপাজতের নির্দেশ পান। মায়ের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে খারিজ করে দিলেও পরে ফের আবেদন করলে নতুন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়।

কেন রায় বদলাল আদালত? মা জানান, হেপাজত বদলের ফলে নাবালক ছেলের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। চিকিৎসকের রিপোর্টে দেখা যায়, শিশুটি মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে কুঁকড়ে আছে। আদালত মনে করিয়েছে, সন্তানের স্বার্থ বদলাতে পারে, তাই হেপাজতের সিদ্ধান্তও প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করা যেতে পারে। শিশুর নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যই শেষকথা।

বাবার উদ্দেশে আদালত বলেছে, তাঁর উচিত ধৈর্য ধরে পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। হঠাৎ জোর করে পুত্রকে হেপাজতে নিলে সন্তানের ভালো হবে না। তবে আদালত মাকেও নির্দেশ দিয়েছে, ছেলেকে যেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে এবং মিশতে দেওয়া হয়।

ব্রিটেনের পর মালদ্বীপেও যাবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : আগামী সপ্তাহে আরও দু'টি দেশে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথমে তিনি যাবেন ব্রিটেনে। সেখানে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) সই করা ছাড়াও কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়ানোও উদ্দেশ্য তাঁর। এরপর প্রধানমন্ত্রীর গন্তব্য মালদ্বীপ। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম সে দেশে যাচ্ছেন মোদি। ভারত এবং মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য এই সফর গুরুত্বপূর্ণ।

২৩ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত চার দিনে দুই দেশে সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩ তারিখ (বুধবার) তিনি উড়ে যাবেন ব্রিটেনের উদ্দেশে। ব্রিটেন থেকে যে সমস্ত হুইস্কি, চকোলেট, গাড়ি ভারতে আমদানি করা হয়, তা কিছুটা সস্তা হবে। ২৫ তারিখ ব্রিটেন থেকে মালদ্বীপে যাবেন মোদি। সেখানকার ৬০তম জাতীয় দিবস (ন্যাশনাল ডে) উদযাপনের প্রধান অতিথি হিসাবে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রীকে।

দাবি ট্রাম্পের ■ কংগ্রেসের তোপে কেন্দ্র

ভারত-পাক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ৫ যুদ্ধবিমান

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : পহলগাম পরবর্তী ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেই চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই দাবির সঙ্গে তাঁর নতুন সংযোজন যুদ্ধবিমান ধ্বংসের তথ্য। শুক্রবার রিপাবলিকান পার্টির সেনেটর এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের সদস্যদের নৈশভোজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ চলাকালীন দু'পক্ষের ৪ বা ৫টি বিমান ধ্বংস হয়েছে। তবে কোন দেশের ক'টি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

ট্রাম্পের কথায়, 'আমরা একাধিক বড় যুদ্ধে রাশ টানতে পেরেছি। এর মধ্যে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওইসময় মাঝআকাশ থেকে ৪ বা ৫টি বিমানকে গুলি করে নামানো হয়েছিল। আমার মনে হয় ৫টি। দুটি দেশই পরমাণু শক্তিধর। ওরা একে অপরকে আক্রমণ করছিল। এটা এক ধরনের আধুনিক যুদ্ধ ছিল।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি মোদি সরকারের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। এর আগে পাকিস্তানের তরফে ভারতের ৫টি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করা হয়েছিল। ভারতীয় সেনার চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংসের কথা স্বীকার করলেও সংখ্যা নিয়ে মন্তব্য করেননি। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের বয়ান ভারতে বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে।

শনিবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ট্রাম্প বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধে ৫টি বিমান ভূপতিত হয়েছিল। এই নিয়ে ২৪ বার তিনি দাবি করেছেন, বাণিজ্যিক পদক্ষেপের হুমকি দিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন। ট্রাম্প বারবার এর পুনরাবৃত্তি করছেন। আর নরেন্দ্র মোদি নীরব রয়েছেন। নরেন্দ্র মোদি কেন ব্যবসার জন্য জাতির সম্মানের সঙ্গে আপস করলেন?' কংগ্রেস নেতার কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বছরের পর বছর বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন এবং দেখা হলেই তাঁকে জড়িয়ে ধরছেন। সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ হাউডি মোদি এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০-তে নমস্তে ট্রাম্পের মতো অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। গত ৭০ দিন ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে দাবি করছেন, সে বিষয়ে সংসদে একটি স্পষ্ট বিবৃতি দিতে হবে সরকারকে।'

ভাঙনের মুখে ব্রিকস!

ওয়াশিংটন, ১৯ জুলাই : ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরও ৬টি দেশকে নিয়ে গঠিন ব্রিকস জোট নাকি খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যাবে। শুক্রবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প দাবি করেন, আন্তর্জাতিক স্তরে আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছিল ব্রিকস। বৈশ্বিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ডলারের বিকল্প তৈরির চেষ্টা করছিল ব্রিকস দেশগুলি। সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছেন তিনি। ব্রিকস সদস্যদের ওপর তাঁর বিপুল শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারির পর অনেক সদস্য দেশ আমেরিকার স্বার্থবিরোধী অবস্থান থেকে পিছিয়ে গিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্রিকসের অস্তিত্বই থাকবে না বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

তাঁর কথায়, 'ব্রিকস নামে একটি ছোট দল রয়েছে, যা দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। ব্রিকসকে সামনে রেখে ওরা ডলারের আধিপত্য খর্ব চেষ্টা করতে চেয়েছিল। আমি ওদের খুব জোরে আঘাত করেছি। এটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় না ওরা এটা করবে। ওরা তো আলোচনায় বসতেই ভয় পাচ্ছে।' ডলারের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করলে ব্রিকসের সদস্যদেশগুলির ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প।

সামনে গণেশ চতুর্থী। মূর্তি তৈরি চলছে জোরকদমে। শনিবার মুম্বইতে।

করাচি মাতালেন অযোধ্যার রামচন্দ্র

করাচি, ১৯ জুলাই : রামায়ণের রাম যদি জঙ্গলে বসে একটা টুইট করতেন, তিনি কী লিখতেন? কিংবা ধরুন, রাবণ যদি কিষ্কিন্ধায় দাঁড়িয়ে দিতেন টেড টক, কী টপিক হত তাঁর?

এসব প্রশ্ন শুনে প্রথমে হেসে উঠলেও এগুলিই ছিল 'মউজ কালেকটিভ'-এর রম্য প্রচারের অন্যতম কৌশল। আর এই কাণ্ড পাকাপোক্তভাবে পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের করাচিতে মঞ্চস্থ হল হিন্দু মহাকাব্য 'রামায়ণ', সেটাও আবার এআই-এর ছোঁয়া মাখিয়ে!

রাম, রাবণ, সীতা— চরিত্রগুলি হিন্দু মহাকাব্যের হলেও নাটকের কুশীলবেরা সকলেই মুসলিম! হিন্দু বলতে একমাত্র তিনি, নাটক নির্দেশনা যাঁর, তিনি যোগেশ্বর কারেরা।

নাটকটি ১১ জুলাই করাচির আর্টস কাউন্সিলে দেখানো হয়। নাটক দেখতে টিকিট কেটে ভিড় করেছিলেন আট থেকে আশি— সব বয়সি মানুষ। প্রায় হাজার খানেক দর্শক সমাগম হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। হিন্দু আখ্যান দেখতে ভিনধর্মের মানুষের এই আগ্রহ অভূতপূর্ব তো বটেই। একই সঙ্গে পাক মুলুকে রামায়ণের মঞ্চায়নও কম ঐতিহাসিক ছিল না। এর আগে কোনওদিন পাকিস্তানের মাটিতে রামায়ণ মঞ্চস্থ হয়নি। আরও অভিনব যে, ভারত-পাকিস্তানের চলতি রাজনৈতিক সংঘাতও নাটক আয়োজনে কোনও বাধা হতে পারেনি।

তাঁর জন্য যে এতটা উষ্ণ অভ্যর্থনা অপেক্ষা করে আছে, তা ভাবতেই পারেননি তরুণ পাকিস্তানি নাট্যকার যোগেশ্বর। রামায়ণের সফল মঞ্চায়নের পর তিনি বললেন, শিল্পী সহযোদ্ধারা যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন, তার কোনও তুলনাই নেই।

নাটকটিতে প্রযোজক রানা কাজমি সীতার চরিত্রে, অশমল লালওয়ানি রামের চরিত্রে আর সামহান গাজি রাবণের চরিত্রে অভিনয় করেন। রানা হাসতে হাসতে বললেন, 'কোনও স্পনসর বা ভেনু আমাদের না বলেনি। শুধু মিডিয়াই জিজ্ঞাসা করেছে, 'এটা কি খুব স্পর্শকাতর বিষয়?' আমাদের তো মাথাতেই আসেনি যে এটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে! তবে এঁদের সবার সহায়তা না পেলে নাটকটা হত না।'

ছোট থেকে রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ' দেখে বড় হওয়া যোগেশ্বর বললেন, 'এই গল্প সীতা-রামের একার নয়— এই গল্প আমাদের সবার। তাই করাচির মঞ্চে রামায়ণের গল্প, একদল তরুণ অভিনেতা, তাঁদের ডিজিটাল সেট, এআই গ্রাফিক্স এবং নতুন প্রজন্মের ভাষা মানুষের মন জয় যে করবেই, সেটা একেবারে বাঁধাই ছিল।'

তবে পাক দর্শক এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে নাটকে কিছু হিন্দি-সংস্কৃত শব্দ বদলে উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন যোগেশ্বররা। 'প্রকৃতি' বদলে করেছেন 'কুদরত'। যোগেশ্বর জানালেন, মহড়া চলাকালীন কিছু মজার ঘটনাও ঘটেছে। কখনও কেউ কোনও শব্দ বুঝতে না পেরে হেসে ফেলেছেন। হনুমান চরিত্রের জিবরান খান একবার বললেন, 'দেবী, আপনি এই মুণ্ডরিকা নিন।' সীতাবেশী কাজমি তো আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'এ মুণ্ডরিকা আবার কী? আমি তো জানি আংটি মানে আংটিই!'

যোগেশ্বরের এআই যোগ

মেয়াদ উত্তীর্ণ ১৭টি ওষুধ নষ্ট করার ফরমান কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : ঘরে থাকা কিছু জরুরি ওষুধ যদি ব্যবহৃত না হয় বা সেগুলি ব্যবহারের মেয়াদ পেরিয়ে যায়, তাহলে তা কমোড বা বেসিনে ফেলে নষ্ট করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (সিডিএসসিও)। এই তালিকায় আছে ফেন্টানিল, ট্রামাডল সহ কয়েকটি ব্যথানাশক এবং ডায়াজেপাম জাতীয় মানসিক উদ্বেগ কমানোর ওষুধ।

এমন অদ্ভুত ফরমান জারি করার উদ্দেশ্য কী? সংস্থার বক্তব্য, এই ওষুধগুলি যাঁদের জন্য নয়, তাঁদের হাতে পড়লে হিতে-বিপরীত হওয়া সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের ওষুধ একবার পেটে গেলেই গুরুতর বিপদ বা মৃত্যুও হতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। তাই অব্যবহৃত বা মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় এগুলি বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। বিশেষ করে শিশু বা পোষা প্রাণীদের জন্য তো বটেই। তাই এগুলি অবিলম্বে কমোড বা বেসিনে ফেলে দেওয়া উচিত।

তবে সব ওষুধই এভাবে ফেলার উপযুক্ত নয়। বেশিরভাগ সাধারণ ওষুধের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নষ্ট করার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থা, যাতে পরিবেশ দূষণ না ঘটে। এর জন্য 'ড্রাগ টেক ব্যাক' কর্মসূচি শুরু করার প্রস্তাব দিয়েছে সিডিএসসিও। প্রথমে এই উদ্যোগ নিতে পারেন রাজ্যস্তরের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বা স্থানীয় ওষুধের দোকানদাররা। পরে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে রাজ্য সরকারকে এই ব্যবস্থা নিয়মিত করার সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশিকা প্রকাশের পিছনে বেশ কিছু গবেষণার তথ্যও রয়েছে। ২০১৮ সালে এইমসের চিকিৎসক টি ভেলপান্ডিয়ানের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় দেখা যায়, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়ায় দিল্লির যমুনা নদীর জল, ভূগর্ভস্থ জল এবং গাজিপুরের আবর্জনার স্তূপে ওষুধের কণার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। এতে জলদূষণ যেমন হচ্ছে, তেমনই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুও গড়ে উঠছে।

ম্যাক্স হেলথ কেয়ারের ফার্মাসি প্রধান দেবব্রত মজুমদার জানিয়েছেন, সরকার এই নিয়ম চালু করে প্রশংসনীয় কাজ করেছে। তারা এখন একটি পুস্তিকা তৈরি করছে, যেখানে রোগীদের বোঝানো হবে কীভাবে ওষুধ ফেলে দেওয়া উচিত।

অব্যবহৃত ও বিনাশযোগ্য ওষুধের তালিকা

■ ফেন্টানিল ■ ফেন্টানিল সিট্রেট ■ মরফিন সালফেট ■ বুপ্রেনরফিন ■ বুপ্রেনরফিন হাইড্রোক্লোরাইড ■ মেথাইলফেনিডেট ■ মেপেরিডিন হাইড্রোক্লোরাইড ■ ডায়াজেপাম ■ হাইড্রোমরফোন হাইড্রোক্লোরাইড ■ মেথাডোন হাইড্রোক্লোরাইড ■ হাইড্রোকোডোন বিটারট্রেট ■ ট্যাপেন্টাডল ■ অক্সিমরফোন হাইড্রোক্লোরাইড ■ অক্সিকোডোন ■ অক্সিকোডোন হাইড্রোক্লোরাইড ■ সোডিয়াম অক্সিবেট ■ ট্রামাডল

মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা।। লন্ডনের একটি হিন্দু মন্দিরে। শনিবার। ছবি : পিটিআই

সভার মঞ্চ তৈরিতে বাধা

প্রধান, পুলিশি মদতের অভিযোগ যুব মোর্চার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : ২১শে জুলাই 'উত্তরকন্যা চলো' কর্মসূচির পর ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চুনাভাটির একটি মাঠে সভা করার কথা বিজেপির শাখা সংগঠন যুব মোর্চার। পরিকল্পনামাফিক ওই এলাকায় মঞ্চ বাঁধা শুরু হয় শনিবার থেকে।

সেই কাজ দেখতে গিয়েছিলেন সংগঠনের নেতারা। অভিযোগ, সেসময় কাজে বাধা দেন স্থানীয়দের একাংশ। যুব মোর্চার দাবি, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ লোকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। পুলিশেরও মদত রয়েছে বলে অভিযোগ নেতৃত্বের। শনিবার শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ইস্যুতে সরব হন যুব মোর্চার রাজ্য অফিস সেক্রেটারি রাজ চৌধুরী।

এদিন যুব মোর্চার রাজ্য নেতারা চুনাভাটিতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থানীয়দের একাংশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে। দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তির জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাজের দাবি, 'নবান্নের নির্দেশে পুলিশ তৃণমূলের 'এ' টিম

যুব মোর্চার রাজ্য নেতাদের সঙ্গে স্থানীয়দের বচসা মেটাচ্ছে পুলিশ।

হিসেবে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে আমাদের সভায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় তৃণমূল প্রধানও স্থানীয়দের উসকানি দিচ্ছেন।'

শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং অবশ্য যুক্তি দিচ্ছেন, 'আমরা কেন আদালতের নির্দেশিকা অমান্য করব। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ীই সব কাজ হচ্ছে।' ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলামও অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি শুনেছি, স্থানীয় কিছু মানুষ গিয়ে বাধা দিয়েছে। আমি তো আর সেখানে যাইনি। তাই আমার বাধা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।'

বিজেপি যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয় তারা। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা হয়। পরবর্তীতে সেই মামলার শুনানি হয় প্রধান বেঞ্চে। বিচারপতি জানিয়ে দেন, ১০ হাজার লোক নিয়ে যুব মোর্চা 'উত্তরকন্যা চলো' কর্মসূচি করতে পারবে। জনসভা আয়োজনেও ছাড় মেলে। তারপর থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দেয় গেরুয়া শিবির। ২১শে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সহ দলীয় বিধায়ক ও সাংসদদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

আয়োজন ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, তা দেখতে যুব মোর্চার পদাধিকারীরা ফুলবাড়িতে মঞ্চের কাজ দেখতে যান। অভিযোগ, তখনই গ্রামের কিছু মানুষ কাজ আটকে হুঁশিয়ারি দেন। দু'পক্ষ বাগবিতণ্ডায় জড়ালে পরিস্থিতি সামলাতে আসে এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর এলাকা থেকে ফিরে শিলিগুড়িতে জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ও পুলিশের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন যুব মোর্চার কর্মকর্তারা।

ধস সরেনি, গাড়ি থমকে বিরিকদাড়ায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : শনিবার ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলল। কিন্তু তারপরও বিরিকদাড়ার ধস সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্ভব হল না। রবিবারও রাস্তা থেকে পুরোপুরি ধস সরানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই অবস্থায় ধসের দু'দিকে দাঁড়িয়ে থাকা যানচালক সহ অন্যদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। তবে গরুবাথান, লাভার রাস্তা খুলে যাওয়ায় ঘুরপথে কিছু যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করছে। জাতীয় সড়ক-১০ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) জানিয়েছে, উপর থেকে লাগাতার মাটি, পাথর নেমে আসছে। তারপরও ঝুঁকি নিয়ে ভোর ৫টা থেকে ধস সরানো শুরু হয়েছিল। কিন্তু দিনভর কাজ করেও রাস্তা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টি না থাকলে রবিবার সকাল থেকে ফের কাজ হবে।

শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ কালিম্পং এবং সিকিমের জাতীয় সড়কের বিরিকদাড়ায় বালি, মাটি, পাথর গড়িয়ে রাস্তায় পড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রচুর গাড়ি। যাত্রীবাহী যানগুলি সেখান থেকে ঘুরিয়ে নেওয়া হলেও পণ্যবাহী সমস্ত গাড়ি সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলা হয়েছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা থেকে ধস সরিয়ে

> **ভোগান্তি**
>
> শুক্রবার সকাল থেকে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। এদিন রাস্তা খোলার কথা ছিল। কিন্তু খুলল না। আশপাশে বাজার না থাকায় আমাদের খাবারেরও সমস্যা হচ্ছে।
>
> সুবোধ ছেত্রী চালক

যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক শনিবার ভোর থেকে এনএইচআইডিসিএল-এর কর্মীরা বিরিকদাড়ার রাস্তা থেকে ধস সরাতে শুরু করেন। কাজ চলাকালীন বেশ কয়েকবার মাটি ও পাথর নেমে এসেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ধস সরানোর কাজ চলে। কিন্তু তারপরও রাস্তায় যান চলাচল সম্ভব হয়নি। এতে হতাশ চালকরা।

গরুবাথান, লাভা রোডের পাঁপড়খেতিতে ধস নেমে সিকিম, কালিম্পংয়ে যাতায়াতের বিকল্প পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে শনিবার সকালে ধস সরিয়ে সেই রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে লোহা এবং টিনভর্তি গাড়ি নিয়ে গ্যাংটক যাচ্ছিলেন চালক সুবোধ ছেত্রী। তিনি বিরিকদাড়ায় ধসের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুক্রবার সকাল থেকে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। এদিন রাস্তা খোলার কথা ছিল। কিন্তু খুলল না। আশপাশে বাজার না থাকায় আমাদের খাবারেরও সমস্যা হচ্ছে।' সেদিন সকালে পণ্যবাহী গাড়ি নিয়ে কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিলেন সঞ্জয় সিং। তিনিও ধসে আটকে পড়েছেন। বললেন, 'দু'দিন এভাবে মাঝরাস্তায় আটকে রয়েছি। খাবার পাচ্ছি না, ঘুমোনোর জায়গা নেই। রাতে বিস্কুট আর জল খেয়ে শুয়েছিলাম। হাতে টাকাও নেই। ভীষণ বিপদে পড়েছি।'

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মনিয়ান টি'র বক্তব্য, 'রবিবার সকালে ফের কাজ হবে। যত দ্রুত সম্ভব রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।'

অসুস্থ প্রসূতিরা রিপোর্ট চাইল স্বাস্থ্য দপ্তর

বালুরঘাট, ১৯ জুলাই : রাতভর অপারেশন থিয়েটারে যেন যমে-মানুষে টানাটানি। সারারাত ঠায় বসে থেকে অসুস্থ প্রসূতিদের চিকিৎসা প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি রেখেছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস।

সকালে প্রসূতিদের সিসিইউতে স্থানান্তরিত করার পর সেখানে রোগীদের কিছুটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখার পরেই সকাল ৭টা নাগাদ নিজের বাড়িতে ফেরেন তিনি। তবে হাসপাতালের তরফে ইনজেকশন দেওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন প্রসূতিরা, রোগীর আত্মীয়দের ওই অভিযোগকেই সিলমোহর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এদিকে, অভিযোগ ওঠা ওই ইনজেকশনগুলি ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। শুধুমাত্র বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি বা জেলা হাসপাতালেই নয়, পুরো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ওই ইনজেকশন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই ব্যাচের ইনজেকশনগুলির নমুনা পরীক্ষা করতে ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ওষুধ ও স্যালাইন সংরক্ষণ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই যাবতীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

তরুণী উদ্ধার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জুলাই : মুম্বইয়ের তরুণের সঙ্গে পলাতক কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার এক তরুণীকে শনিবার উদ্ধার করল পুলিশ। গত বছর ১৬ ডিসেম্বর পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান তরুণীর পরিবারের লোকজন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ৭ দিন মুম্বইয়ের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালালেও ওই তরুণীর খোঁজ পায়নি। টাওয়ার লোকেশন ধরে খোঁজার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। শুক্রবার ওই তরুণীর বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে শনিবার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠায়।

সরব বিধায়ক

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জুলাই : শনিবার বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বারবিশায় এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস, আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক তাঁর ভাষণে কুমারগ্রামজুড়ে ডাম্পার চলাচল নিয়ে শাসকদলের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলেন ও পুলিশ-প্রশাসনকে তীব্র আক্রমণ করেন।

সরানো হল দুই আইসি-কে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে খুনের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছিল নিরাপত্তা নিয়ে। প্রশ্নের মুখে পড়েছিল পুলিশের ভূমিকাও। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মাথায় সরিয়ে দেওয়া হল এনজেপি জিআরপি থানার আইসি প্রেমাশিস চট্টরাজকে। তাঁকে পাঠানো হয়েছে রেলওয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আরআইবি)-এ। ওই জায়গায় এখনও কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এনজেপি থানার আইসি সোনম লামার জায়গায় আবার গোয়েন্দা বিভাগ থেকে অভিজিৎ দত্তকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সোনম অবশ্য অসুস্থ থাকায় ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অন্যদিকে, খুনের ঘটনায় ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক মূল তিন অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজত এবং বাকিদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রেল পুলিশের সুপার কুঁয়রভূষণ সিংয়ের বক্তব্য, 'এনজেপি জিআরপির আইসিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'এনজেপি থানার আইসি অসুস্থ রয়েছেন।'

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নির্মীয়মাণ বহুতলের নীচে এক তরুণকে চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন করা হয়। অভিযোগ, এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীদের ইনচার্জ, ট্র্যাক্টরচালক, আর্থমুভার চালক সহ বেশ কয়েকজন মিলে ওই তরুণকে খুন করে। লাঠিসোঁটা দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী চন্দ্রভূষণ সিংয়ের লিখিত অভিযোগের বয়ান অনুযায়ী, ওই তরুণ বাঁচার

> **এনজেপিতে খুনের জের!**

অনেক চেষ্টা করছিল। কিন্তু অভিযুক্তরা বেধড়ক মারধর করছিল। তিনিই গিয়ে এনজেপি জিআরপিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করে।

শনিবার রাতে এনজেপি স্টেশন চত্বরে ঢুকে দেখা গেল, নিরাপত্তার কোনও বালাই নেই। স্টেশনে ঢোকার মুখে এসকালেটরের সামনে শুধু তিন পুলিশকর্মী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু পার্কিং থেকে ওই জায়গা পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার পথ ফাঁকা। চারপাশে কাজ চলার দরুন অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে স্টেশন চত্বরের একাংশ। কথা হচ্ছিল টোটোচালক অরুণ দাসের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'রাত ৯টার পর স্টেশনে এলে এখন সত্যিই ভয় লাগে। খুনের ঘটনার পর তো আরও আতঙ্কে আছি।'

'আন্তর্জাতিক' এনজেপি স্টেশনে কাউকে পিটিয়ে খুন করে অভিযুক্তরা কীভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়েও এদিন চর্চা চলছিল স্টেশন চত্বরে।

খুনের ঘটনার পর অভিযোগ কে গ্রহণ করবে তা নিয়ে এনজেপি থানা এবং এনজেপি জিআরপি একে অপরের কোর্টে বল ঠেলছিল। শেষে দুপুরে জিআরপিতেই মামলা রুজু করা হয়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। খুনের পরেও থানার জুরিসডিকশন নিয়ে সমস্যা হওয়ায় পুলিশের মুখ পুড়ছিল। এদিকে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে ছিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। এডিজির উপস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা তৈরি হওয়াতেই জিআরপির ইনস্পেকটর ইনচার্জকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে কানাঘুষো চলছে পুলিশে। অন্যদিকে, সোনম অসুস্থ থাকায় আপাতত পদ থেকে স্বস্তি দেওয়া হয়েছে বলে শিলিগুড়ি পুলিশের দাবি।

কর্মবিরতিতে ভোগান্তি আদালতে

প্রথম পাতার পর

জেলা জজকে এভাবে সরানো সম্ভব নয়।'

এদিন দুপুর নাগাদ জেলা জজ বিভূতি খেশাং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের বিশেষ প্রতিনিধিদের বৈঠকে ডাকেন। বৈঠকে আদালত কর্মচারীদের দাবিদাওয়া শোনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে প্রায় ১২টি কোর্টের কাজের জন্য পেশকার সহ প্রায় ৫২ জন কর্মী রয়েছেন। আদালত কর্মচারীদের কথামতো জেলা আদালতে শতাধিক কর্মীর প্রয়োজন। কর্মীসংকটের ফলে একজনকে একাধিক দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারে আদালত কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে শামিল হলেও কোনও জেলা জজের বিরুদ্ধে এই প্রথম সরব হলেন তাঁরা। জেলা জজ এদিন বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সহ অন্যদের নিয়ে আদালতের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

আলিপুরদুয়ার আদালত কর্মচারী সমিতির সম্পাদক স্নেহাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলা বিচারপতি ও বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সহ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সেখানে আদালত কর্মচারীদের পদোন্নতির আশ্বাস মিলেছে। সোমবারের মধ্যে বিষয়টি না মিটলে ধর্মঘটে নামা হবে।'

আলিপুরদুয়ার আদালত কর্মচারী সমিতির তরফে প্রভঞ্জন সেন বলেন, 'অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি আমরা। তবে জেলা বিচারপতি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

এদিন কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ারে মামলার বিষয়ে এসেছিলেন ছায়া মণ্ডল ও মানসী মণ্ডল। কর্মবিরতির জন্য তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্ভব হয়নি। ছায়া বলেন, 'এদিন সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ করা যায়নি। অগাস্ট মাসে পরবর্তী তারিখ রয়েছে। মামলা অনেকদিন পিছিয়ে গেল।'

হরিয়ানায় আটক ১০, চেন্নাইয়ে প্রহার

প্রথম পাতার পর

দিনহাটার গারলঝোরার আবদুল করিম, বলরামপুরের আলি হোসেন মিয়াঁ ও ফিরোজ খান সহ কয়েকজন রয়েছেন। সকলেরই অভিযোগ, বাংলা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে পুলিশ তাঁদের আটকে রেখেছে।

কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় শনিবার বলেন, 'কোচবিহারের যে আটজনকে হরিয়ানার পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের কেউ রাজবংশী, কেউ নস্যশেখ, কেউ তেলি মুসলমান সম্প্রদায়ের।'

তাঁদের একজন ফোন করে পুলিশের নির্যাতনের অভিযোগ তাঁকে জানিয়েছেন বলে পার্থর বক্তব্য। তিনি ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলে কয়েকজন শ্রমিকের নথিপত্র পাঠিয়েছেন।

পার্থর বক্তব্য, 'বাংলার শ্রমিকদের উপর এই হেনস্তা সত্যিই অমানবিক।' মুর্শিদাবাদে চেন্নাই থেকে ফিরে আসা জখম শ্রমিকদের আত্মীয় বাপ্পা বলেন, 'যেভাবে আমাদের বাড়ির ছেলেরা মারধর খেয়ে ফিরে এল, তাতে ওদের ভবিষ্যতে বাইরে পাঠানোর আগে দশবার ভাবব।'

মহারাষ্ট্রে রানাঘাটের দুই ভাই গত ছয় মাস ধরে বন্দি বলে অভিযোগ তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলামের। তিনি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক পর্ষদেরও চেয়ারম্যান।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ওই দুই ভাই মতুয়া সম্প্রদায়ের। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পরিচয়পত্রও তাঁদের কাছে আছে। যে পরিচয়পত্রে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সই আছে।

বীরভূমের একটি পরিবার আবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে এক ভিডিও বার্তায় বলেছে, দিল্লিতে তাঁদের বাংলাদেশি বলে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরিবারটির অভিযোগ, 'বলা হয়েছে বাংলাদেশি না হলেও তোদের বাংলাদেশি বানিয়ে ছাড়ব।'

(তথ্য সংগ্রহঃ গৌরহরি দাস, পরাগ মজুমদার ও রিমি শীল)

বর্ষার ডুয়ার্সকে চেনাতে উৎসব

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : বর্ষায় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে ডুয়ার্স। পর্যটকদের সামনে এই অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভালের আয়োজন করা হল। তিনদিনের ফেস্টিভালে স্থানীয় সংস্কৃতি ও গ্রামীণ পর্যটনকে তুলে ধরার পাশাপাশি মাদকবিরোধী প্রচারও করা হবে। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই), ইয়াং ইন্ডিয়া, ফালাকাটা টাউন ক্লাব এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর যৌথ উদ্যোগে এই ফেস্টিভাল আয়োজিত হবে। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে আয়োজকদের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। ফেস্টিভালের পোস্টার প্রকাশ করা হয়।

জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মূল এলাকাগুলো বন্ধ থাকে। খুব কম পর্যটক এই সময় ডুয়ার্সে ঘুরতে আসেন। অথচ, এই মরশুমে প্রাণবন্ত সবুজ জঙ্গল ও কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড় মায়াবী পরিবেশ তৈরি করে। বৃষ্টির সময় নদী ও ঝরনাগুলিও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ডুয়ার্সের এই সৌন্দর্যের সঙ্গে পর্যটকদের মেলবন্ধন তৈরি করার জন্যই এই আয়োজন।

৮ অগাস্ট থেকে ১০ অগাস্ট পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত এই ফেস্টিভালে থাকছে ম্যারাথন, সাইক্লিং, নৌকাবাইচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গ্রামীণ মহিলাদের তৈরি জিনিসের বাজার। অ্যাক্ট-এর আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, 'এই ফেস্টিভালের মাধ্যমে, বিশেষ করে ফালাকাটার মতো ঐতিহ্যবাহী শহরকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হবে। এছাড়াও পর্যটকরা ডুয়ার্সের গ্রামীণ সংস্কৃতি, খাবারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।'

৮ অগাস্ট ফালাকাটা টাউন ক্লাবে এই ফেস্টিভালের উদ্বোধন করবেন আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ৯ অগাস্ট সাইক্লিং ও ওয়াকাথন শুরু হবে ফালাকাটা টাউন ক্লাব থেকে। ১০ অগাস্ট মাদারিহাট ও ফালাকাটা টাউন ক্লাব থেকে শুরু হবে ম্যারাথন। ওইদিনই মুজনাই নদীতে

> **অনুষ্ঠান সূচি**
>
> ■ ৮ অগাস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফালাকাটা টাউন ক্লাবে
>
> ■ ৯ অগাস্ট সাইক্লিং ও ওয়াকাথন
>
> ■ ১০ অগাস্ট ম্যারাথন ও নৌকাবাইচ
>
> ■ এছাড়াও প্রতিদিন ফালাকাটা টাউন ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ বাজার থাকছে

নৌকাবাইচ ফেস্টিভালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশগ্রহণ করতে আসবেন প্রতিযোগীরা। এছাড়া প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ বাজারের আয়োজন থাকবে ফালাকাটা টাউন ক্লাবে।

সিআইআই-এর ভাইস চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা জানান, ডুয়ার্সের মনসুন পর্যটনের সঙ্গে পর্যটকরা খুব একটা পরিচিত নন। এই ফেস্টিভালের মধ্যে দিয়ে জলদাপাড়া, চিলাপাতার মতো এলাকার গ্রামীণ পর্যটনের সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করানো হবে।

থাকতে পারেন উত্তম

প্রথম পাতার পর

'২১ জুলাই বাংলার সম্মান রক্ষা করার লড়াই। উত্তম বাঙালি ও রাজবংশী। অসমের বিমাতৃসুলভ আচরণে তাঁর মনে আঘাত লেগেছে। তাই তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনতে।'

যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথায়, উত্তমকে নিয়ে তৃণমূল যেভাবে এগোতে চাইছে, তা খুব শীঘ্রই বুমেরাং হয়ে যাবে। যেভাবে তুফানগঞ্জের আরতি ঘোষকে নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বকে বিপাকে পড়তে হয়েছে।'

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে ভিনরাজ্যে বাঙালি নির্যাতন, এনআরসি ও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগকে প্রচারে আনার গাইডলাইন মুখ্যমন্ত্রী ২১শে জুলাই দেবেন ও রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

সমাজমাধ্যমে মমতার আক্রমণের মুখে উত্তর দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রীও।

'প্রিয় দিদি' সম্বোধন করে তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ভাষার ভিত্তিতে অসম কারও বিরুদ্ধে লড়ছে না। আমাদের লড়াই বেআইনি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। আমাদের লড়াই নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার।' কিন্তু দেশজুড়ে বাংলাভাষীদের বেছে বেছে আক্রমণ করাকে 'সংবিধান অবমাননা' বলে প্রচার করছে তৃণমূল। একইসঙ্গে অসমের ধুবড়িতে শতাব্দীপ্রাচীন কালী মন্দির ভাঙার অভিযোগে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছে ঘাসফুল শিবির। সমাজমাধ্যমে তৃণমূল কটাক্ষ করেছে, 'বিজেপির কাছে ভক্তিটাও অভিনয়। প্রধানমন্ত্রীর সভার আমন্ত্রণপত্রে বড় বড় করে জয় মা কালী লেখা হয়েছে। অথচ ধুবড়িতে শতাব্দীপ্রাচীন কালী মন্দির ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য পালটা বলেন, 'ধর্মান্ধ মৌলবাদী ফ্যাসিজমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তৃণমূল। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ভোট পাওয়ার জন্য আবদুল মান্নান, অধীররঞ্জন চৌধুরী ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো তাবড় রাজনীতিবিদদের তৃণমূল নেতাদের মতো খারাপ ভাষা কোনওদিন ব্যবহার করতে হয়নি।'

মমতার বক্তব্য, 'অসমে বিজেপির বিভেদমূলক অ্যাজেন্ডা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। যাঁরা মাতৃভাষা ও নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করছেন, আমি তাঁদের পাশে আছি।' তৃণমূল নেত্রীর উদ্দেশে হিমন্ত পালটা দীর্ঘ পোস্টে লেখেন, 'অসমের হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তার কারণ, বাংলাদেশ থেকে অনবরত মুসলিম অনুপ্রবেশ। সুপ্রিম কোর্ট অনুপ্রবেশকে বৈদেশিক আগ্রাসন বলেছে। আমাদের জমি, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় বাঁচানোর জন্য যখন আমরা লড়াই করছি, তখন আপনি সেটা নিয়ে রাজনীতি করছেন।'

কাবু কিং খান

প্রথম পাতার পর

চোটের কারণে শাহরুখের শ্রীলঙ্কা সফরও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিনেতাকে এক মাসের বিরতি নিয়ে কাজে ফেরার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। শাহরুখও দ্রুত সুস্থ হয়ে সেটে ফিরতে চাইছেন। হয়তো হাসপাতালের বেডে শুয়েই বলছেন, 'কোই বাত নেহি সেনোরিটা, বড়ে বড়ে স্টারকে লাইফ মে অ্যায়সে ছোটি ছোটি চোট লগতে হ্যায়!' তবে এই প্রথম নয়, এর আগে একাধিকবার শুটিং করার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তিনি। বনি কাপুরের সিনেমা 'শক্তি'র সেটে পিঠে চোট পান। সেসময়ও যুক্তরাজ্যে তাঁর চিকিৎসা হয়। তাছাড়া 'ডর', 'কোয়লা', 'রা ওয়ান', 'দুলহা মিল গ্যয়া', 'মাই নেম ইজ খান' সহ একাধিক সিনেমার শুটিংয়ে আহত হয়েছেন শাহরুখ। এবং প্রতিবারই দ্রুত সেরে উঠে সেটে ফিরেছেন নতুন উদ্যমে। এবারও খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন বাদশা। সেটে ছড়িয়ে দেবেন তাঁর ক্যারিশমা।

প্রিয় অভিনেতাকে বড় পর্দায় দেখতে উৎসুক সিনেমাপ্রেমীরা। এই দুর্ঘটনা যে সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, তা শাহরুখেরই ডায়ালগ আউড়ে বোঝাতে চাইলেন আলিপুরদুয়ারের কিংশুক গোস্বামী, 'সিনেমার মতো আমাদের জীবনেও শেষ অবধি সব ঠিক হয়ে যায়। আমাদের হিরোও ঠিক হয়ে যাবেন...'

ফের বাংলাদেশি ধৃত পানিট্যাঙ্কিতে

খড়িবাড়ি, ১৯ জুলাই : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি নাগরিক। ধৃতের নাম মহম্মদ আজিজুল হাকিম সাব্বির। তিনি বাংলাদেশের ঢাকার শ্যামপুরের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি মেচি ব্রিজ দিয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় সন্দেহ হওয়ায় ওই বাংলাদেশি তরুণকে আটক করেন এসএসবি জওয়ানরা। ধৃতের কাছ থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। এরপর ধৃতকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, ধৃত বাংলাদেশি তরুণ অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। এসএসবি তাঁকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ তাঁকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলে। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

২৭ বছরের ওই তরুণ এক মাসের পর্যটন ভিসা নিয়ে ঢাকা থেকে বিমানে কাঠমান্ডু এসেছিলেন। নেপালে তাঁর ভিসার মেয়াদ ছিল ১৪ জুলাই থেকে ১২ অগাস্ট পর্যন্ত। তিনি নেপালের কাঁকরভিটার একটি হোটেলে ছিলেন। এসএসবি জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে, ধৃত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তিনি ভারতীয় সামগ্রী বাংলাদেশে আমদানি করেন।

নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত তরুণ।

পানিট্যাঙ্কি মুক্ত সীমান্ত হওয়ায় তিনি শুক্রবার রাতে নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। এর আগেও তিনি ২০২৪-এ ভিসা ছাড়া পানিট্যাঙ্কি মুক্ত সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে কলকাতা ও অসমে ৪ মাস কাটিয়েছিলেন। এবারেও তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ধৃত ওই তরুণের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ভারত-নেপাল মুক্ত সীমান্ত দিয়ে কেবলমাত্র নেপাল ও ভারতের নাগরিকরা পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া যাতায়াত করতে পারেন। কিন্তু অন্য কোনও দেশের নাগরিককে নেপাল থেকে ভারতে বা ভারত থেকে নেপালে যেতে হলে পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু অনেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করছেন।

কালজানি নদীর ঘাটে নয়া পর্যটনের ভাবনা এখনও অথৈ জলে

গঙ্গা আরতির স্বপ্ন অধরা

সূর্য ডুবতে না ডুবতেই গঙ্গার ঘাটের ধারে ঢাকের শব্দ, শঙ্খধ্বনি আর প্রদীপের আলোয় গঙ্গা আরতি, এমন দৃশ্যের কথা ভাবলেই মনটা শান্ত হয়ে যায়। সেই ভাবনাতে, বছরের শুরুতে বড় ঘোষণা করে শহরবাসীর মন জয় করেছিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। বলা হয়েছিল, কালজানি নদীর ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিসর্জন ঘাট নতুন রূপে গড়ে উঠবে। তৈরি হবে মনোরম পার্ক, বাঁধানো ঘাট, আর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গা আরতির ধ্বনি ছড়িয়ে পড়বে নদীর কিনার ঘেঁষে। সেই ঘোষণার প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত। কোনদিকে কাজ এগোচ্ছে? আর কতটা কাজ হয়েছে? তারই খোঁজ নিলেন **দামিনী সাহা**।

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : বাস্তব বড়ই কঠিন। প্রায় ছ'মাস পেরিয়ে গেলেও সেই গঙ্গা আরতির পরিকল্পনা শুধুই রয়ে গিয়েছে কাগজে-কলমে। ২০২৫ সালে আলিপুরদুয়ারের নাগরিকদের আর গঙ্গা আরতি দেখার সৌভাগ্য হচ্ছে না, এ কথা এখন প্রায় নিশ্চিত।

ঘোষণার সময় শহরে প্রচুর হইচই পড়ে যায়। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট শেয়ার করে অনেকেই জানিয়েছিলেন, এতদিনে আলিপুরদুয়ারেও কিছু ভালো হতে চলেছে। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, আলিপুরদুয়ার এবার পর্যটনের নতুন ঠিকানা হবে। কিন্তু সেই স্বপ্নের গায়ে জমেছে ধুলো। প্রকল্প ঘোষণার পরে একবার টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা আর এগোয়নি। এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত টেন্ডার হয়নি। পুরসভা জানিয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রস্তাবিত ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কালজানি নদীর ঘাটে এখনও শুরু হয়নি প্রকল্পের কাজ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভঙ্গ প্রতিশ্রুতি

- বছরের শুরুতে পুরসভা যে ঘোষণা করেছিল, সেই কাজ শুরু হয়নি
- এখনও টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়নি বলে জানিয়েছে পুরসভা
- বর্ষা ও পুজোর সময় থাকায় এই বছর প্রকল্পটি শুরু করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান
- গঙ্গা আরতির ঢাকঢোল এখনই বাজছে না, বাজছে নাগরিকদের হতাশার সুর

যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সেখানে একটি পার্ক তৈরি হবে। বিসর্জন ঘাট বাঁধানো হবে। পাশাপাশি প্রতিদিন গঙ্গা আরতির আয়োজন থাকবে। তবে বর্ষা ও পুজোর সময় থাকায় এই বছর প্রকল্পটি শুরু করা সম্ভব নয়। এখনও টেন্ডার হয়নি। টেন্ডার হলে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে, তারপর কাজ শুরু হবে।' কিছুটা সময় লাগবে বলে মন্তব্য তাঁর।

শহরের বাসিন্দারা অবশ্য এই দেরিতে একেবারেই খুশি নন। 'গঙ্গা আরতির কথা শুনে আশাবাদী ছিলাম', বললেন শহরের বাসিন্দা বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ। তাঁর কথায়, 'শহরের ধর্মীয় সংস্কৃতি বিকাশের এটি বড় সুযোগ হতে পারত। এখনও কাজ না শুরু হওয়ায় হতাশ লাগছে।'

এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র ধর্মীয় আয়োজন নয় বলে আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে'র মত। নদীর ধারে বোটিং, নৌকাবিহার বা জলের ওপর ভাসমান ক্যাফে তৈরি করা যেত বলেও তাঁর ভাবনা। তাঁর বক্তব্য, 'এতে স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি বাইরের পর্যটকরাও

আকৃষ্ট হতেন, যা রাজস্ব বৃদ্ধিতেও সাহায্য করত।'

তাঁর সংযোজন, 'ঘাট ঘিরে ক্ষুদ্র ব্যবসার অনেক সম্ভাবনা ছিল। খাবারের দোকান, হস্তশিল্প বিক্রি, ফোটোগ্রাফি স্টল, এমনকি স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনার মঞ্চও তৈরি করা যেত। দেশের বহু শহরে নদীঘাট ঘিরে ট্যুরিজম গড়ে উঠেছে। আলিপুরদুয়ারেও সেই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক দেরিতে তা এখন থমকে আছে।'

শুধু প্রকল্প ঘোষণায় কাজ হয় না, বাস্তবায়নও জরুরি বলে মনে করছেন শহরের বাসিন্দারা। গঙ্গা

> ঘাট ঘিরে ক্ষুদ্র ব্যবসার সম্ভাবনা ছিল। খাবারের দোকান, হস্তশিল্প, ফোটোগ্রাফি, এমনকি স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনার মঞ্চও তৈরি করা যেত।
>
> **প্রসেনজিৎ দে** *সাধারণ সম্পাদক আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতি*

আরতির ঢাকঢোল এখনই বাজছে না। বাজছে নাগরিকদের হতাশার সুর। আর বছরের শেষ অবধি সেই সুরই বোধহয় বজায় থাকবে।

স্বস্তির বৃষ্টি... আলিপুরদুয়ার শহরের বেলতলা এলাকায় শনিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে রোগের প্রকোপ

চেম্বার ভর্তি, বসার জায়গা নেই রোগীর

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : একদিকে অসুস্থ সন্তানকে কোলে নিয়ে রোদের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা। অন্যদিকে, কোনও বয়স্ক মানুষ হয়তো হন্যে হয়ে একটু ছায়া খুঁজছেন। এছাড়া কোথাও হয়তো দেখবেন কোনও গর্ভবতী বসার জায়গা না পেয়ে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর এমন দৃশ্যই এখন প্রতিদিনের হয়ে উঠেছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। বহু বছর ধরে এই এলাকায় গড়ে উঠেছে ওষুধের দোকানকেন্দ্রিক একাধিক প্রাইভেট চেম্বার। কিন্তু প্রাইভেট চেম্বারগুলো তৈরির সময়ে কেউই সেখানে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের জন্য সামান্য পরিষেবার কথা চিন্তা করেননি। আর তার ফলাফল এখন ভুগতে হচ্ছে এখানে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষগুলোকে।

জায়গা অল্প, চাহিদা বিপুল। হাসপাতাল রোড এলাকায় বেশ কিছু ওষুধের দোকানের পিছনেই একের পর এক চেম্বার। এলাকার এক ফার্মাসিস্ট জয়ন্ত দেবনাথ জানান, কোথাও দুজন, কোথাও সাতজন পর্যন্ত চিকিৎসক একই দিনে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় তিনটি শিফটে এই এলাকায় রোগী দেখেন। আর প্রতি চিকিৎসকই গড়ে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ জন রোগী দেখেন। এর ফলে দৈনিক রোগীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় হাজারে। কিন্তু সেই তুলনায় নেই পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, নেই শৌচালয়ও। এক-একটি দোকানের সামনে রাখা মাত্র দুটি বেঞ্চি, সেখানে বসতে পারেন বড়জোর তিনজন। আর বাকিরা কোথায় যাবেন? তাঁদের কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ফুটপাথে বসে, কেউ বা সামান্য ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সন্তান কোলে দাঁড়িয়ে থাকা অণিমা পণ্ডিতের কথায়, 'আমার মেয়ে জ্বরে ভুগছে। দুপুর ১২টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। এখন ১টা বেজে গিয়েছে, ডাক্তারবাবু এখনও আসেননি। বাচ্চাকে নিয়ে দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, বসার মতো একটা চেয়ারও নেই।' যেগুলো আছে তাতে লোক বসে আছেন আর সকলেই বাচ্চা নিয়ে আসায় কাউকে তুলেও দিতে পারছেন না বলে তিনি জানান। চানপাড়ার বাসিন্দা রুবি খাতুন ছ'মাসের গর্ভবতী। বসার জায়গা না পেয়ে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁকেও। শেষমেশ স্বামীকে ফোন করেন। স্বামী টোটোচালক। সেই টোটো নিয়ে আসার পরে কষ্ট করে সেখানেই ডাক্তারের অপেক্ষায় বসেছিলেন।

জেলা হাসপাতাল চত্বরে রোগীদের ভিড়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> আমার মেয়ে জ্বরে ভুগছে। দুপুর ১২টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। এখন ১টা বেজে গিয়েছে, ডাক্তারবাবু এখনও আসেননি। বাচ্চাকে নিয়ে দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, বসার মতো একটা চেয়ারও নেই।
>
> **অণিমা পণ্ডিত**

আর শুধু বসার জায়গাই নয়, নেই শৌচালয়েরও সঠিক ব্যবস্থা। এক বৃদ্ধার মেয়ে বলেন, 'আমার মা মূত্রনালির সংক্রমণে ভুগছেন, অপেক্ষার সময় তাঁর শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু চারপাশে কোনও শৌচালয় নেই, বাধ্য হয়ে তাঁকে গতকাল বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আজ সকাল সকাল নাম লিখিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারি।'

আর এই সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ওষুধের দোকানদারেরাও। স্থানীয় এক ফার্মাসির মালিক নাম না লেখার শর্তে জানান, তাঁর দোকান ছোট, তবু দোকানের বাইরে দুটো বেঞ্চি রেখেছি। কিন্তু তাতে কোনও যে লাভ হয় না, সেটা তিনিও বোঝেন। কারণ এককে সময়ে ২০ জন ভিড় করেন, তাঁদের পক্ষে সবসময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। একারণে অনেক সময় রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে বচসাও হয়ে যায়।

তবে অনেকেই বলছেন, এই সমস্যা নতুন নয়, অথচ এতদিনেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। দোকানের পাশে চেম্বার বানিয়ে ডাক্তারবাবুরা ব্যবসা করছেন, কিন্তু রোগীর ভিড় সামলানোর বুনিয়াদি ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। ফলে যত দিন যাচ্ছে, সমস্যা তত বাড়ছে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

শনিবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	৩
বি পজিটিভ	২০
ও পজিটিভ	১০
এবি পজিটিভ	৪
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	২
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

সংস্কার শেষ হলেও যানজটের আশঙ্কা শহরবাসীর

বিকল্প সেতুর দাবিতে সরব

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : আলিপুরদুয়ার শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল কালজানি সেতুর একপাশ বন্ধ রেখে সংস্কার চলে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ হয় মেরামতির কাজ। কিন্তু এই দু'দিন শহরের যে চেহারা দেখা গেল, তাতে ফের জোরালোভাবে সামনে এল একটি পুরোনো প্রশ্ন, মাত্র একটি সেতুর উপর ভরসা করে কি গোটা শহরের যানবাহন ও জনজীবন নির্বিঘ্ন রাখা সম্ভব? এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ অফিসার প্রবীর হালদারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বৃহস্পতিবার দুপুরের চিত্র ছিল দুর্বিষহ। সেতু পার হতে গাড়ির সারি দেখা যায় বীরপাড়া চৌপথি পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন হাটখোলায় বসে থাকা ব্যবসায়ী মহাদেব রায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার হাটের দিন ছিল। সকালবেলায় পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় বেচাকেনায় ক্ষতি হয়েছে। আগে থেকে জানলে অন্তত একটু আগে বের হতাম।' কলেজ পড়ুয়া মৌসুমি রায়ের কথায়, 'আমাদের কলেজটা সেতু সংলগ্ন। সপ্তাহের শেষের দু'দিন গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল, অথচ যানজট থাকায় ক্লাসে আসতেই পারিনি সময়মতো।'

এভাবেই যানজট লেগে থাকে কালজানি সেতুতে। -ফাইল চিত্র

শুধু যানজট নয়, অভিযোগ উঠেছে সময় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার অভাবের। শহরের প্রবীণ নাগরিক নিখিল দাসের মতে, 'এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার সপ্তাহের মাঝে করাটা শহরবাসীর উপর চাপ তৈরি করে। শনিবার বা রবিবার অথবা টাউন বন্ধের মঙ্গলবার এই কাজ করলে ভোগান্তি অনেকটাই এড়ানো যেত।' একই সুর শোনা যায় টোটোচালক ভোলা দাসের কণ্ঠেও- 'দু'দিন তেমন যাত্রী তুলতে পারিনি। শুধু সেতু পার হতে ২০ মিনিট লেগেছে। দিন আয়ে চলা মানুষজনের কাছে এটা মারাত্মক।'

এই কালজানি সেতুই আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করে। ফলে এই সেতুর যে কোনও একপাশ আটকে দিলে তার প্রভাব পড়ে দুই জেলার যাতায়াতে। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অফিসগামী, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সকলেই বিপাকে পড়ছেন। শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে সংস্কারকাজ শেষ হয়েছে ঠিকই, তবে এই অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেরই মুখে একটাই কথা শোনা যাচ্ছে একটি মাত্র সেতুর উপর পুরো শহরের ভরসা কতটা যুক্তিযুক্ত?

এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, 'দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের দাবি আমরা বহু বছর

> এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার সপ্তাহের মাঝে করাটা শহরবাসীর উপর চাপ তৈরি করে। শনিবার বা রবিবার অথবা টাউন বন্ধের মঙ্গলবার এই কাজ করলে ভোগান্তি অনেকটাই এড়ানো যেত।
>
> **নিখিল দাস** *প্রবীণ নাগরিক*

ধরে জানিয়ে আসছি। এখন তার বাস্তব প্রয়োজন শহরবাসী নিজেরাই উপলব্ধি করছেন। সপ্তাহের মাঝে হঠাৎ করে কাজ শুরু করা এক কথায় পরিকল্পনার অভাব বলা যায়। শনিবার, রবিবার বা মঙ্গলবার টাউনের দোকানপাট বন্ধ থাকে সেটা মাথায় রেখে এই দিনগুলোতেও করা যেত। কিন্তু প্রশাসন কারও সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করেনি এটাই দুঃখজনক ব্যাপার।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, সংস্কারকাজের জন্য একাধিক বিভাগের অনুমতি এবং নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকায় সময়ে বদল সম্ভব হয়নি। তবু শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে কাজ শেষ করে সেতুর উভয়পাশেই যান চলাচল সচল করা হয়েছে। লোকজনের যাতায়াত ও যানবাহনের সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় সেতুর পরিকল্পনা অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবি উঠছে সর্বত্র।

কর্মসূচি বদল

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালিদের হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। শনিবার একই ইস্যুতে শহরে প্রতিবাদ মিছিল করার কথা ছিল সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির। কিন্তু বৃষ্টির কারণে এদিন ওই কর্মসূচি বদল করতে হয়। মিছিলের বদলে এদিন আলিপুরদুয়ার শহরের চৌপথি এলাকায় বিক্ষোভ করে পথসভা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস, শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অরূপ পাকড়াশি।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : এগারো হাজার ভোল্টের কেবলের কাজের জন্য রবিবার ডুয়ার্সকন্যা সহ আলিপুরদুয়ার থানা, এসপি অফিস সহ কোর্ট চত্বরে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকবে না। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে বলে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে খবর।

বিজেপির বাইক মিছিল

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : ২১শে জুলাই কলকাতায় শহিদ সমাবেশ নিয়ে বৃহস্পতিবার বাইক মিছিল করেছিল তৃণমূল। শনিবার ২১শে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযান সফল করতে বাইক মিছিল করল বিজেপি। এদিন বিজেপির যুব মোর্চার তরফে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়া ইটভাটা থেকে মিছিল শুরু হয়। আলিপুরদুয়ার শহরের বিএফ রোড ধরে ডিআরএম চৌপথিতে মিছিল শেষ হয়। বাইক মিছিলে অংশ নেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস সহ অন্য নেতারা। বিজেপির মিছিলে অংশগ্রহণকারীদেরও সিংহভাগের মাথায় ছিল না কোনও হেলমেট। তবে দলের জেলা সভাপতি নিয়ম ভাঙেননি।

পুজোয় বাড়তি রোজগার, বাইরে থেকে মৃৎশিল্পীরা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুলাই : বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো প্রায় দু'মাস পরে। তা ঘিরেই পাড়ায় পাড়ায় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও মণ্ডপের কাজ চলছে, আবার কোথাও চলছে শেষ পর্যায়ের মিটিং। কাজ এগিয়ে রাখছেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরাও। আর সব কাজ সঠিক সময়ে শেষ করার জন্য চাই পর্যাপ্ত শিল্পী। শহরের পাশাপাশি বাইরের জেলা, এমনকি দক্ষিণবঙ্গ থেকেও আসছেন শিল্পীরা। ফলে পুজোয় কিছুটা বাড়তি লাভের মুখ দেখছেন বাইরে থেকে আগত শিল্পীরা।

শহরের নোনাই নদী সংলগ্ন পালপাড়ায় রয়েছে বেশ কয়েকটি শিল্পালয়। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, কেউ মাটির কাজ করছেন, আর কেউ খড় বাঁধছেন। আবার কয়েকজন মূর্তির বিভিন্ন নকশার কাজ করছেন। আর তাঁদের সঙ্গেই সমান তালে কাজ করে চলছেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মৃৎশিল্পী। সুশান্ত পালের কারখানায় কাজ করতে নদিয়া থেকে এসেছেন কয়েকজন মৃৎশিল্পী। তাঁদের মধ্যে এক মৃৎশিল্পী শুভঙ্কর পাল বলেন, '৪-৫ বছর ধরে এখানে কাজ করতে আসছি। বছরে অন্য সময় আমাদের নদিয়াতে কাজ করলেও পুজোর মরশুমে এখানে ভালো চাহিদা থাকায় এদিকে কাজ করতে আসি।'

কোচবিহার খাগরাবাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে জংশন এলাকার এক কারখানায় কাজ করতে এসেছেন ২৯ বছরের এক শিল্পী অমিত দাস। তিনি পেশায় দিনমজুর। তাঁর কথায়, 'পুজো এলেই এখানে চলে আসি মূর্তির বাঁশের কাঠামো তৈরি করতে। পরিবারের মুখে অল্প হাসির জন্য একটু বাড়তি রোজগারের আশায় এসেছি।' একই কথা কোচবিহার থেকে কাজ করতে আসা বিশ্বজিৎ দাস, শ্যামল সিংহয়ের। হাটখোলার বিনয় পাল ও অনিল পালের কারখানায় কাজ করতে এসেছেন তাঁরা। তাঁদের মুখেও একই কথা শোনা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বাইরে থেকে কুমোরটুলিগুলিতে আসা বেশিরভাগ মৃৎশিল্পী মূলত মাটির কাজ ও রঙের কাজ করছেন। জানা গিয়েছে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস থেকেই তাঁরা এসেছেন। কিছুটা কাজ এগিয়ে রেখে তাঁরা চলে যাচ্ছেন পার্শ্ববর্তী জেলায়। সেখানে কাজ করে পুনরায় তাঁরা আবার রঙের কাজ করতে শহরে আসবেন।

এদিকে, মজুরি বেশি দিয়ে কাজ করালেও তাঁদের কাজে অনেকটাই স্বস্তি পাচ্ছেন জেলার মৃৎশিল্পালয়ের মালিকরা। মৃৎশিল্পী অংশু পাল জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোর সময় শহরের কারিগররা অসম সহ বিভিন্ন রাজ্যে চলে যান কাজ করতে। কারণ সেখানে এখানের তুলনায় দৈনিক মজুরি বেশি বলে মন্তব্য তাঁর। ফলে কারখানাগুলোতে কারিগরের অভাব দেখা যায়। পাশাপাশি কিছু কিছু ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের পছন্দমতো থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থিমের ঠাকুরের কাজ করায়। ফলে সেই কজের জন্য দূর থেকে সুদক্ষ শিল্পী নিয়ে আসতে হয় বলে তাঁর মত। পুজোর মরশুমে বাইরের শিল্পীর হাজিরা কাজ হিসেবে পান ৮০০-৯০০ টাকা। অনেকে আবার কাজ শেষে মোটা অঙ্কের টাকা পরিবারের হাতে তুলে দেন। ফলে সব মিলিয়ে কিছুটা হলেও তাঁদের মুখেও হাঁসি ফুটেছে।

> ৪-৫ বছর ধরে এখানে কাজ করতে আসছি। বছরে অন্য সময় আমাদের নদিয়াতে কাজ করলেও পুজোর মরশুমে এখানে ভালো চাহিদা থাকায় এদিকে কাজ করতে আসি।
>
> **শুভঙ্কর পাল** *নদিয়া থেকে আসা মৃৎশিল্পী*

আমরা কি শিঙাড়া খাব না, খাব না আমরা জিলিপি?

অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও চিনিযুক্ত খাবারে সাধারণের আসক্তি কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার চপ, শিঙাড়া, জিলিপি বিক্রির দোকানে বিধিসম্মত সতর্কবার্তা টাঙানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর তারপর থেকেই প্রবল চর্চা শুরু। পক্ষে, বিপক্ষে প্রচুর মতবাদ। রাজনীতির অভিযোগও উঠেছে। তবে এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, চপ, শিঙাড়া, জিলিপির মতো খাবার যুগ যুগ ধরে বাঙালির জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। এ সব ছাড়া আমাদের জীবনকে কল্পনাও বৃথা। এ নিয়েই এবারের উত্তর সম্পাদকীয়তে জোড়া প্রতিবেদন।

রাজ্যে ৪০ লক্ষ মানুষের জীবন জড়িয়ে

সুমন ভট্টাচার্য

বালুরঘাট, যে শহর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপির সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারেরও শহর, উত্তরবঙ্গের সেই শহরে গেলে কোনও খাদ্যরসিক দু'টাকার শিঙাড়া 'মিস' করবেন না। টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য বাংলার নির্বাচন কভার করতে বেরিয়ে আমরাও বালুরঘাট শহরের সেই বিখ্যাত দোকানে, 'সুইটস সেন্টার', গিয়ে শিঙাড়া বা অন্য মিষ্টি খেতে ভুলে যাইনি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজ্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা এইসব মিষ্টির দোকানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশ মেনে শিঙাড়া বা জিলিপি নিয়ে সতর্কবার্তা বা শিঙাড়া খেলে কতটা 'ওবিসিটি' বা স্থূলতার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই সতর্কবাণী কে টাঙাবে? উত্তরবঙ্গ থেকে কাট টু আমার শ্বশুরবাড়ির জেলা বর্ধমান। বর্ধমানের কাটোয়া শহরের উত্তরা সিনেমা হলের পাশে শিঙাড়াও সমান বিখ্যাত। ফেসবুকে শিঙাড়া খাওয়ার ছবি পোস্ট করলেই কাটোয়ার মানুষজন ওই শহরের 'আইকনিক' শিঙাড়ার দোকানের কথা মনে করিয়ে দেন।

বালুরঘাট আর কাটোয়া, উত্তরবঙ্গ আর দক্ষিণবঙ্গের দুটি শহর আসলে প্রতীক মাত্র। এই রাজ্যের প্রায় সব মিষ্টির দোকানেই শিঙাড়া আর জিলিপি পাওয়া যাবে। বাঙালির ব্যবসা নিয়ে চর্চা করতে এবং বাঙালিদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগী বাড়াতে তৈরি হওয়া সংগঠন 'বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল'-এর কর্তারা বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গে অন্তত এক লক্ষ বাঙালি মিষ্টির দোকান আছে, যার উপর অন্তত পাঁচ লক্ষ 'কারিগর' নির্ভরশীল। 'বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল'-এর সদস্য এবং বিমানবন্দরগুলিতে 'মধুরেণ' নামে মিষ্টির দোকানের ব্র্যান্ড চালানো গৌরব ঘোষের হিসেব অনুযায়ী শুধুমাত্র বাঙালি মিষ্টির দোকানের রোজগারের উপর নির্ভরশীল অন্তত পঁচিশ লক্ষ মানুষ। 'বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল' বা তার সঙ্গে জড়িত বাঙালি মিষ্টি ব্যবসায়ীরা যে হিসেব দিচ্ছেন, তা মূলত বাঙালি মিষ্টির দোকানের। কিন্তু তার বাইরেও শিঙাড়া ভাজে, রসালো জিলিপি গরম গরম পরিবেশন করে এইরকম পথের উপরের দোকানের সংখ্যাও এই রাজ্যে কম নয়। আমি যে এলাকায় অফিস করি, অর্থাৎ কলকাতার অফিসপাড়া বিবাদী বাগ থেকে টেরিটি বাজার হয়ে কলেজ স্ট্রিট, রাজাবাজার পর্যন্ত এইরকম নামগোত্রহীন, সাইনবোর্ডহীন শিঙাড়া-জিলিপির দোকানও অন্তত হাজারখানেক হবে।

বলাই বাহুল্য মিষ্টির দোকানে যেমন শিঙাড়া-জিলিপি বিক্রি হওয়াটা বাধ্যতামূলক, তেমনই নামগোত্রহীন শিঙাড়া-জিলিপি এবং কচুরির দোকানও রাজ্যে রয়েছে কয়েক হাজার। শ্রমিক সংগঠনের পরিভাষায় বলতে গেলে এইসব অসংগঠিত ফুটপাথে চলতে থাকা শিঙাড়া-জিলিপির দোকানের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে কয়েক লক্ষ মানুষের রুটি-রুজি। জনসংখ্যার বিন্যাস এবং তাত্ত্বিকতার দিক থেকে দেখতে গেলে মিষ্টির দোকানগুলির সঙ্গে যদি জড়িয়ে থাকে বাঙালি 'কারিগর'দের ভাগ্য, তাহলে এইসব 'ফুটপাথিয়া', 'রোডসাইড' অস্থায়ী দোকানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় চলে আসা উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের কয়েক লক্ষ মানুষের ভাগ্য। যদি শিঙাড়া এবং জিলিপি 'স্বাস্থ্যের দিক থেকে কতটা ক্ষতিকর' এই বিধিনিষেধ চাপিয়ে এই অবাঙালি 'কারিগর'দের পেটে লাথি মারা হয়, তাহলে গেরুয়া শিবির যাদের নিজেদের 'সম্ভাব্য ভোটব্যাংক' বলে মনে করে, তাদেরই হারিয়ে বসবে না তো?

বাঙালি মিষ্টির দোকান, ফুটপাথ বা রাস্তার ধারে চলতে থাকা পরিচয়বিহীন দোকান বাদ দিলেও আরও অনেক জায়গায় শিঙাড়া-জিলিপি কিংবা কচুরির মতো জনপ্রিয় খাবার বিক্রি হয়। যেমন ধরা যাক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিনে অথবা রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চলতে থাকা ক্যান্টিনগুলিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা কিন্তু প্রথমেই সরকারি দপ্তরে চলতে থাকা ক্যান্টিনগুলিতে সতর্কীকরণমূলক নির্দেশিকা টাঙানো বাধ্যতামূলক করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে একাধিক কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই শিঙাড়া এবং জিলিপি খেলে কী কী ধরনের বিপদ হতে পারে, তা নিয়ে নোটিশও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আবারও আমাদের রাজ্যে ফিরি। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে চলতে থাকা ক্যান্টিনে যদি শিঙাড়া-জিলিপি বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যে কয়েক হাজার ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যাবে, তার দায় কে নেবে? যদি ক্যান্টিন বন্ধ হয়, তাহলে তাতে যুক্ত কর্মীদেরই বা জীবনযাপনের কী হবে? আমি যখন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চলতে থাকা ক্যান্টিনের কথা বললাম, তখন মনে রাখতে হবে অনেক সরকারি দপ্তরই বহুতল হলে সেখানে বিভিন্ন তলায় আলাদা আলাদা ক্যান্টিন চলে। বহুজাতিকের ব্র্যান্ড, অর্থাৎ ঝকঝকে তকতকে 'কেএফসি' বা 'পিৎজা হাট'-এর বাইরে মিষ্টির দোকান, 'ফুটপাথিয়া' ইটারি আর এপাশে ওপাশে চলতে থাকা ক্যান্টিনের সঙ্গে ভারতবর্ষের কত মানুষের জীবন জীবিকা জড়িয়ে আছে, তা আসলে আমাদের দেশের সরকারি আমলাদের হিসেবের মধ্যে থাকে না। আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই একটা মোটামুটি হিসেব দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যেখানে হয়তো সব মিলিয়ে ৪০ লক্ষ মানুষের জীবন পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে শিঙাড়া বা জিলিপি তৈরিকে কেন্দ্র করে।

বাংলা ভাষায় জাতীয় সংগীত লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মানকচুর জিলিপি' খেতে ভালোবাসতেন। আবার বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় প্রতি বছর পুজোর আগে জিলিপির মেলা বসে, যেখানে সাইকেলের চাকার মাপেরও জিলিপি তৈরি হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে রাঢ়বঙ্গে যে ভাদুপুজো হয়, সেই পুজোকে কেন্দ্র করেই ওই জিলিপির মেলা বসে। আর কোন কারিগর কত বড় জিলিপি বানাতে পারেন, তা নিয়ে প্রতিযোগিতাও হয়। কেঞ্জাকুড়ার জিলিপি মেলায় কেজি দরেও বাঙালির এই মিষ্টি বিক্রি হওয়ার রেওয়াজ আছে। শিঙাড়া এবং জিলিপিকে নিয়ে বাঙালির এই যে আবেগ, এই যে উদরপূরণের স্ফূর্তি আর বিশুদ্ধ মজা, তাতে বাদ সাধতে কাদের এত উদ্যোগ? যদি নাগরিকদের স্বাস্থ্য এত চিন্তার বিষয় হয়, তাহলে পরিবেশ দূষণ নিয়ে বা বড় কর্পোরেটদের কারখানা থেকে নিঃসৃত দূষণ নিয়ে সরকারের ভাবনাচিন্তা আমরা টের পাই না কেন? 'ওবিসিটি' নিয়ে এত সতর্ক কেন্দ্রীয় সরকার বাতাসে এসপিএম (সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার), যা আসলেই প্রাণঘাতী, তা কমানোর বিষয়ে কিছু বলে না কেন?

এটা সত্যি শিঙাড়া এবং জিলিপি দুটোই মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছে। অর্থাৎ আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করা এই দুটি খাদ্যের সঙ্গে একটা 'মুসলমান অতীত' জড়িয়ে আছে। জাহাঙ্গির কত জিলিপি খেতে ভালোবাসতেন বা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিঙাড়া খেয়ে কেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেইসব 'মিথ'কে মাথায় রাখলেও শিঙাড়া এবং জিলিপির সঙ্গে মধ্য এশিয়ার সংযোগ মুসলিম রন্ধন প্রণালীর নিবিড় সম্পর্ককে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এনসিইআরটির পাঠক্রম থেকে মোগল আমল বাদ দেওয়া বা গেরুয়া শিবিরের নাম বদলের ঝোঁকের সঙ্গে শিঙাড়া বা জিলিপিকে নিশানা করার কারণও খুঁজে পাচ্ছেন অনেক বিরোধী। কারণ যাই হোক, শিঙাড়া বা জিলিপিকে বাদ দিলে বাঙালিরই বা চলবে কী করে? আর যাঁরা এ সব তৈরি বা বিপণনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদেরই বা কী হবে?

(লেখক সাংবাদিক)

ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রাসের মেলা থেকে ভাদু পরবে সমান হিট

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

'ছেড়েছ তো অনেক কিছুই পুরনো অভ্যেস
অসুখ বিসুখ হবার পরে জিলিপি সন্দেশ...'

তাহলে কি এটাই শেষপর্যন্ত বাঙালির নিয়তি! অসুখের আতঙ্কে আর নানা রোগ ঘিরে ধরবে বলে খোদ রাষ্ট্র ভয় দেখানোয় শিঙাড়া-জিলিপি-সন্দেশ-পান্তুয়াকে বিদায় জানাবে বেরসিক বাঙালি? ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ নয়। খাবার নিয়ে ইদানীং এই সব জুজু দেখানোর বহু আগে গানওয়ালা কবীর সুমন যখন 'হাল ছেড়ো না'-এ এই দুটি কলি লিখেছিলেন তার দু'বছর পরে তিনিই আবার গেয়ে উঠেছিলেন, 'ধরা যাক আজ রোববার কোনও কাজ নেই / সাড়ে নটায় নিজেকে বলব / আজ জিলিপি আনলে বেশ হয়।' বাদ দেওয়ার কথা বলেও জনপ্রিয় গানওয়ালা জিলিপিকে তো ভুলতে পারেন না, তাই রোববারের সকালে জিলিপির প্রতীক্ষা। জীবন-যাপনে গ্যাস-অম্বল নিত্যসঙ্গী হলেও প্যাঁচ-পয়জারে ওস্তাদ রসিক বাঙালি সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে শিঙাড়া-জিলিপি কখনও কি বাদ দিয়েছে? সে গ্রামের রথ, চড়ক বা রাসের মেলা থেকে শহরে রকের আড্ডাই হোক কিংবা গেরস্তবাড়ির বৈঠকখানা, কড়া থেকে সদ্য নামানো মুচমুচে রসালো জিলিপি আর খোসা সহ চৌকো করে কাটা ছোট ছোট আলুর টুকরো, নারকেল কুচি, বাদাম, শীতের দিনে ফুলকপি আর কড়াইশুঁটির পুর ভরা পাতলা খোলের খাস্তা শিঙাড়া ধূমায়িত চায়ের মজলিশে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

জিলিপির প্রতি দুর্বলতা কার নেই! সত্যজিৎ রায়ের লেখায় আছে, কাশীর হোটেলের বাঙালি ম্যানেজার ফেলুদার জন্যে দুপুরের খাবারে ডাল, ভাত, কপির তরকারি, মাছের ঝোল আর দইয়ের সঙ্গে জিলিপির ব্যবস্থা রেখেছিলেন। 'জয়বাবা ফেলুনাথে' ফেলুদা বলেছিল, কচৌরি গলির হনুমান হালুইকরের রাবড়ির জন্যেই শুধু আবার বেনারস যাওয়া যায়। আর অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন, সেই রাবড়ির ওপরে গোটা চারেক ঘিয়ে ভাজা জিলিপি দিয়ে দিলে তো কথাই নেই। লখনউতে আমিনাবাদে শতবর্ষ প্রাচীন দোকানে সকালের জলখাবারে কচুরি-তরকারির পর অসাধারণ সেই জিলিপি যাঁরা একবার খেয়েছেন তাঁরা কখনও তার স্বাদ ভুলতে পারবেন না। আমরা সাধারণ মানুষ তো কোন ছার, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব জিলিপি কখনও প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি বলতেন, ওটা হল লাটসাহেবের চাকা। পেট ভরা থাকলেও সব ঠেলে-ঠুলে ওর জায়গা ঠিক করে নেবে। কাজেই উত্তরে কোচবিহারের রাসের মেলায় ভেটাগুড়ির বিখ্যাত জিলিপি থেকে শুরু করে দক্ষিণে বাঁকুড়ার ভাদু পরবে সাইকেলের চাকার আকারের চার কেজির অতিকায় জিলিপি নিয়ে আবেগ সর্বত্র।

জিলিপি তো শুধু বাংলাতেই প্রিয় নয়, উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের ২০০ বছরের পুরোনো বেনীরামের দোকানের সুখ্যাতি বিশ্বজুড়ে। কয়েকশো কিমি দূর থেকে অনেকে আসে তার অসাধারণ জিলিপি ও অমৃতির টানে। অমৃতিকে সেখানে বলে 'সুধা কুণ্ডলিকা'। মজার ব্যাপার হল, মধ্যযুগের বাংলায় রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃতে' জিলিপির উল্লেখ রয়েছে 'কুণ্ডলিকা' নামেই, আবার প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থে তার উল্লেখ 'জলবল্লিকা' হিসেবে। আবার হরিয়ানার সোনপত জেলার ঐতিহাসিক শহর গোহানায় বংশপরম্পরায় লালা মোটুরাম হালওয়াইয়ের ২৫০ গ্রাম ওজনের জিলিপির জনপ্রিয়তা এমনই যে 'চায়ে পে চর্চা'-র মতো সব রাজনৈতিক দলই শুরু করেছিল 'জালেব গেইল চর্চা' অর্থাৎ জিলিপি খেতে খেতে ভোটের চর্চা।

আশ্চর্যের কথা, যে জিলিপি বাংলায় বা দেশের নানা রাজ্যে এতই প্রিয়, 'জালেবিয়া' বা 'জুলাবিয়া' হিসেবে তার উৎস কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায়। ইরানে রোজার সময় 'জুলাবিয়া' তৈরি করে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিতরণ করার চল রয়েছে। লেবানন, তুরস্ক, গ্রিস, সাইপ্রাসেও ভিন্ন নামে জিলিপি জনপ্রিয়। মিশরের হানুক্কা উৎসবেও জালাবিয়ার চল। জিলিপির মতো আমাদের শিঙাড়া বা সামোসার উৎপত্তিও আরব দেশের 'সম্বুসাক' থেকে। লক্ষণীয় বিষয় হল, স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে কোনও দেশেই কিন্তু এই সব খাবারের অপকারিতা নিয়ে প্রচার নেই। বছর দশেক আগে বিশিষ্ট সাংবাদিক বীর সাংভি ইস্তানবুল থেকে ফিরে তাঁর একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, আমাদের জিলিপি তুর্কিদের জিলিপির মতো অত তীব্র মিষ্টি নয়। ওদের জিলিপিতে থাকে মধু ও গোলাপজল।

আরব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভারতের আদানপ্রদানের সূচনা দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলে। ষোড়শ শতকে মোগলরা আসার আগেও ইসলামিক শাসন চলেছে কয়েকশো বছর ধরে। কাজেই তাদের মাধ্যমে শিঙাড়া-জিলিপির প্রচলন ঘটে আমাদের দেশে। আর যুগ যুগ ধরে সেগুলি হয়ে উঠেছে আমাদের সকলের কাছে জনপ্রিয় জলখাবার। অতি সম্প্রতি মস্কোতে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে রুশদের মন কেড়েছে সামোসা আর মশলা চা। আর আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক অফিসে, ক্যান্টিনে, বিমানবন্দরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'অয়েল অ্যান্ড সুগার বোর্ড' 'ডিসপ্লে' করার নির্দেশ দিয়েছে। উদ্দেশ্য হল, শিঙাড়া, জিলিপি, পকোড়া, বড়া পাও, লাড্ডু, গুলাব জামুন ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর খাবারদাবার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। অথচ মজার ব্যাপার হল, সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রকের পোস্টারেই রয়েছে বাদল দিনের মনোরম দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে এক কাপ চা ও শিঙাড়ার ছবি -- বর্ষার মেজাজে সাধারণ মানুষ যা চায়।

নানা মিষ্টির দোকানে বা ফুটপাথের স্টলে পোড়া তেলে ভাজাভুজি এবং মিষ্টান্ন দ্রব্যে চিনির বদলে আরও ক্ষতিকারক সস্তার লিকুইড গ্লুকোজ বা অন্যান্য রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে বলে নানা সূত্রে জানা যাচ্ছে। এই ট্রান্স ফ্যাট এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর অতিরিক্ত শর্করা মেদ বৃদ্ধি, হৃদরোগ, ক্যানসার সহ নানা রোগ ডেকে আনছে ঠিকই। কিন্তু একথাও ভেবে দেখার, টাটকা ভাজাভুজি বা মিষ্টান্ন দ্রব্যে রাসায়নিক প্রিজার্ভেটিভ দেওয়া নেই যা রয়েছে প্রক্রিয়াজাত বা প্যাকেটের খাবারে। সে তো আরও ভয়ানক। কয়েকশো বছর ধরে প্রচলিত দেশি খাবার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের জনগণকে ঝকঝকে সাজানো মলে বা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে অজস্র ব্র্যান্ডের স্ন্যাকসের প্যাকেট, নানা ফ্রোজেন আইটেম, সালামি, সসেজ, রেডি-টু-ইট সামগ্রীর প্রতি আরও প্রলুব্ধ করার কর্পোরেট চক্রান্ত চলছে বলে কি মনে হচ্ছে?

শিঙাড়া-জিলিপির বিরুদ্ধে তোপ না দেগে আঙুলটা বরং প্রথমে তোলা উচিত এই সব প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্যাকেটের বিরুদ্ধে। চিনি, লবণ ও ট্রান্স ফ্যাট কতটা রয়েছে তার স্বচ্ছ হিসেব থাকুক প্যাকেটের গায়ে। তারপরে না হয় বোঝা যাবে, জেনেশুনে বিষ কত মানুষ পান করে। অর্থনৈতিক উদারীকরণের আগে অর্থাৎ দেশের বাজারহাট করে বহুজাতিক পণ্যের জন্যে খুলে দেওয়ার আগে তো আমাদের দেশে এত মারাত্মকভাবে রোগভোগ আর মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়া ক্যানসারের প্রকোপ শোনা যায়নি! এবারে ট্রাম্পের চাপে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যচুক্তির ফলে আরও যে কত সর্বনাশ হতে চলেছে তা সময়ই বলবে। দেশি খাবারে ভয় দেখানো আসলে আমেরিকার হুকুমেরই সুচতুর চাল।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

১৪
মহানায়ককে নিয়ে আরও লেখা
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

১৫
ছোটগল্প শিবশংকর সূত্রধর
কবিতা বেণু সরকার, মুন্নী সেন, কাকলি মুখোপাধ্যায়, অজয়পদ সরকার, উত্তম দেবনাথ, ব্রততী দাস, মৌসুমী মজুমদার

আজও উত্তম

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সুযোগ পাওয়ার পর প্রথম সিনেমাটাই মুক্তি পায়নি। তিনি থেমে থাকেননি। জীবনে বহু অবসাদ এসেছে। সে সব কাটিয়ে তিনি নিজস্ব ছটায় উজ্জ্বল। চারদিন বাদেই তাঁর ৪৬তম প্রয়াণ দিবস। তাঁকে নিয়ে কলম ধরলেন তাঁর সহকর্মী, কাছের মানুষরা। রংদার রোববারের এবারের প্রচ্ছদে উত্তমকুমার।

ওরকম 'মা' ডাক আর শুনিনি

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

উত্তমকুমার যে আমাদের মধ্যে নেই, এই কথাটাই আমি বিশ্বাস করি না। নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে এখনও তিনি বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। প্রতিদিন কোনও না কোনও প্রসঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। উত্তমকুমারকে আজও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, আগামীতেও হবে না। এমন একটা দিন নেই যে, আমরা তাঁকে স্মরণ করি না। আমি বিশ্বাস করি, দেহটা চলে যায়, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। মনের ভেতরে মানুষের স্মৃতি রয়ে যায়।

আমার অনেক আগে উত্তমকুমার সিনেমার দুনিয়ায় আসেন। হতে পারে সেই সিনেমাগুলো ততটা জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু আমি যখন সিনেমা শুরু করছি, ততদিনে উত্তমকুমার বেশ পরিচিত।

'শ্যামলী' নাটকে অনিলের ভূমিকায় অভিনয় করতেন উত্তমকুমার। সেই নাটকে উত্তমকুমারের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বহু মহিলা দর্শক এসে বলতেন, যদি আপনার মতো আমাদের একটা সন্তান থাকত!

এরপর একসঙ্গে একাধিক সফল সিনেমায় অভিনয় করেছি। দুজনেরই জনপ্রিয়তা বেড়েছে। উত্তমকুমার হুল্লোড়বাজ লোক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শুটিংয়ে হইহই করে সময় কাটত। সবসময় মজা করতেন। সহ অভিনেতাদের তাঁর বিভিন্ন ছবির গল্প বলতেন। সেজন্য সবাই তাঁকে খুব ভালোবাসত। উত্তমকুমারই বোধহয় একমাত্র অভিনেতা ছিলেন, যাঁকে সেই অর্থে কেউ অপছন্দ করতেন না। হয়তো এখনও করেন না। তাঁর মতো আর্টিস্টের সঙ্গে কাজ করা ভাগ্যের ব্যাপার। মানুষ হিসেবেও উত্তমকুমার বিরল।

শুটিংয়ের বাইরে উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার বিশেষ একটা সময় কাটেনি। সিনেমার পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে আমার মঞ্চে মানে, থিয়েটারে অভিনয়ের সুযোগ হয়েছিল। একবার নয়, একাধিকবার। স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকে একসঙ্গে কাজ করেছি। পরিচালনায় ছিলেন শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র। বড় বড় সব আর্টিস্ট ওই নাটকে অভিনয় করতেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সরযূবালা দেবী, অনুপকুমার ইত্যাদি। 'শ্যামলী' নাটকে অনিলের ভূমিকায় অভিনয় করতেন উত্তমকুমার। একটা প্রজন্ম ছিল, যারা ১০-১২ বার করে ওই নাটকটি দেখেছে। সেই নাটকে উত্তমকুমারের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বহু মহিলা দর্শক এসে বলতেন, যদি আপনার মতো আমাদের একটা সন্তান থাকত! সে যদি এভাবে 'মা' বলে ডাকত, তাহলে আমরা ধন্য হয়ে যেতাম। তাঁর 'মা' ডাকের মধ্যে এমনই একটা কাকুতিমিনতি ছিল যে, সেটা শুধু অভিনয়ের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকত না।

স্মৃতির অতল সমুদ্রে ডুব দিলে আবার মনে পড়ে যায় প্রয়াণ দিবসের কথা। সালটা ১৯৮০। আমি সবে ঘুম থেকে উঠেছি। আমার দিদি খবর দিল, উত্তমবাবু আর নেই। আমি বেশ খানিকক্ষণ থ হয়ে বসে রইলাম। বিছানা থেকে নামতে পারিনি। সারাটা দিন শুধু ভাবলাম, এই লোকটার মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি না হলেও পারত। বাংলা সিনেমাকে তাঁর আরও অনেককিছুই দেওয়ার ছিল। উত্তমকুমারের আকস্মিক প্রয়াণ আমাকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছিল।

শুধু অভিনেতা নন, মানুষের মতো মানুষ

মাধবী মুখোপাধ্যায়

শিল্পী তো অনেকেই আছেন, উত্তমকুমার সাধক ছিলেন। আমার মনে হয়, সাধনা ছাড়া ওই স্তরের অভিনয় সম্ভব নয়। এতগুলো বছর হয়ে গেল উনি আমাদের মধ্যে নেই, অথচ বাঙালি আজও তাঁকে 'মিস' করে। আমরা উত্তমকুমারকে ভুলতে পারিনি কারণ তিনি শুধু অভিনেতা ছিলেন না, অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন। নিজে একজন 'স্টার' হওয়া সত্ত্বেও ছোট-বড় প্রত্যেকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।

দর্শকদের মতো আমিও সিনেমায় প্রথম উত্তমকুমারকে দেখেছি। তারপর সরাসরি সেটে আলাপ। পরিচালক আমার সঙ্গে পরিচয় করানো মাত্র উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ম্যাডাম, বসুন।' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'আমার বাবা-মায়ের দেওয়া একটা নাম আছে--মাধবী। ওসব ম্যাডাম-ট্যাডাম আমার একদম সহ্য হয় না! আর আমি আপনার চেয়ারে বসব, সেটাও হয় না।' তখন বললেন, 'হয় হয় খুব হয়, তুমি বোসো।' এরপর থেকে 'মাধবী' আর 'তুমি'-ই বলতেন।

উত্তমকুমার একটা স্মৃতি রেখে গেছেন। সেটা হল, শিল্পী সংসদ। আমি চাই, শিল্পী সংসদকে মানুষ যেন শ্রদ্ধা করে। ওটাই উত্তমকুমারের শ্রেষ্ঠ কাজ।

আমি থিয়েটারের মেয়ে। প্রচুর রিহার্সাল দিতে হত। আমরা রিহার্সালে অনেকসময় পুরো অ্যাকশনটা করতাম না। স্টেজে যখন উঠতাম তখন আসল অভিনয়টা বেরিয়ে আসত। সহ অভিনেতারা ঘাবড়ে যেত মাঝে মাঝে। সেটা নিয়ে আমরা মজাও করতাম। একবার উত্তমকুমারের সঙ্গে একটা সিনেমায় অভিনয় করছি। মনিটর সেটিংয়ের সময় একবার টেক নেওয়া হয়েছে। ফাইনাল টেকে আমি আরও ভালো করে অ্যাকশনটা করেছি। শট দেওয়া শেষ করেই উনি আমায় চেপে ধরলেন, 'তুমি একটু আগে মনিটরে একরকম করলে, এখন এত পারফেক্ট করছ! আমিও তাহলে ওই জায়গাটা অন্যরকম করতাম।' আমি বলেছিলাম, 'আমার ভুল হয়ে গেছে।'

একবার এক মেকআপম্যান উত্তমকুমারকে সাজাতে এসেছেন। উনি ওই ভদ্রলোককে দেখেই বলে উঠলেন, 'কী রে, তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন?' তিনি তো কিছুতেই বলবেন না।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাংলা সিনেমা আজ অভিভাবকহীন

লিলি চক্রবর্তী

উত্তমদার সঙ্গে আমার প্রথম অভিনয় 'বিপাশা' ছবিতে। যদিও ওই ছবিতে তাঁর সঙ্গে আমার কোনও দৃশ্য ছিল না। তারপর 'দেওয়া নেওয়া' ছবিতে কাজ করি। পুরো ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছি। তখন বলতে গেলে আমি একদমই নতুন। সবে চার-পাঁচটা ছবি করেছি। উত্তমদা এতটাই ভালো মানুষ ছিলেন যে, একবারও বুঝতে দেননি আমি নবাগতা। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মনে হয়েছিল আমরা যেন কতদিনের চেনাজানা। ওই ছবির পর থেকে আমাকে উনি 'বৌঠান' বলে ডাকতেন। একবার অন্য একটা ছবিতে কাজ করছি, উত্তমদা হঠাৎ স্টুডিওতে এসে বললেন, 'ও বৌঠান, কোন রেশনের দোকানের চাল খাওয়া হয়? এখনও এত সুন্দর চেহারা ধরে রেখেছ?' আমি বললাম, 'সেটা তো আপনাকেও বলতে পারি। আপনার কাছ থেকেই তো শেখা কীভাবে শরীর ঠিক রাখতে হয়।'

'দুই পুরুষ' ছবিতে কল্যাণীর রোল করেছি। উত্তমদার সাবলীল অভিনয় দেখে নিজেকে প্রস্তুত করতাম। মুম্বই থেকে আমাকে ডেকে এনে 'ভোলা ময়রা' ছবিতে নিলেন। ছবির গানে একটা দৃশ্য ছিল, উত্তমদা আমাকে মুক্তোর হার পরিয়ে দেবেন। তারপর জড়িয়েটড়িয়ে ধরার ব্যাপার ছিল। বেণুদি মানে সুপ্রিয়া দেবীও সেটে ছিলেন। উত্তমদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আর ছাড়ব না।' আমি বেণুদির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী করছেন দাদা! আমাকে ছাড়ুন।' বললেন, 'ছাড়ব কেন? সেটে তুমি আমার বৌ। বেণুদি আবার কী বলবে!' এই রকমই মজার মানুষ ছিলেন উত্তমদা।

শুধু আমি নয়, প্রত্যেকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। তখন পুরোনো টেকনিসিয়ান স্টুডিও ছিল। উত্তমদা গেটের কাছে গাড়ি থেকে নেমে টেকনিসিয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভেতরে আসতেন। তাঁদের থেকে সিগারেট চেয়ে খেতেন। ভাঙা বেঞ্চে বসে অনায়াসে কাঁধে হাত রেখে গল্প করতেন। তাঁর কাছে প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর থাকত। কার মেয়ের বিয়ে, কার বাবা অসুস্থ— সব ছিল নখদর্পণে। একজন ভদ্রলোক ছিলেন যিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুঃস্থ শিল্পীদের প্রতি মাসে টাকা দিয়ে আসতেন। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা খামে নাম লিখে টাকা দেওয়া হত। খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশেষ করে পুরোনো আর্টিস্ট, যাঁরা কাজ পেতেন না, তাঁদের সাহায্য করতেন। এসবের কিছুই আমরা সেসময় জানতে পারিনি। উনি চলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে জেনেছি। একেবারেই অবাক হইনি। বরং শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছে। উত্তমদার মৃত্যুর পর অনেক আর্টিস্ট খুব সংকটে পড়ে গিয়েছিলেন।

আমি বেণুদির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী করছেন দাদা! আমাকে ছাড়ুন।' বললেন, 'ছাড়ব কেন? সেটে তুমি আমার বৌ। বেণুদি আবার কী বলবে!'

'হার মানেনি' বলে একটা ছবিতে একসঙ্গে শেষ অভিনয়। চারদিন শুটিং হয়েছিল। ইন্ডোর শুটিং হয়ে গিয়েছিল। তারপরই ওনার মৃত্যু হয়। আউটডোরটা আর হয়নি। মনে পড়ে, ওই ছবির শুটিংয়ে একটা টেক দেওয়ার পর আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, অভিনয়টা ঠিক হচ্ছে কি না। আমি লজ্জায় পড়ে গিয়ে বলেছিলাম,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

গন্ধর্ববরাজ

সবাণী মুখোপাধ্যায়

মহাসমুদ্রকে কি মাপা যায়? উত্তমকুমারও ঠিক সেইরকম এক মহাসাগর যাঁকে শব্দসংখ্যায় কী লেখার পাতায় ধরা যায় না! তবু...

উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে কবে থেকে তা আমার নিজেরও মনে নেই! এই সম্পর্কের সুতো আমার বাবা সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শুনছি, বাবার গোড়ার দিকের সিনেমা 'জীবনতৃষ্ণা'র নব্য নায়ক উত্তমকুমার দুগ্ধপোষ্য শিশু আমাকে কোলে নিয়ে নবীন লেখক আশুতোষ ও নতুন পরিচালক অসিত সেনের সঙ্গে প্রিমিয়ার শো-তে অন্ধকার হলে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখেছিলেন! সেই থেকে শুরু। বয়সে ছ'বছরের বড় সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উত্তমকুমারের 'দাদা', উত্তমকুমার তাঁর ছোটভাই 'উত্তম' এবং উভয়তই 'তুমি'। এই দাদা-ভাই সম্পর্ক পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে আজীবন ছিল।

স্বভাবতই বাবার সুবাদে হেমন্ত কাকুর মতোই উত্তমকুমারও আমার পিতৃপ্রতিম! ডাকতামও 'কাকু' বলে! বাবার সমবয়সি ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে আমি বরাবরই 'বাবার মতো' ভাবলেও এবং সেই চোখে দেখলেও, ছ'বছরের ছোট বাবার এই অনুজপ্রতিম ভাই উত্তমকুমারকে আমি কখনও সেই আসনে বসাতে পারিনি! 'কাকু' বললেও আপামর নারীর মতো তিনিও আমার সারা জীবনের ক্রাশ-- আমার হার্টথ্রব-- সেই আমার কুঁড়িফোটা চোদ্দো বছর বয়স থেকে! জানি, সামাজিক সম্পর্কের নিরিখে আমার এই উত্তম-প্রেম চূড়ান্ত অসামাজিক, অবৈধ ও নিষিদ্ধ হলেও তাঁর অসামান্য ক্যারিশমা, গ্ল্যামার এবং সর্বোপরি অভিনয়ের চুম্বক সম্মোহনে আমি নিরুপায়! আমার এই গোপন কথা তিনি স্বয়ং জানতেন! জানতেন আমার বেণু আন্টি সুপ্রিয়া দেবীও! তিনি তো হেসে কুটিপাটি হয়ে আদর করে আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিয়ে উত্তমকাকুকে বলে দিয়েছিলেন! আর উত্তমকুমার তাঁর কন্যাসমা 'মেরা বুলবুলের' এই কীর্তিতে লজ্জায় বড়ই অপ্রতিভ হতেন! হ্যাঁ, তিনি আমাকে আমার ডাকনামে 'মেরা বুলবুল' বলে ডাকতেন। এক রাতে তাঁদের 'ময়রা স্ট্রিট'-এর বাড়ির পার্টিতে ঘুমিয়ে পড়ায় তিনি নিজে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বিশাল বেডরুমের বিরাট খাটে শুইয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন- 'মেরা বুলবুল সো রহা হ্যায়/শোর অউর গুল না মচাও'-- যেটি তাঁর ওই রাতের স্বাক্ষরযুক্ত অটোগ্রাফ হিসেবে আমার পরম সম্পদ হয়ে আছে! বয়স তখন আমার কুঁড়িফোটা সদ্য চোদ্দো! তখন থেকেই তাঁর 'মেরা বুলবুল' তাঁর জন্য ফিদা! যা আজও এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছে!

এবার খুব সংক্ষেপে দুটি উত্তম-ঘটনা বলি... এক পয়লা বৈশাখের ঝকঝকে সকালে সুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে আমাদের প্রতাপাদিত্য রোডের 'লালবাড়ি'তে তিনি এসেছিলেন বাবার বৃহৎ কলেবর উপন্যাসের বিখ্যাত বই 'কাল, তুমি আলেয়া'র ফিল্ম রাইট 'কেড়ে' নিতে! কারণ সাহিত্যিক কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না! স্বয়ং উত্তমকুমারকে তিনি বহুবার ফিরিয়েছেন-- 'এই জটিল দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস সিনেমা হয় না' বারবার বলে। কিন্তু তিনিও ছায়াছবির একচ্ছত্র সম্রাট উত্তমকুমার! রীতিমতো হুমকি দিয়ে সেই পয়লা বৈশাখের ছুটির সকালে প্রখর দিনের আলোয় সকলের চোখের ওপর দিয়ে ঢুকলেন সাহিত্যিকের বাড়িতে! আর যায় কোথায়! মুহূর্তে তুমুল 'গুরুগুরু' গর্জনে সমুদ্রের ঢেউ হয়ে দরজায় আছড়ে পড়ল বিশাল জনতা! তাদের ধাক্কায় থরথরিয়ে উঠল পুরোনো বাড়ি! সাহিত্যিক তখন আকুল হয়ে অনুরোধ করছেন, 'উত্তম! আজ তুমি যাও, পরে এ নিয়ে তোমার বাড়িতে কথা হবে!' আর উত্তমকুমার তখন আরও গ্যাঁট হয়ে সোফায় বসে মিটিমিটি হাসছেন, তাঁর ভুবন ভোলানো মারাত্মক হাসি- ''আর কোনও কথা হবে না! তুমি আজই আমাকে 'কাল, তুমি আলেয়া'র ফিল্ম রাইট দেবে। নয়তো আমি এখান থেকে নড়ব না।'' তারপর সকাতরে- 'তাহলে লেখো কেন এমন বই যা আমাকে সমানে হন্ট করে মারছে! খেতে দিচ্ছে না, ঘুমোতে দিচ্ছে না, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না!'... বাড়ি ভাঙার ভয়ে নয়! নিখাদ শিল্পীর এই আগ্রাসী ক্ষুধার কাছে হার মেনে শেষে সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই দিনই দিয়েছিলেন তাঁর 'কাল, তুমি আলেয়ার ফিল্ম রাইট।'

পরের ঘটনা আমার বিয়ের দিন। --'রাতে মেয়েজামাই নিয়ে আমরা কিন্তু লাস্ট ব্যাচে একসঙ্গে বসে খাব দাদা! আমার আর বেণুর জন্যে অপেক্ষা কোরো!' বলেছিলেন উত্তমকুমার। সুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে ইচ্ছে করেই এলেনও বেশি রাতে--১২টা নাগাদ! কিন্তু অত রাতেও যেন মাটি ফুঁড়ে পিলপিল করে মানুষ উঠে আসতে লাগল! গুরুকে দেখার উচ্ছ্বাসে তাদের প্রবল ধাক্কাধাক্কিতে মুহূর্তে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল প্যান্ডেল! হুড়মুড়িয়ে ভক্তরা ঢুকতে লাগল বাঁধভাঙা স্রোতের মতো! ভীতসন্ত্রস্ত উত্তমকুমার বেণু আন্টিকে নিয়ে দৌড়ে এককোণে লুকিয়ে বাবাকে কাতর স্বরে বললেন, 'শিগগির আমাদের এখান থেকে বেরোনোর ব্যবস্থা করো দাদা! নয়তো সব পণ্ড হয়ে যাবে!' বিয়ে হচ্ছিল বসুশ্রী সিনেমা হলের পেছনে বিরাট জায়গার ওপর প্যান্ডেল বেঁধে; ভবানীপুর থানা এলাকায়। তখন বাবা ভবানীপুর থানার ওসি-কে ফোন করে থানা থেকে মস্ত বড় কালো কয়েদি-ভ্যান আনিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে তাঁদের তাতে উঠিয়ে পাচার করে দেওয়া হল! বিয়েবাড়ির সামনের গেটে তাঁদের ধবধবে সাদা অ্যাম্বাসাডরটা আটকে রেখেছে ভক্তবৃন্দ! 'গুরু' বেরিয়ে এলেই ধরবে! তখন পুলিশের কালো রাক্ষুসে কয়েদি-ভ্যানে করে ফেরত চলেছেন ভাইঝির বিয়েতে খেতে আসা অভুক্ত উত্তম-সুপ্রিয়া। যেতে যেতে প্রিজন ভ্যানের জালের জানলার ফাঁক দিয়ে কাতর স্বরে বাবাকে ডেকে বলছেন, 'দাদা, আমাদের কিন্তু খাওয়া হয়নি! বাড়িতেও কিছু নেই!' বাবা তাঁদের গাড়ির ড্রাইভার ন্যাপাদার হাতে তার প্যাকেট আর উত্তমকাকু-বেণু আন্টির জন্যে ছ'বাটির দুই বিরাট স্পেশাল টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন...

> **'কাকু' বললেও আপামর নারীর মতো তিনিও আমার সারা জীবনের ক্রাশ-- আমার হার্টথ্রব-- সেই আমার কুঁড়িফোটা চোদ্দো বছর বয়স থেকে! জানি, সামাজিক সম্পর্কের নিরিখে আমার এই উত্তম-প্রেম চূড়ান্ত অসামাজিক, অবৈধ ও নিষিদ্ধ হলেও... আমি নিরুপায়!**

এবার বলছি আমার নিজের চোখে দেখা অভিনেতা উত্তমকুমারের ডেডিকেশনের একটি ঘটনা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'নগর দর্পণে' সিনেমার শুটিং চলছে; খুবই অন্তরঙ্গ বেডরুম সিন। স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় উত্তমকুমার ও কাবেরী বসু। শট দিলেন। এক শটে 'ওকে' করলেন পরিচালক দিলীপ মুখার্জি। অতি জটিল দৃশ্যের তেমনি কঠিন শট! ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য নিজের মেকআপ রুমে যেতে যেতে উত্তমকুমার সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দাদা, কেমন?' সাহিত্যিক দাদার সংক্ষিপ্ত জবাব ছিল, 'ভালোই তো!' ...ব্যাস, মাথায় উঠল বিশ্রাম! প্রখর ইঙ্গিতজ্ঞ জাত অভিনেতা ফের সেট-এ ঢুকে ডিরেক্টর দিলীপ মুখার্জিকে হাঁক দিলেন, 'হয়নি! আবার শটটা নে!' এই করে পরপর ১৯ কি ২১তম শট দিয়ে থামলেন! এবার আর পরিচালকের 'ওকে' বা 'প্যাকআপ'-বলার অপেক্ষা না করে প্রবল আত্মবিশ্বাসে আর পরিতৃপ্তিতে সেট ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ঘামে জবজবে মুখে কাহিনীকারের সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়ালেন শুধু! তাঁকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে নিলেন আশুতোষ! অসীম তৃপ্তিতে তখন দুজনেরই চোখে জল!

এবার আসি উত্তম-চরিতের অন্তিম দৃশ্যে-- ১৯৮০, ২৪শে জুলাই নয়, ২৫শে জুলাইয়ের পাঁশুটে কান্নাভেজা সকাল! দাবানল হয়ে মর্মান্তিক খবরটা রাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল! ঘরে ঘরে কান্নার করুণ রোল! আকাশে শোক, বাতাসে শোক, প্রকৃতির কান্নাভেজা বৃষ্টির মাটি থেকে শোকের ভাপ উঠছে! তারই মধ্যে আমরা বাপ-মেয়ে চললাম অন্তিম উত্তম-দর্শনে। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, কপালে শ্বেতচন্দনের অলকাতিলকা, গলায় শুভ্র জুঁইয়ের গোড়ে মালা, দুধসাদা বরফ-শয্যায় শুয়েছিলেন তিনি!

আমার সাহিত্যিক বাবার থরথরে কাঁপা হাত তাঁর অভিনেতা ছোট ভাইয়ের হিমঠান্ডা কপালে; প্রবল আক্ষেপ নিবিড় বেদনায় ক্রোধ হয়ে বেরোচ্ছিল- 'আমার থেকে ছ'বছরের ছোট হয়ে ও এইভাবে আগে চলে গেল! এইভাবে আমার থেকে 'বড়' হয়ে গেল!'....আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন ১৯২০, ৭ই সেপ্টেম্বর আর অনুজ উত্তমকুমার ১৯২৬, ৩রা সেপ্টেম্বর। তাই প্রত্যেক বছর নিজের জন্মদিনে আমাদের নেমন্তন্ন করার সময় হেসে হেসে বাবাকে বলতেন, 'আমার জন্মদিন তোমার থেকে চারদিন আগে! দাদা, আমি কিন্তু তোমার চেয়ে চারদিনের বড়!....'

আর তাঁর বড় আদরের 'মেরা বুলবুল'? সে তখন তার প্রাণপ্রিয় উত্তমপুরুষ গন্ধর্ববরাজের হিমশীতল দুটি পায়ের পাতায় মুখ গুঁজে নিঃশব্দ প্রার্থনায় নিষ্ঠুর বিধাতা ও শোকসন্তপ্ত বিশাল জনতার দরবারে মাথা খুঁড়ে চিৎকার করে মরছে— এঁকে এভাবে শুয়ে থাকতে দিও না! এঁকে ওঠাও! এঁকে তোলো! এঁকে জাগাও! আর তার জন্যে যত পারো 'শোর অউর গুল মচাও!'

তার সেই প্রার্থনার চিৎকার সেদিনও কেউ শোনেনি, আজও না! তবে না উঠেও দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি প্রমাণ করে চলেছেন তাঁর লয় নেই, তাঁর ক্ষয় নেই! তিনি মিথ্যে করে দিয়েছেন বিখ্যাত প্রবাদ- 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'....

একামেবাদ্বিতীয়ম উত্তমপুরুষ সদর্পে আজও ঘোষণা করে চলেছেন – 'দেহপট সনে নট সকলি হারায় না!' হারাননি গন্ধর্ববরাজ উত্তমকুমার!

ঠিক রাজাসিরাজের মতো নন

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে— এই শ্রাবণ মাসে তিনি চলে গিয়েছিলেন, অন্তত পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। আজও বঙ্গভূমি তাঁকে স্মরণ করে। এই স্মরণ করাটুকুর মধ্যে রহস্য হল, কেন স্মরণ করে? শুধু উত্তমকুমার একজন 'বড়' অভিনেতা বলে? যদি শুধু 'বড়' অভিনেতাই একমাত্র কারণ হত, তাহলে বাঙালির আরও বড় অভিনেতা আছেন। ছবি বিশ্বাস আছেন, তুলসী চক্রবর্তী আছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আছেন। এঁদের বাদ দিয়ে উত্তমকুমারকে এইভাবে সর্বস্তরে অনুভূত হওয়ার কারণ কী? এমনকি সেই প্রজন্মও তাঁকে স্মরণ করে, যারা তাঁকে দেখেনি।

উত্তমকুমার একজন অভিনেতা হিসেবে যত বড়, তার থেকে অনেক ছড়িয়ে আছেন বাংলা সংস্কৃতির আকাশে-বাতাসে। তিনি প্রায় স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের একটা বিগ্রহচিহ্ন। ইংরেজিতে যাকে 'আইকন' বলা যায়। এক ধরনের স-জীবনী অভিনেতা। সমাজতাত্ত্বিক আঁদ্রে মঁর‍্যর কথায়, 'স্টার বা নক্ষত্র হলেন সেই অভিনেতা যার একটা জীবনী রয়েছে (Actor with a Biography)।' উত্তমকুমার অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই অভিধার পুরোটাই পূর্ণ করতে পারছেন। তাঁকে নিয়ে যখন আলোচনা হয়, সে আলোচনার অধিকাংশ জুড়েই থাকে তাঁর দান, ধ্যান বা অভিভাবকত্বের নমুনা এবং তাঁকে ঘিরে যে গল্পগাথা তৈরি হয়, সেই গল্পগাথাই প্রমাণ করে আসলে উত্তমকুমার বহুদিন আগেই অভিনয়ের নির্দিষ্ট 'ফ্রেম' ছেড়ে বহুদূরে পাড়ি দিয়েছেন। এই যে পাড়ি দেওয়া, এটা উত্তমকুমার কী করে দিলেন?

তিনি তো দীর্ঘজীবী ছিলেন না। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন। এমনও নয় যে তিনি খুব দৃশ্যমান ছিলেন। তখন দূরদর্শন বা অন্যান্য কোনও পোর্টাল ছিল না। সিনেমার পর্দা ছাড়া তাঁকে তেমন একটা দেখাও যেত না। আর যদি তিনি কোনও সিনেমার উদ্বোধনে আসতে চেষ্টা করতেন, তাহলেও এত ভিড় হত যে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়কে সে ব্যাপারে নিষেধ করতে হয়েছিল। অন্যথা ইন্দিরায় নায়কের প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যাবে। এই উন্মাদনার কারণ কী? এই উন্মাদনার কারণ এমন নয় যে, উত্তমকুমার অতি সুদর্শন। বরং উত্তমকুমার একজন আটপৌরে বাঙালি। এতই আটপৌরে যে তাঁকে চট করে দেখলে কোনও বিশেষ মুদ্রা দেওয়া যায় না। যেমনটা হয়তো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে দেওয়া যায়। উত্তমকুমারের মুখাবয়ব এমন একটি পরিসর— যেখানে অজস্র বসন্তের দাগ, যেখানে চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট এবং মধ্যম আকৃতির অবয়ব। মহানায়কের মতো নন। কিন্তু এই মুখ তবু একটি বিশেষ আবহাওয়ার।

এই যে তিনি মহানায়ক নন, এটাই তাঁকে এক মহাজীবন বানিয়ে দিল। স্বাধীনতার পর যখন আমাদের প্রথম গণতন্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন হচ্ছে তখন আমাদের যে সাংস্কৃতিক নায়ক দরকার তা তিনি হয়ে উঠলেন 'বসু পরিবার' ছবির মাধ্যমে। কী অপার কৌতুক, যে বছর আমাদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় সেবছরই 'বসু পরিবার' মুক্তি পায়। আর এই 'বসু পরিবার'-ই উত্তমকুমারের প্রথম সফল ছবি। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, যখন তিনি নির্মল দে-র পরিচালনায় 'সাড়ে চুয়াত্তর' করছেন সেখানে তাঁর অভিনয় কত নিভৃত অথচ সাংকেতিক। কত কাছে অথচ কত সুদূর আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত, নীচের মহলে। তিনি সুচিত্রা সেনের সঙ্গে একটু বাইরে কথা বলতে চাইছেন। দৃশ্যটা এরকমই এবং যথারীতি তিনি খুব 'নার্ভাস' বোধ করছেন। এই সময় উত্তমকুমার পাশের কোনও বাড়ি থেকে দু'একটা পাতা ছিঁড়ে যেভাবে খইনির মতো হাতে ডললেন, তাতে আমরা দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত সমস্ত যুবাদল বুঝতে পারি, উত্তমকুমার যদি প্রেমে সফল হতে পারেন, তাহলে আমরাও পারি। কারণ আমরাও তো এমন থতমত খেয়েছি। আমরাও তো এরকম আনস্মার্ট। আমরাও তো ঠিক মুহূর্তে কথা বলার মতো কথা খুঁজে পাই না। এই যে উত্তমকুমার আমাদের মতো হয়ে গেলেন, সেখানেই তিনি তাঁর আগের সব বড় নায়কের চেয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রমথেশ বড়ুয়ার থেকে অনেক সাধারণ মাটির মানুষ হয়ে গেলেন। এটাই উত্তমকুমারের জয়বার্তা। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক নায়ক। তার আগে অবধি নায়করা একটা নায়কোচিত সিংহাসনে বসতেন। যেমন মহারাজ কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। অসমের গৌরীপুরের ওই জমিদার এত গৌরবর্ণ, এত সুপুরুষ যে আমরা তাঁকে সসম্ভ্রমে অনেক দূর থেকে দেখতাম। তাঁকে দেখলেই মনে হত, এত রূপ, এত চন্দ্রমায়া, মানুষের হয়? আমরা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় পারিপাট্যে মুগ্ধ হতাম। তাঁর দীর্ঘ শরীর আমাদের মনোহরণ করত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সেই একটা দূরত্বও অনুভব করতাম। তিনি বড্ড বেশি নাটকীয়।

তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে একটি চমৎকার দৃশ্য আছে। দুপুরবেলা বাড়ির মেয়েরা কোনও একটি সিনেমা পত্রিকা পড়ে সিনেমা নিয়ে আলোচনা করছে। মনে রাখতে হবে, তপনবাবুর এই ছবিতে উত্তমকুমার নিজে অভিনয় করেননি। চরিত্রলিপিতে তাঁর নাম নেই। মহিলারা আলোচনা করছেন কিন্তু তাঁকে নিয়েই। তাঁর সফলতা, দুর্গাদাস বা প্রমথেশের তুলনায় কতটা বেশি বা কম, এইগুলোই হচ্ছে দুপুরবেলার বিশ্রম্ভালাপের অ্যাজেন্ডা। এই যে উত্তমকুমার নীরবে, গোপনে ঢুকে গেলেন বাড়ির অন্দরমহলে, এটাই তাঁর জয়বার্তা।

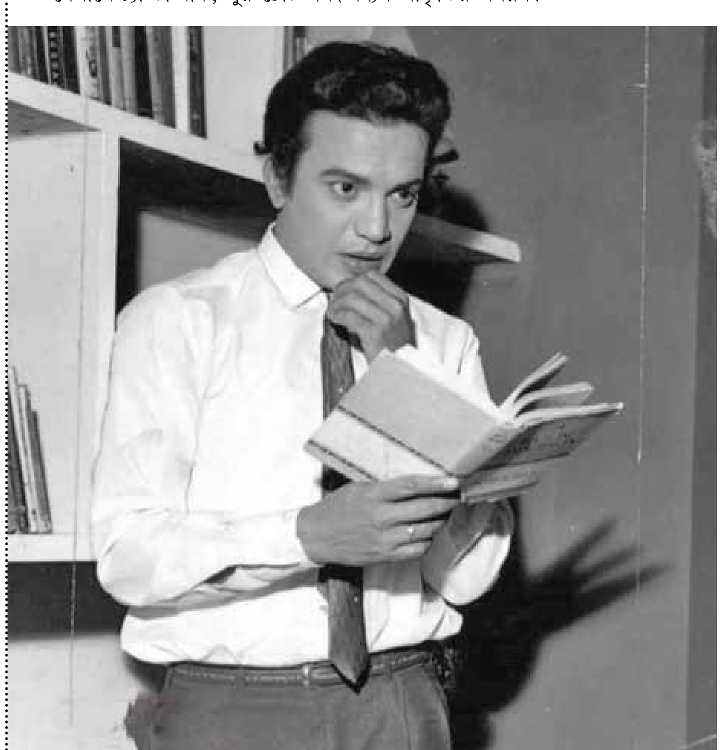

উত্তমকুমার যে খুব আটপৌরে সেটাই তাঁর রাজকীয় শিরস্ত্রাণ। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে তিনি যখন রোমান্টিক ছবিতে সুচিত্রা সেন, অরুন্ধতী দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অপর্ণা সেন, মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেম করেন তখনও দেখা যায় তা কিন্তু সময়ের দাবি মেনে মোটেই 'বয়ফ্রেন্ড' সুলভ নয়। বরং হিন্দু দাম্পত্যের নিয়ম অনুযায়ী, তিনি অনেকটাই অভিভাবকপ্রতিম, স্নেহপরায়ণ। উদ্ধত বা চপলা সুচিত্রা সেনকে, তাঁর অবুঝ চাহনিকে, তিনি এক স্নেহময় কর্তৃত্বের আসন থেকে ক্ষমা করে দেন। তিনি সুপ্রিয়া চৌধুরীর সঙ্গে যখন অভিনয় করেন, তখন দেখা যায় উত্তমকুমার কিন্তু সযত্নে যৌন ইশারা থেকে নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখেন।

এমনকি সত্তরের দশকে 'শঙ্খবেলা'-য় যখন তিনি মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঈষৎ নৈকট্য দেখিয়েছেন, শারীরিকভাবেও, তখনও মান্না দে-র গলার মুগ্ধতাকে জায়গা দিয়ে উত্তমকুমার নিজেকে অনেকটাই সরিয়ে রেখেছেন দৃশ্য থেকে। এই যে তাঁর সামাজিক চেতনা, এই যে তিনি বাঙালির নাড়ি টিপলেই আমাদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা বুঝতে পারতেন তা মার্লোন ব্র্যান্ডোর সঙ্গে তুলনীয়। দুঃখের কথা, তাঁর সমসাময়িক এবং অনুজ নায়করা তা বুঝতে পারেন না। কেউ অকারণে বেশি বুদ্ধিজীবী হয়ে যান, কেউ উচ্চারণ সচেতন হন, তাঁরা একেবারেই নির্দিষ্ট অভিজাত শ্রেণির কাছে দেখা দেন আদর্শ হিসেবে আর বাকিরা যখন রাস্তায় 'পেশিপ্রদর্শন' করেন বা পার্কে 'প্রেম' করেন তখন তাঁরা নিজেদের মাত্রাবোধ রাখেন না, এলোমেলো ছড়িয়ে যান।

উত্তমকুমার আকাশের চাঁদ। কিন্তু তাঁর একটা গুণ ছিল, তিনি যখনই আমাদের মধ্যে আসতেন তখনই আমাদের মনে হত মাটির ঘরে চাঁদ উঠেছে। এই চাঁদকে আমরা সবসময়ই বরণ করি এবং আমাদের সারাজীবন কাটে এই শ্রাবণের মেঘমায়ায়। 'আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা', এই বলে আমরা উত্তমকুমারকে বরণ করি কারণ তিনি আমাদের। তিনি একজন অতিসাধারণ। আর এই অতিসাধারণ বলেই অসাধারণ হয়ে থাকার যোগ্যতা তাঁর রইল। তিনি মহানায়ক হয়ে উঠলেন।

সপ্তাহের সেরা ছবি

সবুজসঙ্গী।। জম্মু-কাশ্মীরের উলার লেকে পদ্মের খোঁজ। -পিটিআই

বাংলা সিনেমা আজ অভিভাবকহীন

তেরোর পাতার পর

'দাদা, আমি আপনাকে কী বলব!' তখন উনি বললেন, 'তুমি তো সামনে থেকে দেখেছ। ঠিক বা ভুল, তুমিই বলতে পারবে।' অভিনয়ের সময় খুব সিরিয়াস হয়ে যেতেন। রেডিওতে হয়তো কেউ খেলার ধারাভাষ্য শুনছে। উনি বলতেন, বাইরে গিয়ে শোনো, এখানে কাজ চলছে। নিজের চোখে দেখেছি, ব্যালকনিতে পায়চারি করতে করতে সংলাপ মুখস্থ করছেন। তখন কারও সঙ্গে কথা নেই। কাজের প্রতি এতটাই নিষ্ঠাবান ছিলেন।

উত্তমদার প্রয়াণের খবরটা যখন পাই তখন আমি বাড়িতে চা খেতে খেতে কাগজ পড়ছিলাম। আমার থিয়েটারের এক বন্ধু ফোন করে ঘটনাটা জানায়। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। কাঁদতে শুরু করে দিয়েছি। তখন ড্রাইভারও আসেনি। ট্যাক্সি করে উত্তমদার বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, লোক থিকথিক করছে। চারদিকে সবার চোখে জল। আমি কোনওভাবেই কান্না থামাতে পারছি না। উত্তমদা হঠাৎ এভাবে চলে যাবেন কেউ ভাবতে পারেনি। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ভালো ছিলেন। সেদিন অনেকক্ষণ ছিলাম ওখানে। তারপর আর থাকতে পারিনি। বাড়ি চলে আসি। উত্তমদার মৃত্যুশোক সামলাতে আমার অনেক সময় লেগেছিল, আজও বোধহয় মনের সেই ক্ষত পুরোপুরি সারেনি।

উত্তমদার পরিচিতি তো কেবল বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতজুড়ে তিনি সমান জনপ্রিয় ছিলেন। যাকে বলা যায়, 'হিরো নম্বর ওয়ান'। হাতিবাগান থেকে থিয়েটার করে ফেরার পথে দেখতাম উত্তম-সুচিত্রার ছবির টিকিটের জন্য মেয়েরা মারামারি করছে! উনি চলে যাওয়ার পর আমরা খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। এমনকি ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হতে বসেছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তা-ও আমার মনে হয়, এখনও উত্তমদার বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায়নি। উনি বেঁচে থাকলে হয়তো আর অভিনয় করতেন না, পরিচালনা বা অন্য কিছু করতেন। মোট কথা, বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে এরকম অভিভাবকহীন হয়ে পড়তে হত না।

মানুষের মতো মানুষ

তেরোর পাতার পর

উত্তমকুমারও ছাড়ার পাত্র নন। বললেন, 'দ্যাখ এই যে আমরা অভিনয় করি, সেটা আমরা আগে ফিল করি তারপর এক্সপ্রেশন দিই। চটপট সত্যি কথা বল।' তারপর জানা গেল, ওই মেকআপম্যান তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। পাঁচ হাজার টাকা দরকার। এখন এই টাকাটা সামান্য মনে হতে পারে। সেসময় এটা অনেক টাকা ছিল। উত্তমকুমার কিন্তু তখন কিছু বলেননি। বিয়ের দিন গিয়ে ওই ভদ্রলোককে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এসেছিলেন। এরকম অগণিত মানুষকে সাহায্য করেছেন সারাজীবনে।

অনেক অভিনেতা যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা সেভাবে কোনও স্মৃতি রেখে যেতে পারেননি। উত্তমকুমার একটা স্মৃতি রেখে গেছেন। সেটা হল, শিল্পী সংসদ। শিল্পী সংসদ আজও দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করে। ক্যানসার আক্রান্তদের পাশে থাকে। আমি চাই, শিল্পী সংসদকে মানুষ যেন শ্রদ্ধা করে। ওটাই উত্তমকুমারের শ্রেষ্ঠ কাজ। যতদিন আছি, একটা কথাই বারবার বলে যেতে চাই, উত্তমকুমার মানুষটা অত্যন্ত ভালো ছিলেন। তিনি যত বড় অভিনেতা ছিলেন, তত বড় তাঁর মন ছিল। এসব ঘটনা প্রচারে আসেনি। যাঁরা জানতে পেরেছেন, তাঁরাই শুধু জেনেছেন। এসব কথা তাঁদের মনের মধ্যেই রয়ে গেছে।

একবার লখনউয়ে শুটিংয়ে গেছি। আমি আগে গেছি। পরে উত্তমকুমার আর সুপ্রিয়া দেবী আসবেন। আমাকে সেবার ওখানকার বিখ্যাত চিকনের শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। বোনের মতো স্নেহ করেছেন চিরটাকাল। সুখের অজস্র স্মৃতির মধ্যেও শেষ দিনের কথা মনে পড়ে। বাড়ির পাশের চণ্ডীমণ্ডপে দেহ রাখা ছিল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। মনে হল, একটা ঠান্ডা মানুষ এত গরম গরম অভিনয় করলেন কী করে!

হাতির দাঁতের টুকরো

শিবশংকর সূত্রধর

ছোটগল্প

পিয়ালি মাংসটা খুব ভালো রাঁধে। ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের ওপর ঝাল-ঝাল করে কষিয়ে রান্না করা মাংসের ঝোলটা ঢালল রুদ্র। এক টুকরো লেবু চিপে মেখে নিল ভাতটা। খেতে খেতে জানলার বাইরে বৃষ্টিটা দেখছিল। কয়েকদিনের নাছোড়বান্দা বৃষ্টি। কখনও মুষলধারে, কখনও ঝিরিঝিরি। 'আর দু'পিস মাংস দিই?' বলল পিয়ালি। 'হ্যাঁ, দাও।' খেতে খেতেই জবাব রুদ্রর। রান্নাঘর থেকে মাংস এনে পাতে দিল পিয়ালি। সেখান থেকে এক টুকরো মাংস তুলে পিয়ালির দিকে এগিয়ে ধরে রুদ্র। আলতো হেসে পিয়ালি সেই টুকরোয় কামড় বসায়। বিয়ের দু'বছর পেরিয়েছে। এখনও প্রেম-পর্বটি বেশ তাজাই।

রুদ্রর মোবাইল বেজে ওঠে। ফোন করেছেন কোতোয়ালি থানার আইসি সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। রুদ্র পেশায় একজন ক্রাইম রিপোর্টার। আইসি-র ফোন দেখে রুদ্র আন্দাজ করল নিশ্চয়ই কোনও খবরের সন্ধান মিলবে। ফোনটা রিসিভ করতেই আইসি বললেন, 'ভালো খবর পেতে চাইলে সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি বাসস্ট্যান্ডে চলে আসুন।' খাবার ছেড়ে উঠে পড়ে রুদ্র। অভিমানের সুরে পিয়ালি বলে, 'পুরোটা খেয়ে গেলে কি খুব দেরি হত?' পিয়ালির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রুদ্র বলে, 'একদম সময় নেই। মনে হচ্ছে বড় কোনও খবর আছে।'

বাসস্ট্যান্ডের উলটো দিকে চায়ের দোকানটায় ঢোকে রুদ্র। বৃষ্টিতে রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। দোকানে রাখা বেঞ্চে কয়েকজন বসে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে কীরকম যেন দেখতে! লম্বা দাড়ি। গামছা দিয়ে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। রুদ্র একটি সিগারেট ধরিয়ে আইসি-র নম্বরে ডায়াল করল। রিং হল। রিসিভ হল না। মিনিট দশেক পর রুদ্র আবার ফোন করে। এবারেও তাই। বিরক্তই হচ্ছে রুদ্র। বৌয়ের হাতের কষা মাংস ফেলে এসে বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে কারও!

বাসস্ট্যান্ডে এনবিএসটিসি-র একটি বাস এসে ঢুকল। চায়ের দোকানের নিস্তব্ধতা ভাঙে। গামছা দিয়ে পাগড়ির মতো করে পরা লোকটা রুদ্রর কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'তৈরি হয়ে নিন। এখনই কাজ শুরু হবে।' চমকে ওঠে রুদ্র। আরে! ইনিই তো আইসি। ছদ্মবেশে এখানে বসে রয়েছেন কেন! তবে পুলিশের ছদ্মবেশ ধারণ দেখে রুদ্র বুঝে গিয়েছে, এখন বেশ রোমাঞ্চকর কিছু একটা হবে। উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রচুর মাফিয়া গ্যাং রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ধরার সময় পুলিশ খদ্দের সেজে হানা দেয়। হাতের নাগালে পেলেই পাকড়াও। আজ হয়তো তেমন কিছুই ঘটবে। একটু আড়ালে গিয়ে রুদ্র ফিশফিশ করে আইসি-কে বলে, 'ঘটনাটা কী একটু বলবেন।'

'কিছুক্ষণ আগে আলিপুরদুয়ারের একটি বাস এসেছে খেয়াল করেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো। ওই তো ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'ওই বাসেই আছে ক্রিমিন্যাল। রাজাভাতখাওয়া থেকে একটি প্যাকেট নিয়ে এসেছে। এখানে হাতবদল হবে। পাক্কা খবর আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে একটি বাইক আসবে। তখন প্যাকেটটি হাতবদলের সময় ব্যাটাদের ধরব। বাসস্ট্যান্ডে আমাদের প্রচুর পুলিশ ছদ্মবেশে রয়েছে। সিগন্যাল পেলেই সব ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

রুদ্র বলল, 'ওই প্যাকেটে কী আছে?'

'হাতির দাঁতের টুকরো।'

রুদ্র ইতিমধ্যেই চমকে উঠেছে। এগারো বছরের সাংবাদিকতার জীবনে পুলিশের অনেক রেইডের ঘটনা সে দেখেছে। তবে হাতির দাঁতের টুকরো পাচারের কোনও ঘটনার সাক্ষী থাকেনি।

বাসস্ট্যান্ডের সামনে একটি ফলের দোকানের পাশে বাইকটি এসে দাঁড়াল। দুজন কমবয়সি ছেলে। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের। বাস থেকে নেমে আসছে ছেলেটি। হাতে খয়েরি রংয়ের ছোট ব্যাগ। ওদিকে বাইক স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। আইসি বুঝতে পারলেন, হাতে সময় মাত্র কয়েক সেকেন্ড। এরমধ্যে ধরতে না পারলে বাইক নিয়ে পালিয়ে যাবে ক্রিমিন্যালরা। কোমরে গোঁজা রিভলভারটি ভালো করে গুঁজে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

রুদ্র পকেট থেকে মোবাইল বের করে হাতে রাখে। অপারেশন শুরু হলেই দ্রুত সব ছবি তুলে নিতে হবে। বাস থেকে নেমে আসা ছেলেটি বাইকের সামনে গিয়ে ব্যাগটি হাতবদল করতেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আইসি। ততক্ষণে চারপাশে থাকা কয়েকজন ছদ্মবেশী পুলিশ ছুটে এসেছে। সবকিছু চলছিল পরিকল্পনামাফিক। কিন্তু হঠাৎই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। আইসির মূল নজর ছিল বাইকে বসা ছেলেটির ওপর। কারণ ওই মুহূর্তে তার হাতেই ছিল হাতির দাঁতের টুকরোটি। কিন্তু যে ক্রিমিন্যাল বাস থেকে নেমে এসেছিল সে হঠাৎই পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলি দেখে আশপাশের লোকজন ততক্ষণে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। সেই সুযোগে রাস্তা থেকে ছোট্ট একটি ছেলেকে কোলে তুলে নেয় পিস্তল হাতে থাকা ক্রিমিন্যালটি!

চিৎকার করে পুলিশকে বলে, 'চুপচাপ এখান থেকে না সরলে বাচ্চাকে খালাস করে দেব।' পাচারকারীদের ধরার চাইতেও ছোট্ট বাচ্চাটির প্রাণের দাম অনেক বেশি। আইসি বললেন, 'তোমরা ওর কোনও ক্ষতি করবে না। ছেড়ে দাও। তুমি একটা গুলি চালালে তোমাদের তিনজনকেই আমরা একেবারে ঝাঁঝরা করে দেব।' এবার বাচ্চাটির মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ক্রিমিন্যাল বলে, 'মরার ভয় করলে এই লাইনে আসতাম না। এখান থেকে যেতে না দিলে বাচ্চার মাথায় গুলি ভরে দেব।' আইসি বুঝতে পারলেন, অবস্থা বেগতিক দিকে যাচ্ছে। ক্রিমিন্যাল যদি বাচ্চাটিকে গুলি করে দেয় তাহলে উপরমহলে তাঁকে ভীষণ চাপে পড়তে হবে। মিডিয়ার ভয় তো আছেই। তাই তিনি মনে মনে ফন্দি আঁটেন। ভাবলেন, ওরা যখন বাইক নিয়ে পালাবে ঠিক তখনই পেছন থেকে চাকায় গুলি করবেন।

পুলিশকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন আইসি। নিজেও সরে এলেন। বাইক স্টার্ট হল। বাচ্চাটির মাথায় পিস্তল ধরে রাখা অবস্থাতেই ওই ক্রিমিন্যাল বাইকের সামনে এগিয়ে যায়। পুলিশ নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই তৃতীয়জন বাইকে উঠে বসে। বাচ্চাটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেই ফুল স্পিডে বাইক এগিয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে এক রাউন্ড গুলি চালান আইসি। লাভ হল না। ফুল স্পিডে আঁকাবাঁকাভাবে এগিয়ে পালিয়ে গেল ক্রিমিন্যালরা। যাওয়ার সময় বাইকের পেছন সিট থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে তারাও দুই রাউন্ড গুলি ছোড়ে। দূর থেকে সব মোবাইলবন্দি করে নেয় রুদ্র।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ হাতে নিতেই লজ্জা, অপমানে মাথা নীচু হয়ে গেল আইসির। নিজেদের ব্যর্থতার খবর দেখে অপমানিত বোধ করলেন। গতকাল নিজেই যখন রিপোর্টার রুদ্রকে ফোন করে অপারেশনে ডেকেছিলেন তখন আইসি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত ছিলেন, মিশন সাকসেসফুল হবেই। কিন্তু হল না।

সন্ধের দিকে অন্য একটি খবরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল রুদ্র। অফিসে চার্জে বসানো মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠল আলিপুরদুয়ারের এক সোর্সের নাম। সোর্স হল তারা, যারা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে রিপোর্টারদের নানারকম খবর দেয়। ফোনের ওপারের কণ্ঠে ভেসে ওঠে, 'কেমন আছেন রিপোর্টার দাদা? একটা ইনফরমেশন দেওয়ার আছে।' উৎসাহী গলায় রুদ্র বলল, 'হ্যাঁ, বলুন। কী ইনফরমেশন?'

'আপনার একটি খবর পড়েছি, তিনজন ক্রিমিন্যাল হাতির দাঁতের টুকরো নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওরা এখন কোথায় আছে আমি তা জানি।'

'কোথায় আছে ওরা!'

'একটু আগে আমার দোকানে ওদের দুজন চা খেতে আসে। দেখেই খটকা লাগছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর পেপার বের করে ছবি মিলিয়ে দেখেছি। এরা যে ওই ক্রিমিন্যালরাই তা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

'চা খেয়ে কোথায় গেল খেয়াল করেননি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। আমার দোকানের সামনেই একটি রিসর্টে ঢুকতে দেখেছি।'

'ঠিক আছে আমি দেখছি কী করা যায়। আপনি ওদের উপর নজর রাখবেন। কিছু দেখলে জানাবেন প্লিজ।'

'নিশ্চয়ই। এই চাওয়ালার উপর নিশ্চিন্তে ভরসা রাখুন।'

ইনফরমেশনটা আইসিকে জানাল রুদ্র। আইসি বললেন, 'আপনি শিওর ওরা রাজাভাতখাওয়ায় আছে?'

'হ্যাঁ শিওর। আমার সোর্সের ইনফরমেশন ভুল হবে না।'

'ঠিক আছে। আমরা এখনই রওনা দেব। যাবেন নাকি আপনিও? আগেরবার তো মিশন সাকসেসফুল হল না। এবার নিশ্চয়ই হবে।'

হাতির দাঁত পাচারকারীদের চোখের সামনে কুপোকাত করার দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারল না রুদ্র। প্রস্তাবে সায় দিল। রাত ৮টা নাগাদ ওরা রাজাভাতখাওয়ায় পৌঁছায়। এদিকটায় অনেক হোমস্টে, রিসর্ট, বনবাংলো রয়েছে। বাইরের পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। রুদ্ররা সেই চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। এখান থেকে রিসর্টটি পুরোটা দেখা যায়। পেশাদার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে চাওয়ালা তাঁর মোবাইল বের করে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলেন রুদ্রকে, 'কিছুক্ষণ আগেই ওই দুজন রিসর্ট থেকে বেরিয়ে আলিপুরদুয়ারের দিকে গেছে। এখনও ঢুকতে দেখিনি।'

তাহলে কি শিকার পালিয়ে গেল? বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে রুদ্রর।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। ঝড়-বাদলের রাতে ছোট্ট চায়ের দোকানে কয়েকজন গাদাগাদি করে বসে শিকারের অপেক্ষা করছে। বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে গায়ে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আলিপুরদুয়ারের দিক থেকে ১০-১৫ মিনিট পর বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে একটি অটো এসে দাঁড়ায় রিসর্টের সামনে! রুদ্ররা সতর্ক। হয়তো শিকার চলে এসেছে। আড়চোখে নজর রাখছে পুলিশ। দুজনকে দেখা গেল অটো থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে ভিতরে ঢুকে গেল। এরাই যে ওই ক্রিমিন্যাল তা বুঝতে বাকি থাকল না। আইসি-র পুরো টিম হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লেন রিসর্টে। রয়েছে লোকাল পুলিশও।

প্রতিটি ঘরে সার্চ চলছে। রিসর্টজুড়ে হুলুস্থুল কাণ্ড। একটি ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। বারবার ডেকেও সাড়া মিলছে না। মিনিটখানেক অপেক্ষার পরও সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে পুলিশ। কিন্তু এ কী! ঘরে কেউ-ই নেই! পেছনের জানলাটি খোলা। তাহলে কি জানলা দিয়ে শিকার পালিয়েছে? সবদিকেই নজর রাখছিল রুদ্র। নজর গেল ঘরের অ্যাটাচ বাথরুমের দিকে। মেঝেতে কিছুটা বৃষ্টির জলের ছাপ। সেগুলি গিয়েছে বাথরুমের দিকে। তাহলে কি জানলা খোলা রেখে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ক্রিমিন্যালরা বাথরুমে লুকিয়েছে? রুদ্র দরজাটা একটু ঠেলতেই বোঝা গেল, ভিতর থেকে বন্ধ! কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও লাভ না হওয়ায় পুলিশ দরজা ভাঙে। ভিতরেই ভয়ার্ত চোখে দাঁড়িয়ে ওই তিনজন, যারা বাসস্ট্যান্ডের সামনে গুলি করে পালিয়েছিল। পুলিশ টেনেহিঁচড়ে বার করে বাথরুমের ভেতর থেকে। কিছুক্ষণ পুলিশের থার্ড ডিগ্রিও চালানো হলেও মুখ খুলল না তারা। হাতির দাঁতের সন্ধান মিলছে না কিছুতেই। আইসি ক্রিমিন্যালদের একজনের কপালে রিভলভার ঠেকাতে শেষপর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেয় তারা।

সে হঠাৎই পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলি দেখে আশপাশের লোকজন ততক্ষণে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। সেই সুযোগে রাস্তা থেকে ছোট্ট একটি ছেলেকে কোলে তুলে নেয় পিস্তল হাতে থাকা ক্রিমিন্যালটি! চিৎকার করে পুলিশকে বলে, 'চুপচাপ এখান থেকে না সরলে বাচ্চাকে খালাস করে দেব।'

কপালে রিভলভারের ঠান্ডা ছোঁয়া পাওয়ার পর সেই ক্রিমিন্যাল বলল, 'ওটা আমাদের কাছে নেই। পান্ডে স্যারের কাছে আছে।'

আইসি বললেন, 'কোন পান্ডে স্যর? কোথায় আছে সে?'

'স্যর, ছেড়ে দিন স্যর। ওনার কথা বললে উনি আমাদের মেরে ফেলবে।'

'আর না বললে আমি এখনই তোকে মেরে ফেলব।'

ক্রিমিন্যালের পেটে একটি ঘুসি বসিয়ে দিলেন আইসি। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সে বলা শুরু করল। 'পান্ডে স্যর আমাদের হাতির দাঁতের টুকরোটি দিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার থেকে সেটা কোচবিহার হয়ে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল আমাদের। সেখান থেকে অন্য একজনের মাধ্যমে নেপালে যেত। কিন্তু কোচবিহারে গণ্ডগোল হওয়ায় প্ল্যান চেঞ্জ হল। পান্ডে স্যর বললেন, এখন ওটা নেপালে পাঠানোর দরকার নেই। আমাদের ছবি পেপারে বেরিয়েছে। ওটা আমাদের কাছে থাকা নিরাপদ নয়। সেজন্য কিছুক্ষণ আগেই পান্ডে স্যারের বাংলোতে ওটা দিয়ে এসেছি।'

আইসি বললেন, 'কে তোদের পান্ডে স্যর? ঠিকানা বল। এখনই যাব ওখানে।'

-'এখান থেকে মিনিট দশেক অটোতে গেলেই পান্ডে স্যারের বাংলো। তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার।'

শেষ লাইনটি শুনে ঘরে থাকা সবাই চমকে ওঠে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ভিতরেই তাহলে ঘুঘুর বাসা। রক্ষকই যদি ভক্ষক হন তাহলে দুনিয়া বাঁচবে কীভাবে!

কাঠের তৈরি দোতলা বাংলোটিতেই থাকেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার প্রদ্যুৎ পান্ডে। সেখানে পৌঁছাল পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে তাঁর শাগরেদদের দেখে পান্ডের তখন ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?' আইসি বললেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে আপনি হাতির দাঁত পাচার করছিলেন। তার একটি টুকরো আপনার কাছেই আছে। বের করুন।'

'কী বলছেন এসব। কীসের হাতির দাঁত! আমি কিছু জানি না।'

'ওরা কিন্তু সবকিছু স্বীকার করে নিয়েছে। আপনি যদি তদন্তে সহযোগিতা না করেন তাহলে আমাদের কাছ থেকে আর ভদ্রতা আশা করবেন না।'

পান্ডে ভেবেছিলেন, তিনি বড় অফিসার হওয়ায় কেউ তাঁর নাগাল পাবে না। চোরাশিকারিদের দিয়ে হাতি মেরে দেহের অংশগুলি বিদেশে পাচার করে দিচ্ছিলেন। শেষরক্ষা হল না। কাঁপা কাঁপা হাতে লকার থেকে একটি বাক্স বের করে মেহগনি কাঠের টেবিলটায় রাখলেন। বাক্স থেকে বের করলেন লাল কাপড়ে মোড়া হাতির দাঁতের টুকরোটি। সেটি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ রওনা দেয়।

ইতিমধ্যে রুদ্র তার অফিসে বিস্তারিত জানিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে বিদেশে হাতির দাঁত পাচারের পর্দাফাঁস। গ্রেপ্তার হলেন বন দপ্তরের অফিসার সহ তিন শাগরেদ। রুদ্র এক্সক্লুসিভ সেই খবরটি মোবাইলেই লিখে অফিসে পাঠায়। পরদিন প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয় খবরটি।

পুলিশ হোক বা সাংবাদিক। তাঁদের প্রচুর সোর্স থাকে। আড়ালে থেকে তাঁরা সমাজের অপরাধ দমনের জন্য কাজ করে চলেন। কিন্তু কখনও প্রচারের আলোয় আসেন না। যেমন, ওই চায়ের দোকানদার। অবশ্য তাঁদের প্রকাশ্যে না আসাই স্বাভাবিক। জীবনের ঝুঁকি বলেও তো একটি কথা আছে।

উত্তরের কবিমুখ

বেণু সরকার

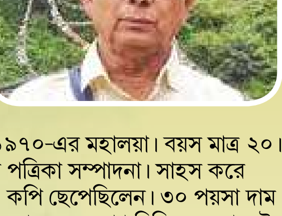

১৯৭০-এর মহালয়া। বয়স মাত্র ২০। প্রথম পত্রিকা সম্পাদনা। সাহস করে ৫০০ কপি ছেপেছিলেন। ৩০ পয়সা দাম। একবেলায় সব সংখ্যা বিক্রি হয়ে পকেট ভর্তি হয়ে গিয়েছিল খুচরোয়। সেই 'বিনিদ্র' পত্রিকার বয়স এখন ৫৫। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। কবিতা লেখা শুরু ছয়ের দশকের শেষে। সাতের দশকের কবির লেখায় থাকে সমাজ, প্রতিবাদ, প্রকৃতি। চারটি বই প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির বিশেষ সম্পাদকের পুরস্কারে সম্মানিত।

মেহগনির আড়াল থেকে

আমাদের দেখে দাঁড়ালে কেন
গলায় তোমার জাদুকরী সুর ছিল তখন
নদীবাঁধ ভেঙে যায় প্রায়
তুমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলে
যেন শৈশব এসে হিসেব দিচ্ছিল
তবু একটি গান শোনালে না--

জলের স্রোতের কাছে সব স্মৃতি ধুয়ে
নিই; ঝকঝকে হয়ে ওঠে চশমার কাচ
একে একে যতই সাজাতে থাকি
ততই অযত্নের দেরাজ নোংরা
হয়ে যায়।

দাঁড়িও না বরং চলেই যাও
আমি মেহগনির আড়াল থেকে
তোমার চলাটুকু দেখতে থাকি
পুরোনো ছবিতে চোখ রেখে গান
শুনে নেব একদিন।

কবিতা

যজ্ঞশালা

অজয়পদ সরকার

যেথায় দেখবে পাখির মেলা
মনের আনন্দে করে খেলা
যেথায় কুমোর মূর্তি বানায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

হাসলে পাহাড় সুখের হাসি
সবুজ ফোটে রাশি রাশি
সেই পাহাড়ের ঝর্ণা ধারায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

সাগর যেথায় ঢেউয়ের স্বরে
মেশে তীরের বালির ঘরে
স্বপ্নে ঘেরা ভগ্ন বাসায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

যেথায় বকুল আপন মনে
নাচে বরিষণ সমীরণে
সেই বকুলের ফুল বাগিচায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

যেথায় বন্ধু যুদ্ধ লাগে
সৈন্য দাঁড়ায় মন্ত্রীর আগে
সেই সৈন্যের তীরের আগায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

যেথায় শিশু অনাহারে
ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে মরে
সেই শিশুরই ভাতের থালায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

কসাই যদি কাটতে আসে
নির্বোধ পশুর অন্তিম শ্বাসে
সেই কসাইয়ের ছুরির তলায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

সন্তান হারা মায়ের ব্যথা
সেই মায়ের কি শুনেছ কথা?
সেই মায়েরই জঠর জ্বালায়
সেথায় পাবে বন্ধু আমায়।

এমন করেই যাব ঘুরে
সুখে, দুঃখে, অবিচারে
মহান এই যজ্ঞ শালায়
বন্ধু পাবে তুমি আমায়।

বন্ধু

মুন্নী সেন

বন্ধুদের ভালো লাগে।
তাদের হল্লা অট্টহাসি মৃদুহাসি নিস্তব্ধতা---
সবেতে ঢুকে তাদের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করি
তাদের নয়, আসলে নিজের কাছাকাছি।
নিজেকে খোঁজার এই পন্থা চমৎকার
অকারণে আমাকে নিয়ে উৎসব করে ওরা
আমাকে নিয়ে মানে, ওদের উৎসবে আমিও শামিল
অকারণে আমাকে নিয়ে উৎসব করে ওরা
অতর্কিতে করে অপমান
সবচেয়ে ভালো লাগে
যখন দুঃসময়ে একলা ফেলে রেখে উধাও হয়ে যায় বন্ধুরা
ওদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাই
সবচেয়ে বেশি তখনই।

দৃষ্টি কথা

উত্তম দেবনাথ

বুকের সবুজ ঘাস হলদে হতে থাকে
সারা দেহে নৌকা চলাচল অচল হয়ে
জনহীন নীরব ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার মতো
হৃদয়-বন্দরে সবুজের আনাগোনা কমতে থাকে

গগনচুম্বী মুখোশের সাথে
মৃত্তিকা একাকী যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে
অভিমানে বুকের পাথরকে বালিশ করে শুয়ে পড়ে

সব যন্ত্রণা কবর দিয়ে
নরকঙ্কাল সরল পথ নিজেকে এলিয়ে দেয়

সম্পর্কের ভাষা জন্ম দেয় হাজারো দৃষ্টি কথা

জানালা

মৌসুমী মজুমদার

প্রতিটি জানালা নতুন গল্প শোনায়;
পাতার ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরি খেলায়,
কৌতূহলী মন প্রকৃতির অমোঘ টানে-
নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে জানালার কোণে।

বন্ধ জানালার একপাশে এলোমেলো হিসেবের খাতা;
মেঘলা দিনের গুমোট বাতাসে ভিজে যায় দু'চোখের পাতা,
হৃদয়ের অলিতে গলিতে জমাট দীর্ঘশ্বাস-
মন কেমনের গল্পেরা পেতে চায় একটু আশ্বাস।

নির্ঘুম রাত জানে সাদাকালো দেওয়ালের শূন্যতা-
বিক্ষিপ্ত মন জুড়ে শুধুই বিষণ্ণতা;
বহুদিনের অপেক্ষা জলভরা কালো বাদলের,
আকাশের কান্না নয়, যে কথা বলবে হৃদয়ের।

একটা খোলা জানালা- মুক্তির স্বাদ, স্বপ্নের হাতছানি—
আশার প্রদীপ শোনাবে জীবনের বাণী,
কান্না-হাসির দোলায় ভাবনারা ডানা মেলে,
মায়ার বাঁধনে জড়াবে সময়, সুমধুর নূপুরের বোলে।

বেলা-অবেলার গল্প

কাকলি মুখোপাধ্যায়

কবে যেন হারিয়ে গেলে,
ফাল্গুনী হাওয়া, চৈত্রবেলা, শ্রাবণ সন্ধ্যা।
মন গুমরে ওঠা, কিশোরী বেলা
ময়ূরপুচ্ছে গচ্ছিত সুপ্ত ইচ্ছে,
কবে যেন নদী হয়ে গেল।
আবেগের সাতকাহন
ধূসর রং মেখে,
ডুব দিল--
হেঁশেলের নোনা জলে।
এঁটো শরীর, ঘাম আর সুগন্ধি মেখে
কাটিয়ে দিল চড়াই, উতরাই।
জীর্ণ দোর-দালানের মাটি খুঁড়ে
উঠে আসা আঠারোর কবিতা,
ছুটে চলল এঘর, ওঘর।
হাতড়ে ফিরল ইচ্ছেডানার নরম পালক।
মাছরাঙার সন্ধানী চোখ তখন---
উপুড় হয়ে আছে
উপসংহারের পাতায়।

অ্যালবাট্রসের ডানা

ব্রততী দাস

সন্ধ্যার চুম্বন শেষে আমি উড়ে যাই,
আমার অনন্ত বোহেমিয়ান জীবনে।
মহাশূন্যের পথে অ্যালবাট্রসের মতো।
অদৃশ্য হয়ে আসে পৃথিবীর গায়ে আঁচড়ের ক্ষত;
একের পর এক দিন শেষে,
আমি ভেসে যাই রাতের স্রোতে।
তবুও নোঙর ফেলা হয়নি সময়ের ঘাটে...
হাজার বছরের শ্রান্ত ডানা বিশ্রাম খোঁজে
এবার তবে নামার পালা
উড্ডয়ন পেশি জুড়ে ত্বরণের অভাব।
শ্লথ হয়ে আসে নিম্নগতি।
ধীরে ধীরে আবার নেমে আসি মাটির কাছাকাছি;
শুধুই প্রজননের প্রয়োজনে।

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

পুতুল নেবে পুতুল...

ফেলে দেওয়া ভুট্টার খোসা এবং রেশম দিয়ে পুতুল তৈরি করে চলেছেন মণিপুরের হস্তশিল্পী নেলি চাচেয়া। কিন্তু তাঁর এই 'আইডিয়া' এল কোথা থেকে? আসলে নেলি আগে ফুল বিক্রি করতেন। ক্রেতারা সতেজ ফুল কিনে নিয়ে যেত। আর বাসি ফুলের ঠিকানা ছিল ডাস্টবিন।

বিষয়টা ভালো লাগত না নেলির। এরপর থেকেই বর্জ্যকে ব্যবহার করে পুতুল তৈরির কথা ভাবেন তিনি। নেলির দেখানো পথে হেঁটে এখন স্বাবলম্বী অনেক মহিলাই।

শ্রাবণের গাছেরা

বর্ষাকাল যেন পুরোনো বন্ধুর মতো-- একটু নাটুকে, একটু খামখেয়ালি আর অনেকটা শান্তির। বর্ষাতেই আবার গাছপালা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই সময় মাটি সবচেয়ে বেশি সজীব থাকে।

কাজেই বর্ষায় বাড়ির বারান্দায় ছোট্ট ছোট্ট টবে তুলসী, পুদিনা, ধনেপাতা, কারিপাতা, মেথির মতো ভেষজ গাছ রোপণ করতে পারেন। হাতের নাগালে এই গাছগুলো থাকা যে কতটা সুবিধার, তা কল্পনাতীত। রোগ ভুলেও আপনার ধারেকাছে ঘেঁষবে না। বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়টিকে সবার কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরতে চাইছেন।

পার্কিনসন প্রসঙ্গে

কুড়ি বছর পর আবার একসঙ্গে মঞ্চ মাতালেন বিখ্যাত রক ব্যান্ড 'ব্ল্যাক সাবাথ'-এর পুরোনো সদস্যরা (ওজি অসবর্ন, টনি ইয়োমি, গিজার বাটলার ও বিল ওয়ার্ড)। মাত্র ১৬ মিনিটে শেষ কনসার্টের সমস্ত টিকিট। টিকিট বিক্রির ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা) পুরোটাই ব্যয় হবে পার্কিনসন রোগের গবেষণা ও চিকিৎসার কাজে। ব্যান্ডের ভোকালিস্ট ওজি অসবর্ন ওরফে 'অন্ধকারের রাজপুত্র' দীর্ঘদিন ধরে পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত। সেখান থেকেই এই কনসার্টের ভাবনা।

মায়ের মতোই ভালো

এশিয়ার সর্বশেষ বন্য প্রজাতির ঘোড়াশাবক মারাট থাকে আমেরিকার মিনেসোটা চিড়িয়াখানায়। মজার ব্যাপার, এখন সে 'মানুষ' হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য প্রজাতির গৃহপালিত ঘোড়া অ্যালিসের কাছে। দিনকয়েক আগে অ্যালিস সন্তানহারা হয়। ওদিকে আবার মারাটের মা নাদি সন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকেই অসুস্থ। তারপরই মারাটকে অ্যালিসের সঙ্গে এক খাঁচায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দুজনই এখন ভালো আছে।

ছোটগল্প (অনধিক ১৬০০ শব্দ), কবিতা, ভ্রমণকাহিনি (অনধিক ৬০০ শব্দ, ছবি সহ) ইউনিকোড ফন্টে পাঠান ubsrobbar@gmail.com -এ। ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠান, তবে পিডিএফে না পাঠানোই বাঞ্ছনীয়।

বুমরাহর চোট রহস্য উদঘাটন

সঞ্জীব দাস

ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের ফলাফল বর্তমানে ইংরেজদের পক্ষে ২-১। এই অবস্থায় শেষ দুটো টেস্টের গুরুত্ব অপরিসীম। যেখানে ফের একবার সংবাদ শিরোনামে জসপ্রীত বুমরাহ। এই সফরের শুরুতেই জানা গিয়েছিল 'ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট'-এর কারণে সব টেস্ট খেলতে পারবেন না তিনি। কিন্তু অনেকেই শেষ দুটো টেস্টের প্রথম একাদশে তাঁকে দেখতে চাইছেন। এই লেখায় বোঝার চেষ্টা করা যাক, কেন বুমরাহ এত চোটপ্রবণ? কেনই বা তাঁর 'ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট' খুব গুরুত্বপূর্ণ?

বুমরাহর মিক্সড অথবা সেমি-ওপেন বোলিং অ্যাকশন কোমরের নীচের অংশ বা Lumber Spine-এ টর্সিনাল ফোর্সের কারণে Stress বা চাপ তৈরি করে। ফলস্বরূপ কোমরের হাড়ে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার হতে পারে, যা ইতিমধ্যেই একবার বুমরাহকে ভুগিয়েছে। এছাড়াও, তাঁর বোলিংয়ের সময় সামনের পায়ের পাতার ল্যান্ডিং সঠিকভাবে না হলে (যার মধ্যে রয়েছে অত্যধিক Knee Flexion এবং অনুপযুক্ত Ankle Positioning) হাঁটু ও গোড়ালিতে বাড়তি চাপ পড়ে। দীর্ঘমেয়াদে যা গুরুতর চোটের ঝুঁকি বাড়ায়।

এধরনের বোলারদের ক্ষেত্রে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বোঝার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি আসলে ঠিক কী? ক্রিকেটে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট বলতে বোঝায় একজন খেলোয়াড়ের শারীরিক ও স্কিল-ভিত্তিক কাজের ধকল নিয়মিত মাপা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া। উদ্দেশ্য, একজন ক্রীড়াবিদের কার্যকারিতা বাড়ানো এবং চোট প্রতিরোধ করা।

অনুপযুক্ত ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট যে কোনও ফাস্ট বোলারকেই চোটপ্রবণ করে তোলে। যদি তাদের কাজের চাপ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয় এবং আকস্মিকভাবে টেস্ট সিরিজের জন্য হঠাৎ করে কাজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে গুরুতর চোটের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। সেজন্য একজন বোলারের অনুশীলনের সময় ধাপে ধাপে ওভার বাড়ানো দরকার যাতে তার মাংসপেশি ও হাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে।

কার্যকারিতার দিক থেকে জাতীয় দলের জন্য বুমরাহ তিন ফর্ম্যাটে অপরিহার্য, এছাড়া আইপিএল দোসর। সবমিলিয়ে এরকম ব্যস্ত ক্যালেন্ডারে যদি পর্যাপ্ত রিকভারি না হয়, তাহলে শরীর বিশ্রামের অভাবে নিজেকে সারিয়ে তুলতে যথেষ্ট সময় পায় না, ফলে গুরুতর চোটের আশঙ্কাও বাড়ে।

এজন্যে নিম্নলিখিত মূল মেট্রিকস বা প্রযুক্তিগত এককগুলি ব্যবহৃত হয় বোলারদের কাজের ধকল মাপতে :

- **বোলিং-এর পরিমাণ : প্রতিদিন বা সপ্তাহে একজন মোট কত বল করেছে।**
- **সেশন রেটিং অফ পারসিভড এক্সারশন (sRPE) : খেলোয়াড়ের নিজস্ব অনুভূতির ভিত্তিতে সেশন কতটা কঠিন লেগেছে এবং শরীরে কতটা ধকল অনুভূত হচ্ছে।**
- **ACWR (Acute : Chronic Workload Ratio) : সাম্প্রতিক ও দীর্ঘমেয়াদি ধকলের তুলনা করে বোঝা যায় চোটের ঝুঁকি কবে বাড়তে পারে।**
- **GPS / অ্যাকসেলারোমেট্রি : খেলোয়াড়ের গতিবিধি ও তীব্রতা ট্র্যাক করে।**

কিন্তু একজন অ্যাথলিটের ক্ষেত্রে ওয়ার্কলোডের পাশাপাশি ফ্যাটিগ বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ার্কলোড বলতে যেখানে ক্রীড়াবিদের ওপর থাকা বাহ্যিক চাপকে বোঝানো হয়। যেমন কতগুলো ওভার বল করা হয়েছে, কতক্ষণ জিমে সময় কাটিয়েছে, কত ম্যাচ খেলা হয়েছে ইত্যাদি। অন্যদিকে, ফ্যাটিগ বলতে যে কোনও ধকলের জন্য সৃষ্ট শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াকে বোঝানো হয়, যা নির্ভর করে ঘুম, পুষ্টি, চাপ এবং বিশ্রামের ওপর। একই ওয়ার্কলোড দুই খেলোয়াড়ের শরীরে আলাদা রকমের ক্লান্তি আনতে পারে- একারণে প্রত্যেক ক্রীড়াবিদের পৃথকভাবে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ জরুরি।

সবশেষে কেন বুমরাহর জন্য ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট অনিবার্য?

বুমরাহ হলেন একজন বিরল প্রতিভা- যাঁর গতি অনেকটাই বেশি হওয়ার সঙ্গে অ্যাকশনও অদ্ভুত এবং চ্যালেঞ্জিং। জাতীয় দলের জন্য তিনটি ফর্ম্যাট

বুমরাহ কেন এত চোটপ্রবণ? কেন তাঁর পক্ষে পরপর টেস্ট খেলা সমস্যার? শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কথা হওয়ার পাশাপাশি ক্রিকেট পাড়া মশগুল এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়েও।

নিয়মিত খেলার পাশাপাশি আইপিএল-এও নিয়মিত হওয়ায় তাঁর ওয়ার্কলোড অত্যধিক। তিনি আগেও কোমরের স্ট্রেস ফ্র্যাকচারে ভুগেছেন। ফলে তাঁর ক্ষেত্রে চোট পুনরায় দেখা দেওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্যই তাঁর বোলিং লোড ধীরে ধীরে বাড়ানো প্রয়োজন, দরকার পার্সোনালাইজড ফিটনেস প্রোগ্রাম তৈরি করা। এছাড়াও সিরিজ ও টুর্নামেন্টের মাঝে অনেকটা রিকভারির সময় না রাখা হলে ভবিষ্যতে তাঁর গুরুতর চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। অতীতে অবশ্যই তিনি সফলভাবে কামব্যাক করেছেন যা সম্ভব হয়েছে তাঁর ফিজিও, ট্রেনার, স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচদের দক্ষ সাহচর্যে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে। সেসময় তাঁকে ধাপে ধাপে বোলিংয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এবং এজন্য তাঁর শরীর টেস্ট ক্রিকেটের ধকলের সঙ্গেও মানিয়ে নিতে পেরেছে। সেই সঙ্গে কোর স্ট্রেংথনিং-এও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও ভবিষ্যতে তাঁকে নিয়ে সাবধানতা অত্যন্ত জরুরি।

(লেখক স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ, সিএবি)

স্ট্রাইকারের মরুভূমি, মরূদ্যান কই?

নুর আলম

ভারতের শেষ তিন ম্যাচের ফলাফল যথাক্রমে ০-১ (প্রতিপক্ষ হংকং), ০-২ (প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড), ০-০ (প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ)। তিনটি স্কোরলাইনে একটাই মিল, ভারতের প্রতিপক্ষের জালে একবারও বল জড়াতে না পারা। এই বিষয়টি কেবল শুষ্ক পরিসংখ্যান নয়, বরং যথেষ্ট চিন্তার। এই ফলাফল বোঝায়, ভারতীয় দলে একজন উপযুক্ত নম্বর নাইন বা ফরোয়ার্ডের অভাব ঠিক কতটা।

আধুনিক ফুটবল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন, এখনকার দিনে স্ট্রাইকারের গুরুত্ব ঠিক কতটা। স্ট্রাইকারেরা আজকাল শুধু গোল করেন না, বরং তাঁর কাজ আরও বেশিকিছু। যেমন- ফাইনাল থার্ডে বাকিদের জন্য জায়গা তৈরি করা, পায়ে বল ছাড়াও মুভমেন্ট দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিজের দিকে টেনে সহ খেলোয়াড়দের কাজ সহজ করে দেওয়া, মাঝমাঠ এবং উইঙ্গারদের মধ্যে সেতুবন্ধন। এসবের জন্য একজন স্ট্রাইকারের দরকার দুর্দান্ত পজিশনাল সেন্স, কখন-কোথায়-কতটা দৌড়োতে হবে সেই বোধ, গোলের সামনে মাথা ঠান্ডা রাখা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'ম্যাচ টেম্পারামেন্ট'।

ভারতীয় ফুটবল নিয়ে শেষ কয়েকদিনে কম লেখালেখি হয়নি, সমালোচনায় মুখর হয়েছেন প্রাক্তনীরাও। কেউ চেয়েছেন প্রশাসনিক রদবদল, তো কেউ আবার সওয়াল করেছেন যত দ্রুত সম্ভব ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশি খেলোয়াড়দের সংযুক্ত করার পক্ষে। কিন্তু এসবের আড়ালে থেকে গিয়েছে শেষ তিন ম্যাচে ভারতের গোল করার ব্যর্থতা।

শেষ দুটি বিষয় বড্ড গোলমেলে। ইউরোপে উয়েফা 'এ' লাইসেন্সের কোর্স যখন করতে গিয়েছিলাম, সেসময় এবিষয়ে খুঁটিয়ে পড়াশোনা করতে হত আমাদের। এছাড়াও বিখ্যাত কোচ, খেলোয়াড়, স্পোর্টস সায়েন্টিস্ট, স্পোর্টস সাইকোলজিস্টদের সঙ্গেও এবিষয়ে কথা হয়েছিল। প্রত্যেকেই ঘুরেফিরে একটা কথাই বলতেন, গোলের সামনে একজন স্ট্রাইকারের ম্যাচ টেম্পারামেন্ট আসবে কেবল এবং কেবলমাত্র ম্যাচ খেললে। সেটা একবার এসে গেলে বাকিগুলো এমনিই হবে। কিন্তু স্ট্রাইকার হিসেবে ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস করলেও গোলের সামনে প্লেয়ার খেই হারাবেন, সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবেন।

আসল সমস্যা লুকিয়ে এখানেই। বর্তমানে ভারতের এক নম্বর টুর্নামেন্টে সব দলেরই মূল একাদশের স্ট্রাইকার বিদেশি। ভারতীয় ফরোয়ার্ড বিশেষ করে জুনিয়াররা গেম টাইম পাচ্ছেন না। তাঁদের হয় সাপোর্টিং রোল কিংবা উইং-এ থাকতে হচ্ছে, নইলে রিজার্ভ বেঞ্চে কাটাতে হচ্ছে। ফলাফল দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিককালে ভারতের খেলায়। এজন্য খেলোয়াড়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই। একজন খেলোয়াড় যখন সারাবছর সম্পূর্ণ অন্য দায়িত্ব পালন করছেন, তখন তাঁর থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অসামান্য কিছু আশা করাটা অন্যায়।

অন্যদিকে, দোষটা ক্লাব মালিক বা ম্যানেজমেন্টেরও নয়। আইএসএলে দল নামাতে বেশিরভাগ ম্যানেজমেন্ট প্রচুর টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তারপর রেজাল্ট পেতে অভিজ্ঞ বিদেশিতে ভরসা রাখাই স্বাভাবিক।

ভারতের শেষ কয়েকটা ম্যাচ দেখে যা বুঝলাম, ফাইনাল থার্ডে (মাঠের যে জায়গাটা প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সবচেয়ে কাছে) আমাদের কোনও প্রেজেন্স নেই বললেই চলে। এছাড়া বিপক্ষ বক্সে পেনিট্রেটিং রান (একজন স্ট্রাইকার যখন প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ভেদ করে এগিয়ে যান), প্রতিপক্ষের ডিফেন্সের পিছনে মুভমেন্ট, ঠিকঠাক হোল্ড-আপ প্লে (যখন স্ট্রাইকারকে প্রতিপক্ষ আটকে দিলেও তিনি বলের পজেশন ধরে রাখবেন এবং সতীর্থদের গোলের সুযোগ দেবেন)- সমস্তটাই নেইয়ের তালিকায়। ফলাফল, বারবার পজেশন পেয়েও সেগুলো গোলে কনভার্ট হয়নি শুধুমাত্র স্ট্রাইকারদের সহজাত ইনস্টিংক্টের অভাবে।

কোচিং নিয়ে পড়াশোনা করার সময় আমাদের বারবার বলা হত, একজন স্ট্রাইকারের কিছু জিনিস থাকতেই হবে-

১. অফ দ্য বল মুভমেন্ট- বল পায়ে না থাকলেও নিজের মুভমেন্টের মাধ্যমে ডিফেন্ডারকে নিজের দিকে টেনে বাকিদের জায়গা তৈরি করা।

২. টাইমিং অফ রান – কখন বলের দিকে, আর কখন খালি জায়গায় দৌড়াতে হবে সেই সময়জ্ঞান।

৩. লিংক-আপ প্লে- মিড ফিল্ডারদের সঙ্গে মিলে দ্রুত দলের জন্য সুবিধাজনক কম্বিনেশন তৈরি করা।

৪. বক্স ইন্টেলিজেন্স- কখন গোলপোস্টের কাছে, আর কখন দূরে থাকতে হবে সেই বোধ।

৫. ক্লিনিকাল ফিনিশিং- কত কম সময়ে কমবারে বল টাচ করে কোনও চান্সকে গোলে কনভার্ট করা যায় সেই জ্ঞান।

এজন্য দরকার দুটি বিষয়, প্রথম গ্রাসরুটে প্রত্যেক প্লেয়ার বিশেষত স্ট্রাইকারের জন্য 'ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং' তৈরি (অত্যন্ত আশার কথা, ভারতে এই বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে)। দ্বিতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বোচ্চ পর্যায়ে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলানো। এজন্য সিনিয়ার আইএসএল লেভেলে উঠতি ভারতীয় স্ট্রাইকারদের গেমটাইম দিতে হবে। যাঁরা সত্যিকারের স্ট্রাইকার তাঁদের সেখানেই খেলাতে হবে। কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন, বিশেষত টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেতে এর কোনও সমাধানসূত্র খুঁজতেই হবে। নইলে এই হতাশাজনক ফলাফলই চলবে।

(লেখক উয়েফা এ লাইসেন্স প্রাপ্ত কোচ, বর্তমানে কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচিং এবং টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত)

কলকাতায় পা ব্রুজোঁ-সিবিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই : কলকাতায় পৌঁছেই কাজ শুরু করে দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

শুক্রবার মাঝরাতে শহরে পা রাখেন লাল-হলুদ কোচ ও দলের নয়া আর্জেন্টাইন ফুটবলার কেভিন সিবিলে। দুইজনেই প্রায় মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছোন। এর আগের রাতে প্যালেস্তাইনের ফুটবলার মহম্মদ রশিদকে অভ্যর্থনা করতে বিমানবন্দরে সমর্থকদের মধ্যে যে বাড়তি উচ্ছ্বাস চোখে পড়েছিল, কোচ বা সিবিলের ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। তুলনায় সমর্থকের সংখ্যাও ছিল কম। তবে তাঁকে আনতে ক্লাব প্রতিনিধিরা পৌঁছে যান এবং সমর্থকদের মধ্যেও যাঁরা ছিলেন তাঁরা ফুল-মালা-উত্তরীয়তে অভ্যর্থনা জানান দুইজনকে। লম্বা সফরের পরও সিবিলেকে দেখে সামান্যও ক্লান্ত লাগেনি। রীতিমতো চনমনে ২৬ বছর বয়সি এই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার এলেন মাহের হিজাজির জায়গায়। আশা করা যায় আনোয়ার আলির সঙ্গে সিবিলে এবার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবেন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে। আগেরদিনই রশিদের সঙ্গে এসে গিয়েছেন দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোস। এদিন রাতে আসছেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও রবিবার সকালে সাউল ক্রেসপো। অর্থাৎ সব ভারতীয় ফুটবলার আসার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বিদেশিকেও ডুরান্ড কাপের দিন আগেই হাতে পেয়ে যাচ্ছেন অস্কার। শুধুমাত্র বাকি থাকলেন মরোক্কান অ্যাটাকার হামিদ আহাদাদ। তাঁর এখনও ভিসা হয়নি। হলেই তিনি এসে যাবেন বলে খবর। শুক্রবার নন্দকুমার শেখর আসার সঙ্গে সঙ্গেই সব ভারতীয় অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। অস্কার আসার আগেই তাঁর নতুন সহকারী আদ্রিয়ান রুবিয়ো মার্টিনেজ প্রস্তুতি শুরু করিয়েছেন দলের।

আসছেন মিগুয়েল-সাউল

এদিন এসেই বিকেলে অনুশীলনে নামতে চেয়েছিলেন অস্কার। কিন্তু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ড না পাওয়ায় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। দলের এক মুখপাত্র জানালেন, অস্কার যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ড ছাড়া অনুশীলন করাতে চান না। তবে মরশুমের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। রবিবার থেকেই ডুরান্ডের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ছেন তিনি। যা খবর তাতে অস্কার চাইছেন, বিদেশি সহ সব ফুটবলারকেই শুরু থেকে ব্যবহার করতে। প্রয়োজনে প্রথম ম্যাচে অন্তত পাঁচ মিনিট হলেও খেলাতে চাইছেন এমনকি বিদেশিদেরও। তাঁর এই ভাবনা থেকেই পরিষ্কার, এবার ডুরান্ড কাপকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। এবার যেহেতু বেশিরভাগ আইএসএল দলই অনুপস্থিত এবং মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও জামশেদপুর এফসি-র মতো দলগুলি শুরুতে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাই ব্রুজোঁ তাঁর দলকে নিয়ে শুরু থেকেই ঝাঁপাতে চাইছেন।

কলকাতায় পৌঁছে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও নতুন বিদেশি আর্জেন্টিনার কেভিন সিবিলে।

আইএসএল-আই লিগ জয়ে গর্বিত হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই : আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোটা দলকে ধন্যবাদ দিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। উলটোদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়বে না বলে জানিয়ে দিল চার্চিল ব্রাদার্স। এদিন সামাজিক মাধ্যমে চার্চিল ব্রাদার্সের তরফে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়, 'অবৈধ ফুটবলার হিসাবে মারিও বার্কোর বিষয়ে ক্যাসের নির্দেশের কপি আমরা হাতে পেলাম। যে সব সমর্থকরা আমাদের পাশে ছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে বলতে চাই, আমরা আপনাদের কষ্টটা অনুভব করতে পারছি। আমরা জানি গোয়ায় ক্লাব মানে কী।' এরপর তারা লেখে, 'এটাই শেষ নয়। আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, ন্যায়ের জন্য আমাদের লড়াই চলবে। গোয়ার যে সম্মান প্রাপ্য তা ফিরিয়ে আনার আগে আমরা থামছি না।'

চার্চিলের যখন ট্রফি চলে যাওয়ার কষ্ট তখন ইন্টার কাশীতে নতুন আলোর দিশা। স্বাভাবিকভাবেই আইএসএলে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্ছ্বসিত ক্লাবের সকলে। এবার পালা নতুন উদ্যমে কাজ শুরুর। তার আগে চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ হিসেবে হাবাস ধন্যবাদ জানান ফুটবলার থেকে স্টাফ, প্রত্যেককে। তিনিই একমাত্র কোচ যিনি আইএসএলের প্রথম বছরে এটিকে-কে চ্যাম্পিয়ন করার পর আই লিগে কাজ শুরু করেই চ্যাম্পিয়ন করলেন ইন্টার কাশীকে। হাবাস তাঁর ফুটবলার ও কোচিং স্টাফদের ধন্যবাদ দিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে। তিনি লেখেন, 'দলের প্রতিটি ফুটবলার ও স্টাফদের প্রতি অসম্ভব কৃতজ্ঞ তাঁদের মানসিকতা ও দায়বদ্ধতার জন্য। আমরা একটা পরিবার। আমার পেশাদার জীবনের শুরু থেকে যেভাবে কাজ করেছি সেই রকম ভালোবাসা নিয়েই কাজ করেছি এই নতুন চ্যালেঞ্জের আগে।'

এরপর তিনি লেখেন, 'ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে একমাত্র কোচ হিসাবে আইএসএল ও আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য গর্বিত।'

> ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে একমাত্র কোচ হিসাবে আইএসএল ও আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য গর্বিত।
>
> **আন্তোনিও লোপেজ হাবাস**

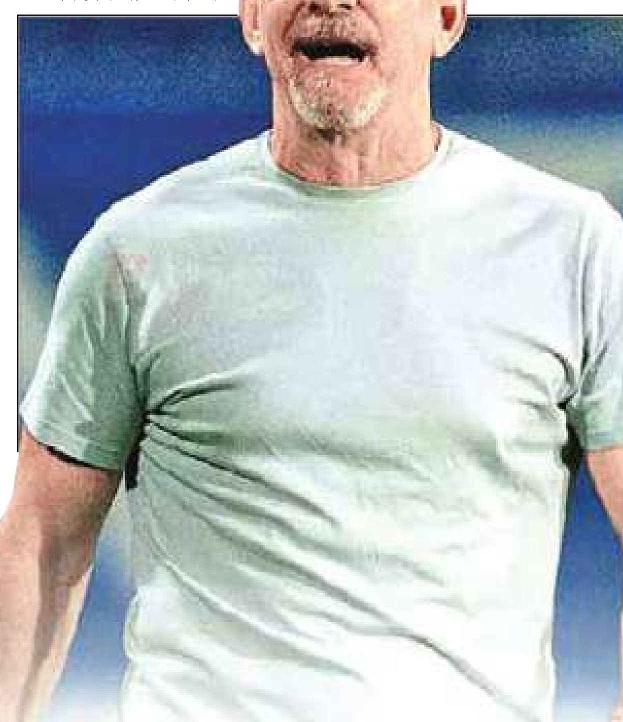

কোচ হিসেবে আইএসএল ও আই লিগ জয়ের বিরল নজির গড়লেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

সেমিফাইনাল থেকে বিদায় অর্জুনের

লাস ভেগাস, ১৯ জুলাই : লাস ভেগাস ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর থেকে বিদায় নিলেন ভারতের অর্জুন এরিগাইসি।

সেমিফাইনালে অর্জুন পরাজিত হন মার্কিন দাবাড়ু লেভন অ্যারোনিয়ানের কাছে। কোয়ার্টার ফাইনালে আব্দুসাত্তারোভ নদিরবেককে হারিয়ে শেষ চারে উঠে ইতিহাস গড়েছিলেন ভারতীয় দাবাড়ু। কিন্তু খেতাব অধরাই রইল।

সেমিফাইনালের লড়াইটা কঠিন ছিল অর্জুনের কাছে। প্রতিপক্ষ লেভন চলতি সপ্তাহে বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেন ও দুই নম্বর হিকারু নাকামুরাকে হারিয়েছিলেন। শেষ চারের খেলায় সেই ছন্দ বজায় রেখে ২-০ ফলে অর্জুনকে হারান তিনি। ফাইনালে লেভন খেলবেন হান্স নিম্যানের বিরুদ্ধে।

এদিকে অপর ম্যাচে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ হারিয়েছেন ভিনসেন্ট কেইমারকে। উজবেকিস্তানের জাভোকির সিন্ডারোভ হেরে যান কার্লসেনের কাছে।

চুক্তি বাড়ছে কুর্তোয়ার

মাদ্রিদ, ১৯ জুলাই : বেলজিয়াম গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়ার সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে।

বর্ষীয়ান গোলরক্ষক কুর্তোয়ার সঙ্গে মাদ্রিদের চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী বছরের জুন মাসে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ পর্যন্ত তাঁকে স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে দেখা যাবে। কুর্তোয়া ছাড়া ব্রাহিম দিয়াজ ও রাউল অ্যাসেন্সিওর সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

এদিকে, ব্রায়ান এমবেউমোকে চূড়ান্ত করে ফেলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। আপাতত ২০৩০ পর্যন্ত চুক্তি হচ্ছে তাঁর সঙ্গে।

কাউন্টিতে নেই রুতুরাজ

হেডিংলে, ১৯ জুলাই : কাউন্টি থেকে নাম প্রত্যাহার রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। ঠিক ছিল এবার ইয়র্কশায়ারের হয়ে খেলবেন তিনি। ২২ জুলাই সারের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার কথা ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে গিয়ে এই মরশুমে কাউন্টিতে না খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন রুতুরাজ। ইয়র্কশায়ার কর্তৃপক্ষকে তিনি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ডে গিয়ে থাকা এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ইয়র্কশায়ারের তরফেও সরকারিভাবে তাঁর না খেলার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কাউন্টিতে পাঁচটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ছাড়াও ৫০ ওভারের ম্যাচে রুতুরাজের খেলার কথা ছিল।

অধিনায়ক শুভমানে আস্থা রাখছেন

সব ভালোর শেষ আছে, বিরাটকে নিয়ে কেন

অকল্যান্ড, ১৯ জুলাই : একদশক ধরে ক্রিকেট বিশ্বে রাজত্ব চালিয়েছে 'ফ্যাব ফোর'।

স্টিভেন স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, জো রুটরা কেরিয়ারের শেষপর্বে পৌঁছে গিয়েছেন। বিরাট কোহলি সেখানে টি২০-র পর টেস্ট ফরম্যাটকে ইতিমধ্যেই বিদায় জানিয়েছেন। টিমটিম করে জ্বলতে থাকা ওডিআই ক্রিকেট ঘিরেও অনিশ্চয়তা। সেরা চারে বিরাটের জায়গা কে নেবেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

> আন্তর্জাতিক ম্যাচে বিরাটের সঙ্গে প্রচুর স্মরণীয় মুহূর্ত জড়িয়ে। তবে মাঠের বাইরে সম্পর্ক গড়ে ওঠা সবসময় স্পেশাল। পারস্পরিক শ্রদ্ধার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছি। কিন্তু সব ভালোর শেষ আছে। সবদিক খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে (টেস্ট অবসর)।
>
> **কেন উইলিয়ামসন**

বিরাট-শূন্যতা নিয়ে কিছুটা নস্টালজিক উইলিয়ামসন। কোহলির শ্রেষ্ঠত্বকে বারবার চ্যালেঞ্জ জানানো কিউয়ি তারকার মতে, সব ভালোর শেষ আছে। বিরাটের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। সবাইকে একদিন থামতে হয়। আর বিরাটের মতো যখন কেউ অবসর নেয়, আলাদা অনুভূতি থাকে।

উইলিয়ামসন আরও বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ম্যাচে বিরাটের সঙ্গে প্রচুর স্মরণীয় মুহূর্ত জড়িয়ে। তবে মাঠের বাইরে সম্পর্ক গড়ে ওঠা সবসময় স্পেশাল। পারস্পরিক শ্রদ্ধার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছি। কিন্তু সব ভালোর শেষ আছে। সবদিক খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে (টেস্ট অবসর)। টেস্ট ও টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও এখনও কিন্তু ওডিআই খেলে।'

বিরাটের শূন্যতা পূরণের দৌড়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে শুভমান গিল। চলতি টেস্ট সিরিজে বিরাটের চার নম্বর জুতোয় পা দিয়ে প্রথম দুই টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। সেই শুভমানের ওপর আস্থা রাখছেন উইলিয়ামসনও। নতুন দায়িত্বে বেশ স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে। ক্রিকেটার ও নেতা শুভমানের দক্ষতা ইতিমধ্যেই নজর কাড়ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বল্প সময়ের মধ্যেই হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ভালো অধিনায়ক হওয়ার রসদ রয়েছে। তবে অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের সফর সবে শুরু হয়েছে। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে, মনে করেন উইলিয়ামসন।

ভারত-ইংল্যান্ড চলতি টেস্ট সিরিজের উত্তাপও স্পর্শ করছে উইলিয়ামসনকে। তাঁর মতে, প্রথম তিন ম্যাচে যে কেউ জিততে পারত। দুই দলই শক্তিশালী। খেলার ধরনে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও শেষপর্যন্ত জয়ের জন্য দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই রং ছড়াচ্ছে। বিশেষত ক্রিকেট মক্কার দ্বৈরথ। উইলিয়ামসন বলেছেন, 'প্রথম দুই টেস্টের তুলনায় লর্ডসের পরিস্থিতি একটু আলাদা ছিল। পাঁচদিন ধরেই টানটান উত্তেজনা। অনেকদিন পর ওল্ড স্কুলসুলভ টেস্ট ক্রিকেটের স্বাদ। ভারতীয় দল দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। পালটা জবাবে প্রতিদিন ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার মেজাজ ইংল্যান্ডের। এই রকম একটা সিরিজের ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল।'

অধিনায়ক শুভমান গিলের দক্ষতায় মুগ্ধ কেন উইলিয়ামসন।

শুক্রবার ছিল ভারতীয় মহিলা দলের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানার ২৯তম জন্মদিন। তিনি জন্মদিনের কেক কাটার পর তা স্মৃতিকে খাইয়ে দিচ্ছেন রিচা ঘোষ। লর্ডসে।

ভালো স্লেজার নই, দাবি পোপের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ জুলাই : সেয়ানে সেয়ানে টক্কর।

প্রতিটি ইঞ্চির জন্য শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নাছোড় মানসিকতা। চলতি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে ব্যাট-বলের যে আকর্ষণীয় যুদ্ধে পারদ চড়িয়েছে স্লেজিং, ক্রিকেটারদের মেঠো যুদ্ধ। দুই দলের একঝাঁক ক্রিকেটার বারবার দৃষ্টিকটু বাদানুবাদে জড়িয়েছেন। যদিও ওলি পোপের দাবি, চড়া মেজাজে তীক্ষ্ণবাণে প্রতিপক্ষকে 'বিঁধতে' তিনি ঠিক অভ্যস্ত নন।

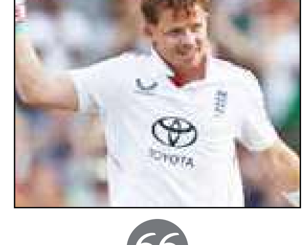

> সত্যি কথা বলতে, আমি বড় স্লেজার নই। আর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সুবাদে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে কমবেশি পরিচিত আমরা সবাই। পরস্পরকে চিনি, বুঝি। দশ বছর আগে অবশ্য এই রকম পরিস্থিতি ছিল না।
>
> **ওলি পোপ**

এক সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ডের টপ অর্ডার ব্যাটার পোপ বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, আমি বড় স্লেজার নই। আর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সুবাদে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে কমবেশি পরিচিত আমরা সবাই। পরস্পরকে চিনি, বুঝি। দশ বছর আগে অবশ্য এই রকম পরিস্থিতি ছিল না।'

শুধু শরীরী ভাষা নয়, বাইশ গজেও আগ্রাসনের ছোঁয়া ইংল্যান্ডের বাজবলে। ওলি পোপের কথাতেও তার ঝলক। টেস্ট সুলভ খুচরো রানে ইনিংস টানার বদলে ছক্কা হাঁকানোই বেশি উপভোগ কেন, বলেও দিচ্ছেন। পোপের কথায়, 'সবসময় ছক্কা মারাকে অগ্রাধিকার দেব। মাঝ ব্যাট মারা শট যখন গ্যালারিতে গিয়ে পড়ে, উপভোগ করি। শট যত লম্বা, অনুভূতি তত বেশি। তবে সিঙ্গলসে সেঞ্চুরি পাওয়া এবং তার সেলিব্রেশনের মজাও আলাদা।'

দৌড় থামল পাঠচক্রের

কলকাতা, ১৯ জুলাই : কলকাতা ফুটবল লিগে মামণি গ্রুপ পাঠচক্রের দৌড় থামাল সুরুচি সংঘ। শেষ মুহূর্তের গোলে ১-০ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল সুরুচি। উলটোদিকে এবারের লিগে এই প্রথম কোনও গোল হজম করল পাঠচক্র, প্রথম হারও। অন্যদিকে কালীঘাট মিলন সংঘ ২-০ গোলে হারিয়েছে রেলওয়ে এফসি-কে। এছাড়া পুলিশ এসি-মেসারার্স ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। ক্যালকাটা কাস্টমস-বেহালা এসএস ম্যাচের ফলও একই।

মাঠে ২২ জন রোবটের দরকার নেই : নাসের

লন্ডন, ১৯ জুলাই : পান থেকে চুন খসলে শাস্তির খাঁড়া।

ক্রিকেটারদের আবেগে যেভাবে লাগাম পরাচ্ছে আইসিসি, তা একেবারেই নাপসন্দ নাসের হুসেনের। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, বাইশ গজের যুদ্ধে ২২ জন রোবটের দরকার নেই। আবেগ, আগ্রাসন ছাড়া ক্রিকেটের আকর্ষণ বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল, তা বুঝতে হবে আইসিসি-কে।

লর্ডস টেস্টে আগ্রাসী সেলিব্রেশনের জন্য মহম্মদ সিরাজ আইসিসি-র কোপে। সিরাজের যে শাস্তি প্রসঙ্গে তোপ নাসেরের। বলেছেন, 'আগ্রাসী মেজাজে থাকলে সিরাজের থেকে সেরাটা বেরিয়ে আসে। যে কোনও দল চাইবে সিরাজকে পেতে। সেলিব্রেশনের জন্য ওকে জরিমানার কোনও প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করেছে, কিন্তু সীমারেখা অতিক্রম করেনি। মনে রাখতে হবে, ক্রিকেট হল আবেগের খেলা। যেখানে ২২ জন রোবটের দরকার নেই।'

লর্ডস টেস্টে বেন ডাকেটকে আউট করার পর আগ্রাসন দেখিয়ে মহম্মদ সিরাজকে আইসিসি-র শাস্তি পেতে হয়েছে।

ম্যাচ শেষে বিধ্বস্ত সিরাজকে জো রুট, জ্যাক ক্রলিদের সান্ত্বনা। ফ্লিনটফের স্মৃতি উসকে দিচ্ছিল ২০০৫ অ্যাসেজে ব্রেট লি-অ্যান্ড্রু মাইকেল আথারটনকে। বাকি সতীর্থ যখন দুরন্ত জয়ে মজে, তখন ফ্লিনটফের সান্ত্বনার হাত ছিল লি-র পিঠে। আথারটন বলেছেন, 'ম্যাচ শেষে সিরাজ-রুট-ক্রলিকে ঘিরে তৈরি হওয়া দৃশ্যটা মনে করিয়ে দিচ্ছিল দুই দশক আগে ফ্লিনটফ-লি-র আবেগঘন স্মৃতি। প্রায় একইরকম দৃশ্য। টেস্টে এটাই মজা। পাঁচদিনের টানটান উত্তেজনা, ব্যক্তিগত যুদ্ধ ভুলে বন্ধুত্বের বার্তা।'

এদিকে লর্ডস টেস্টে ভারতীয় দলের হারে শুভমান গিলকেও দুষছেন গ্রেগ চ্যাপেল। দাবি, অধিনায়ক হিসেবে গিলের উচিত ছিল রবীন্দ্র জাদেজাদের কাছে আরও ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের বার্তা পাঠানো। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, জাদেজার চেষ্টা প্রশংসনীয়। ইংরেজ বোলারদের তৈরি চাপটা ঠান্ডা মাথায় সামলেছে। কিন্তু জয়ের লক্ষ্যে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ব্যাটিং প্রয়োজন ছিল।

গ্রেগের কাঠগড়ায় গিল-জাদেজা

গ্রেগ চ্যাপেল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'টেল এন্ডারদের আগলে রাখল। ঠান্ডা মাথায় ইনিংস টানল। বিশেষজ্ঞ ব্যাটারদের যে দায়িত্বে দেখা যায়। নিজের হাতে যথাসম্ভব স্ট্রাইক রাখল। নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। কিন্তু প্রশ্ন হল, ম্যাচ পরিস্থিতির নিরিখে আদৌ কি কার্যকর ইনিংস? ওইসময় জাদেজাই একমাত্র ব্যাটার। অঙ্ক কষে লক্ষ্যে পৌঁছোতে ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল। বল ছাড়া এবং খুচরো রান নেওয়া, মোটেই সঠিক নয় ওই পরিস্থিতিতে। ভারতীয় সাজঘর থেকে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষত অধিনায়কের থেকে। শুভমানের বলা উচিত ছিল জাদেজাকে, 'টেল এন্ডাররা (বুমরাহ, সিরাজ) ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকবে। জয়ের লক্ষ্যপূরণের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।' ২০১৯-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লিডসে ঠিক এটাই করেছিল বেন স্টোকস। টেল এন্ডারদের নিয়ে গত পাঁচ দশকের অন্যতম সেরা ইনিংস খেলেছিল।'

এশিয়া কাপ নিয়ে দোলাচল অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই : এশিয়া কাপ নিয়ে অচলাবস্থা চলছেই। দিন কয়েক আগে শোনা গিয়েছিল, আগামী সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে হতে পারে এশিয়া কাপের আসর। কিন্তু তার আগে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বেঁকে বসেছে। সমস্যার মূলে ঢাকায় আগামী ২৪ জুলাই নির্ধারিত থাকা এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক। সেই বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কোনও প্রতিনিধি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে চলা বৈঠকে যোগ দেবেন না বলে খবর। বদলে বিসিসিআইয়ের তরফে

ঢাকায় বৈঠকে যাবে না বিসিসিআই

দুবাইয়ের মতো কোনও শহরে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এমন সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক।

এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কোনও দেশের প্রতিনিধি যদি বৈঠকে হাজির না হন, তাহলে সেই বৈঠক নিষ্ফলা থেকে যাবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভব হবে না। ঠিক সেই জায়গাতেই অনড় থেকে নিজেদের অবস্থান ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে বিসিসিআই। ফলে সেপ্টেম্বরের এশিয়া কাপ নিয়ে অচলাবস্থা বেড়েই চলেছে।

দ্বিস্তরীয় টেস্ট নিয়ে কমিটি

সিঙ্গাপুর সিটি, ১৯ জুলাই : বৈঠক হল। কিন্তু চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হল না।

টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি দ্বিস্তরীয় টেস্ট চালু করতে চাইছে। মাস কয়েক আগে আইসিসি-র বৈঠকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। সেই সময় বিষয়টি আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। দুইদিন ধরে চলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সেই বোর্ড মিটিং আজ সিঙ্গাপুরে শেষ হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকেও দ্বিস্তরীয় টেস্ট শুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বদলে একটি কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই কমিটি আগামীদিনে খতিয়ে দেখে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-র কাছে রিপোর্ট দেবেন। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে দ্বিস্তরীয় টেস্ট শুরুর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে আইসিসি।

কিপিংয়ের দায়িত্বে হয়তো ধ্রুব

ব্যাটার হিসেবেই শুধু খেলবেন পন্থ

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ জুলাই : লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার। তিন নম্বর টেস্টের পর এবার চতুর্থ টেস্টের চ্যালেঞ্জ।

বুধবার থেকে 'অভিশপ্ত' ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে শুরু হচ্ছে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের চার নম্বর টেস্ট। তার আগে আজই টিম ইন্ডিয়া পৌঁছে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টারে। বাড়তে শুরু করেছে চার নম্বর টেস্টের উত্তেজনা। সঙ্গে সামনে আসছে একাধিক প্রশ্ন। এক, জসপ্রীত বুমরাহ কি ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেলবেন? স্পষ্ট জবাব নেই। কিন্তু আজ লন্ডন থেকে শুভমান গিলরা ম্যাঞ্চেস্টারে পা রাখার পর ভারতীয় দলের একটি বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, বুমরাহর খেলার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দুই, ঋষভ পন্থ কি ফিট হয়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে নামতে পারবেন? তিনি খেললে তাঁর ভূমিকা কী হবে? ব্যাটার? নাকি উইকেটকিপার-ব্যাটার? টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে ভিন্ন খবর সামনে আসছে। জানা গিয়েছে, ঋষভের পাশে ধ্রুব জুরেলকেও তৈরি রাখা হচ্ছে। ঋষভ একান্তই কিপিং করতে না পারলে দলের কম্বিনেশন বদলাতে চলেছে। সম্ভবত, ঋষভ খেলবেন ব্যাটার হিসেবে। আর জুরেল কিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন।

লন্ডন সহ ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোর মতো ম্যাঞ্চেস্টারেও বেশ গরম এখন। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের বাইশ গজে ঘাস রয়েছে এখনও। যদিও বুধবার টেস্ট শুরুর আগে সেই ঘাস কতটা থাকবে, সময়ই তার জবাব দেবে। এমন অবস্থায় টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে

বুধবার থেকে শুরু ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট

শুরু হয়েছে জল্পনা। তাছাড়া তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাওয়ার পরও ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হওয়া করুণ নায়ারকে নিয়েও চলছে চর্চা। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকেই সাই সুদর্শনকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বলে খবর। চতুর্থ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে জল্পনার মাঝেই আজ মাইকেল আথারটন আচমকাই শুভমানদের পরামর্শ দিয়েছেন। জানিয়েছেন, ম্যাঞ্চেস্টারে তিন স্পিনারে খেলুক ভারত। আথারটনের এমন পরামর্শ অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে। কিন্তু আথারটনের সেসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। আথারটনের কথায়, 'এবারের ইংলিশ সামারে বিলেতের পিচে বাউন্স কম। জোরে বোলারদের জন্য সুবিধা কম। তুলনায় মন্থর পিচে স্পিনাররা অনেক সময়ই সাহায্য পাচ্ছে। তাই ভারতীয় দলের জন্য আমার পরামর্শ, ম্যাঞ্চেস্টারে তিন স্পিনার খেলাক শুভমানরা। এমনটা হলে ভারতীয় দলই উপকৃত হতে পারে।'

কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের তিন স্পিনার খেলানোর আজব পরামর্শ টিম ইন্ডিয়া শুনবে কি না, পরের কথা। কিন্তু তার আগে কাল থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলন শুরুর লগ্নে দলের কম্বিনেশন নিয়ে বিস্তর জল্পনা ও চর্চা আপাতত থামার কোনও ইঙ্গিত নেই।

৪২ রানের ইনিংসে শুরুতে ভারতীয় দলকে টানলেন স্মৃতি মান্ধানা।

ব্যর্থ রিচা, লড়াকু ইনিংস স্মৃতির

ভারত-১৪৩/৮ (২৯ ওভারে)
ইংল্যান্ড-৭৮/১ (১৫ ওভারে)

লন্ডন, ১৯ জুলাই : বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ রিচা ঘোষ (২)। বড় রান হল না ভারতীয় দলেরও। শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ বৃষ্টির জন্য শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের অনেকটাই পরে। সময় কমে আসায় ওভার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৯। টস জিতে শুরুতে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড। ব্যাট করতে নেমে সতর্কভাবে শুরু করেন প্রতীকা রাওয়াল ও স্মৃতি মান্ধানা। তবে ৩ রানে ফেরেন প্রতীকা। ভরসা দিতে পারেননি জেমাইমা রডরিগেজ (৩), হরমনপ্রীত কাউর (৭), রিচারা। উলটোদিকে একের পর এক উইকেট হারালেও ৫১ বলে ৪২ রানের লড়াকু ইনিংসে দলকে খানিকটা এগিয়ে দেন স্মৃতি। শেষ বেলায় দীপ্তি শর্মার ৩৪ বলে ৩০ রানের অপরাজিত ইনিংসে ২৯ ওভারে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ৮ উইকেটে ১৪৩।

রানতাড়ায় নেমে ইংল্যান্ড ১৫ ওভার খেলে ১ উইকেটে ৫৪ রান তুলেছে। ট্যামি বিউমন্ট ৩৪ রান করে স্নেহ রানা বলে আউট হন। ক্রিজে অ্যামি জোন্স (৩৪) ও নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৮)।

কেরিয়ারের সেরা ফর্মে লোকেশ : শাস্ত্রী

প্রতিভা-দক্ষতা নিয়ে সকলেই একমত

লন্ডন, ১৯ জুলাই : প্রতিভার অভাব ছিল না কখনও।

যদিও তার প্রতিফলন ঘটছিল না বাইশ গজে। চলতি ইংল্যান্ড সফরে সেই চেনা ছবিতে বদল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবর্তমানে দলের সিনিয়ার ব্যাটার হিসেবে নিজের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলাচ্ছেন লোকেশ রাহুল। ওপেনিংয়ে নতুন পজিশনে ব্যাটিংয়ে সাফল্য পাচ্ছেন। দলের আস্থার মর্যাদা রেখে অ্যাঙ্করের ভূমিকা পালন করছেন প্রায় প্রতি ম্যাচে।

লোকেশের যে নতুন রূপে মজেছেন রবি শাস্ত্রী। সিরিজে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় রয়েছেন প্রাক্তন হেডকোচ। কমেন্ট্রি বক্সে বসে কাটাছেঁড়া করছেন ভারতীয় দল সহ খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সকে। সেই শাস্ত্রীর মুখে লোকেশ-বন্দনা। প্রথম তিন টেস্টে ৩৭৫ রান করা লোকেশকে নিয়ে আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ছাত্রকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

শাস্ত্রী বলেছেন, 'একজন কাউকে পাওয়া যাবে না যার মনে রাহুলের প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এই ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেকেই সহমত। একইভাবে সবাই মনে করেন, যতটা প্রতিভাবান, তার প্রতিফলন এখনও পর্যন্ত ঘটাতে পারেনি লোকেশ। চলতি সিরিজে অবশ্য ছবিটা বদলাচ্ছে। যতটুকু চোখে পড়ছে, তা হল ফ্রন্টফুট, স্টান্স ও রক্ষণাত্মক শটে কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছে। ফলে অনেক ভালোভাবে শট খেলার সময় শরীর যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রতিফলন চলতি সিরিজের সাফল্যে।'

হেডকোচ থাকাকালীন কাছ থেকে দেখেছেন রাহুলকে। বিদেশের মাটিতে বরাবর সাফল্য পেলেও দেশের মাটিতে বিপরীত ছবি। দশটার মধ্যে নয়টি শতরানই বিদেশে। প্রতিভাবান, টেস্ট সুলভ টেকনিক। অথচ, ব্যাটিং গড়ে তার প্রতিফলন নেই। শাস্ত্রী মনে করেন, টেকনিকের দিক থেকে যে কোনও তারকা ব্যাটারকে চ্যালেঞ্জ জানাবে লোকেশ। কিন্তু সমস্যা হল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দক্ষতার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। আশার কথা, মিশন ইংল্যান্ডে চাকাটা ঘুরছে।

শাস্ত্রীর দাবি, চলতি টেস্ট সিরিজে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন লোকেশ। বলকে শাসন করছেন। লম্বা সময় ক্রিজে কাটাচ্ছেন। নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ে দলকে নির্ভরতা দিচ্ছেন। 'সেরা ছন্দে রয়েছে। আমার ধারণা আগামী ৩-৪ বছর লোকেশের হতে চলেছে। আরও অনেক সেঞ্চুরি দেখব ওর নামের পাশে। আগামী কয়েক বছরে ভারতের মাটিতে বেশ কিছু সিরিজ রয়েছে। যার পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করবে ও। এখন যে ব্যাটিং গড় থাকুক, তা পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে,' বিশ্বাস রবি শাস্ত্রীর।

> সেরা ছন্দে রয়েছে। আমার ধারণা আগামী ৩-৪ বছর লোকেশের হতে চলেছে। আরও অনেক সেঞ্চুরি দেখব ওর নামের পাশে। আগামী কয়েক বছরে ভারতের মাটিতে বেশ কিছু সিরিজ রয়েছে। যার পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করবে ও। এখন যে ব্যাটিং গড় থাকুক, তা পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে
>
> **রবি শাস্ত্রী**

ক্ষতিপূরণের ভয়ে আটকে পাকিস্তানের কোচ ছাঁটাই

লাহোর, ১৯ জুলাই : বেকায়দায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। লাল বলে জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ আজহার মাহমুদের কাজে অসন্তুষ্ট বোর্ড কর্তাদের একটা অংশ। তবুও তাঁকে ছাঁটাই করতে পারছে না পিসিবি। আসলে চুক্তির জন্যই কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না পাক ক্রিকেট বোর্ড।

গ্যারি কার্স্টেন ইস্তফা দেওয়ার পর আজহারকে সাদা বলে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে মাইক হেসন সীমিত ওভারের দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর পছন্দের সহকারীদের নিয়ে কাজ করার শর্ত দেন। সেই তালিকায় মাহমুদ ছিলেন না। যে কারণে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারকে টেস্ট দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের পদে বদলি করা হয়। তবে লাল বলে তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না পাক বোর্ডের নির্বাচক প্রধান আকিব জাভেদ। আজহারের বিরুদ্ধে পিসিবি কর্তাদের কাছে বেশকিছু অভিযোগ রয়েছে বলেও খবর। এমতাবস্থায় চাইলেও অন্তর্বর্তীকালীন কোচের পদ থেকে মাহমুদকে ছাঁটাই করতে পারছে না পিসিবি। বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি।

জানা গিয়েছে, আগামী বছরের এপ্রিল-মে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি রয়েছে। তার আগে ছাঁটাই করতে হলে ছয় মাসের বেতন দিতে হবে। অঙ্কটা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এই পরিস্থিতিতে বেশ বেকায়দাতেই পড়ে গিয়েছে পাক ক্রিকেট বোর্ড।

স্ত্রী পূজার লেখা বই 'দ্য ডায়েরি অফ আ ক্রিকেটার্স ওয়াইফ'-এর প্রচারে চেতেশ্বর পূজারা। শনিবার।

ডব্লিউসিএল থেকে সরলেন হরভজন

লন্ডন, ১৮ জুলাই : ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন্স অফ লেজেন্ডস (ডব্লিউসিএল) প্রতিযোগিতায় রবিবার ভারতীয় লেজেন্ডসদের মুখোমুখি হবেন পাকিস্তানের লেজেন্ডসরা। কিন্তু পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানার পর দেশজুড়ে পাকিস্তানকে নিয়ে অসন্তোষের মাঝে এই প্রতিযোগিতায় পরস্পরের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, দেশপ্রেম কি শুধুই সাধারণ নাগরিকদের জন্য? ভারতীয়দের আবেগ বুঝতে পেরে প্রতিযোগিতা থেকে হরভজন সিং সরে দাঁড়িয়েছেন।

এই প্রতিযোগিতাতেই ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে দামি জার্সি পরে খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়ন্স। ১৮ ক্যারাটের সোনায় তৈরি হয় এই জার্সিটি। ক্লাইভ লয়েড থেকে শুরু করে ক্রিস গেইল পর্যন্ত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট কিংবদন্তিদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এই জার্সি তৈরি করা হয়েছে।

Notice Inviting E-Tender

E-Tender is hereby invited by undersigned vide-**e-NIT No:- WB/APD/JGP II-ET/06/2025-26 & WB/APD/JGP II-ET/07/2025-26 Date : 17/07/2025**. Last date of Tender Paper dropping : 28.07.2025 upto 15.00 Hrs. Other details are available at **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Jaigaon-II Gram Panchayat

চেন্নাই-পুদুচেরিতে প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে অনুশীলন। প্রথম দিন সাতেক সিএবি-র ইন্ডোরে হবে বাংলা সিনিয়ার দলের অনুশীলন। তারপরে ৫০ জনের পুরো 'পুল' নিয়ে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা চলে যাবেন বীরভূমের দুবরাজপুরে। সেখানে অন্তত দুই সপ্তাহের আবাশিক শিবির করতে চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। দুবরাজপুরের শিবির শেষে কলকাতা ফিরেই ৫০ জন ক্রিকেটারের 'পুলকে' দুইটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। একটি দল যাবে চেন্নাইয়ে ১০ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা বুচিবাবু প্রতিযোগিতা খেলতে। অপর দলটি যাবে পুদুচেরিতে। সেখানে একটি ছয় দলীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে সিনিয়ার বাংলা দল। আজ বিকেলে বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'মঙ্গলবার থেকেই সিনিয়ার দল নিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিচ্ছি আমরা। শেষ মরশুমের মতো এবারও দুবরাজপুরে আবাসিক শিবির হবে। সেই শিবিরের পর আমরা ঠিক করেছি চেন্নাইয়ে বুচিবাবু ও পুদুচেরিতে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কথা।'

মহম্মদ সামিকে রেখে আসন্ন ঘরোয়া মরশুমের লক্ষ্যে ৫০ জনের সম্ভাব্য একটি 'পুল' ঘোষণা করেছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। ৫০ ক্রিকেটারের তালিকায় প্রথম নামটাই সামির। সূত্রের খবর, সামি শেষ মরশুমের মতো এবারও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন। কিন্তু মোট কয়টা ম্যাচ খেলবেন সামি? মরশুমের শুরু থেকেই কি তাঁকে পাওয়া যাবে? সামি কি বাংলা দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শিবির অথবা প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতাতেও খেলবেন? আপাতত কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব নেই। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি বাংলার হয়ে ঘরোয়া মরশুম খেলার কথা জানিয়েছে। কিন্তু প্রাক মরশুম প্রস্তুতি প্রতিযোগিতায় খেলবে কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা জেনে যাব সেটা।'

এদিকে, গতকাল বাংলার সিনিয়ার দলের ৫০ জনের পুল ঘোষণার পর আজ অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা দলের ৪৩ জন ক্রিকেটারের পুল ঘোষণা হয়েছে। মজার কথা, অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ে বাংলার কোচ বদল হয়েছে। প্রণব রায়ের বদলে বাংলা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব এখন ঋদ্ধিমান সাহার হাতে। অথচ, পাপালিকে অন্ধকারে রেখেই আজ অনূর্ধ্ব-২৩ দলের পুল ঘোষণা হয়ে গেল। সরকারিভাবে এখনও ঋদ্ধিমানের নাম কোচ হিসেবে ঘোষণাও হয়নি।

> মঙ্গলবার থেকেই সিনিয়র দল নিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিচ্ছি আমরা। শেষ মরশুমের মতো এবারও দুবরাজপুরে আবাশিক শিবির হবে। সেই শিবিরের পর আমরা ঠিক করেছি চেন্নাইয়ে বুচিবাবু ও পুদুচেরিতে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কথা।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

ম্যাচের সেরা সমীর দাস। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জিতল চেকপোস্ট

কোচবিহার, ১৯ জুলাই : শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লাব ও পাঠাগারের ফুটবলে শনিবার চেকপোস্ট এফসি ১-০ গোলে খেলাঘর এফসি-কে হারিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা সমীর দাস জয়সূচক গোলটি করেন। রবিবার প্রথম ম্যাচে খেলবে কোচবিহার হেরিটেজ এফসি ও ভাই ভাই ইউনাইটেড এফসি। পরে নামবে রামকৃষ্ণ রয়্যালস ও বাণীতীর্থ ওয়ারিয়র্স।

জয়ী দেওকেটা হাইস্কুল

বীরপাড়া, ১৯ জুলাই : আইএফএ-র অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য আন্তঃ স্কুল ফুটবলে শনিবার মাদারিহাটের লচমিপ্রসাদ দেওকেটা হাইস্কুল টাইব্রেকারে ২-১ গোলে বীরপাড়া হাইস্কুলকে হারিয়েছে। জুবিলি ক্লাবের মাঠে নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্য ছিল। শুক্রবার ডিমডিমা হাইস্কুল ৮-০ গোলে রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলকে হারিয়েছিল। হ্যাটট্রিক সহ ৫ গোল করে সৌরভ লাকড়া। হ্যাটট্রিক করে সূর্য রাইও। ২৩ জুলাই ডিমডিমা ফাতেমা হিন্দি হাইস্কুল খেলবে লচমিপ্রসাদ দেওকেটা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে।

অগ্রদূতকে হারাল নবীন সংঘ

ম্যাচের সেরা হয়ে অমিত বর্মন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ, ১৯ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে শনিবার গোপালপুর নবীন সংঘ ২-১ গোলে শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাবকে হারিয়েছে। নবীন সংঘের বিকাশ বর্মন ও অমিত বর্মন গোল করেন। অগ্রদূতের একমাত্র গোল রাজেন বর্মনের। ম্যাচের সেরা অমিত। রবিবার খেলবে মাথাভাঙ্গার জুনিয়ার একাদশ ও জেএসএ জুনিয়ার।

স্কুল দাবায় সেরা প্রণব

ফালাকাটা, ১৯ জুলাই : ২০ জুলাই আন্তর্জাতিক দাবা দিবস উপলক্ষ্যে অন্তঃ বিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতা চলছে পারঙ্গেরপার হাইস্কুলে। শনিবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অনূর্ধ্ব ১৪, ১৭ এবং ১৯ বিভাগে অংশ নেয়। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে বিজয়ী হয়েছে প্রণব বর্মন। রানার্স কৌস্তভ সরকার। অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৭ পর্বের চূড়ান্ত খেলা সোমবার অনুষ্ঠিত হবে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে বুদ্ধদেব এক্কা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জিতল প্লেয়ার্স

কোচবিহার, ১৯ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার মহিষবাথান প্লেয়ার্স ইউনিট ২-১ গোলে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে মহিষবাথানের সম্রাট বর্মন জোড়া গোল করেন। চিলাখানার গোলটি মৃন্ময় সরকারের। ম্যাচের সেরা চিলাখানার বুদ্ধদেব এক্কা। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বলরামপুর-এর এক বাসিন্দা

07.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92J 47424 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সিকিম রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারি শুধুমাত্র বিজয়ী তৈরি করছে না, তারা সাধারণ মানুষের জীবনকেও আলোকিত করেছে। এক কোটি টাকার এই বিশাল জয় আমি শুধুমাত্র আশীর্বাদ হিসেবে মনে করি না কারণ এটি আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। এই সমস্ত কৃতিত্ব শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বলরামপুর - এর একজন বাসিন্দা জহিরুদ্দিন এসকে - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালে গয়ালাল ও করোনেশন

রায়গঞ্জ, ১৯ জুলাই : আইএফএ-র পরিচালনায় এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তঃ বিদ্যালয় অনূর্ধ্ব-১৪ সুপ্রিম কাপের ফাইনালে উঠল দেবীনগর গয়ালাল রামহরি উচ্চবিদ্যাপীঠ ও রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে গয়ালাল ৩-০ গোলে সাবধান উচ্চবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা সন্তোষ কিস্কু জোড়া গোল করে। অন্য গোলটি জিৎ টুডুর। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে করোনেশন ২-১ গোলে নন্দঝাড় আদিবাসী তপশিলি উচ্চবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে ধীরাজ দে। নন্দঝাড়ের গোলস্কোরার এমানুয়েল মার্ডি। রবিবার ফাইনালে নামবে গয়ালাল এবং করোনেশন।

সুদীপের গোলে জয়ী ২০২২

কোচবিহার, ১৯ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগের জুনিয়ার গ্রুপের এলিমিনেশন পর্বে ২০২০ ব্যাচকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ২০২২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা। জয়সূচক গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সুদীপ রায়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সুদীপ রায়। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

চ্যাম্পিয়ন বরুণা

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ জুলাই : স্কুলভিত্তিক অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৯ একদিনের জোনাল ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল বাঘন কালীতলা বিদ্যাপীঠে। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ৫ ও অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ১১টি দল অংশ নেয়। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বরুণা প্রাণপ্রিয়া বিদ্যাপীঠ। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে তরঙ্গপুর নন্দকুমার হাইস্কুলকে হারায়। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে কুনোর কালীচরণ হাইস্কুল ও বরুণা প্রাণপ্রিয়া বিদ্যাপীঠ ফাইনালে ওঠে। কিন্তু কালীচরণ হাইস্কুলের দলে বহিরাগত খেলোয়াড় থাকায় ফাইনাল খেলা না করিয়ে প্রাণপ্রিয়া বিদ্যাপীঠকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। চ্যাম্পিয়ন দল ২৫ জুলাই মহকুমা পর্যায়ে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব মাঠে খেলায় অংশ নেবে।

সেরা মঙ্গল

রায়গঞ্জ, ১৯ জুলাই : সারদা দেবীর তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মঙ্গল রায়। কর্ণজোড়া হাউজিং মাঠে ১৬ বলে ২৪ রান করে এবং ২ ওভারে ৫ রানে ২ উইকেট লাভ করেন মঙ্গল। রানার্স সঞ্জয় কাহার ১৬ বলে ১৬ রান এবং ৯ বলে ৩ রানে ১ উইকেট লাভ করেন। এদিন তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সেরা ব্যাটার জিৎ রায়, সেরা বোলার মুজাহিদ সরকার ও সেরা ফিল্ডার হয়েছেন রনি সিং।

সুপ্রিম কাপে জয়ী কামাখ্যাগুড়ি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জুলাই : আইএফএ-র ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃ স্কুল সুপ্রিম কাপ ফুটবলের আলিপুরদুয়ার পূর্ব কেন্দ্রের খেলায় শনিবার কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুল ১-০ গোলে চিকলিগুড়ি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা হয়েছে মিশনের রবি সোরেন।